বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩১ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১৫মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৮৬ সংখ্যা।। ১৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

নিশীথ সৌরভ মুখোমুখি

নয়া জামানা ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ফোনে কথা হল নিশীথ প্রামাণিকের।মূল আলোচনায় উঠে আসে বাংলা ক্রিকেটের উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। ক্রীড়াক্ষেত্রকে রাজনীতিমুক্ত করার বার্তাও ফের স্পষ্ট করেন নিশীথ। পাশাপাশি আগামী ১৬ মে ইডেনে কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচ দেখার জন্য ক্রীড়ামন্ত্রীকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সৌরভ।বাংলা ক্রিকেটে নতুন সমন্বয়ের ইঙ্গিত দেখছে ক্রীড়ামহল।

নির্ভয়া কান্ডের পুনরাবৃত্তি

নয়া জামানা ঃ রাজধানী দিল্লিতে ফের সামনে এল নারকীয় গণধর্ষণের ঘটনা।অভিযোগ, চলন্ত বাসের ভিতর এক বিবাহিত তরুণীকে সারারাত নির্যাতন করে চালক ও খালাসি। রানিবাগ এলাকায় ঘটে এই ভয়াবহ ঘটনা। ভোরে রাস্তার ধারে ফেলে পালায় অভিযুক্তরা। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্তে নেমে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বাসটিও। ২০১২-র নির্ভয়া কাণ্ডের স্মৃতি উসকে দেওয়া এই ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠছে, রাজধানীতে নারীদের নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত?

ফের শুরু এসআইআর

নয়া জামানা ঃ দেশজুড়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের তৃতীয় দফা শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এবার ১৬টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রায় ৩৬ কোটির বেশি ভোটারের তথ্য যাচাই করবেন বুথ আধিকারিকরা। আপাতত বাদ রাখা হয়েছে হিমাচল, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে। কমিশনের দাবি, যোগ্য ভোটারের নাম নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য। আগের দুই দফায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে কোটি কোটি নাম বাদ পড়ায় নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে।

ট্রাম্প-শি বৈঠক

নয়া জামানা ঃ চীন-আমেরিকা সম্পর্কের টানাপোড়েনের মাঝেই বেইজিংয়ে মুখোমুখি বৈঠকে বসলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি জিনপিং। বৃহস্পতিবার গ্রেট হল অব দ্য পিপলে শুরু হওয়া এই বৈঠক ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে বাড়ছে জল্পনা। ইরান পরিস্থিতি, তাইওয়ান ইস্যু, বাণিজ্য ও সামরিক কূটনীতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘাস আছে, মূল নেই !

তৃণমূলকে কড়া আক্রমণ মিঠুনের

মানস দাস ● নয়া জামানা

বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার আরও আক্রমণাত্মক সুরে বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। কলকাতায় ছেলে নমশী চক্রবর্তীর নতুন ছবি আখরি সওয়াল-এর প্রচারে এসে তৃণমূলকে নিশানা করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তিনি। মিঠুনের দাবি,তৃণমূলের মূলই উড়ে গিয়েছে। এখন শুধু ঘাস পড়ে আছে, সেটাও হাওয়ায় উড়ে যাবে।তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন মিঠুন। ভোটকে তিনি 'ডু অর ডাই' ম্যাচ বলেও উল্লেখ করেছিলেন। ফল প্রকাশের পর সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তপাঁচ বছর ধরে লড়াই করেছি, সওয়াল করেছি। আজ মানুষ তার জবাব দিয়েছে। এখন সবাই আনন্দ করুন, এটা মুক্ত বাংলা।দনতুন সরকারের প্রশংসা করে বিজেপির তারকা নেতা বলেন, অনতুন কলকাতা দারুণ লাগছে। এবার সোনার বাংলা গড়তে সবাইকে কাজে নামতে হবে। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি-কেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মিঠুন। আদালতে মমতার সক্রিয়তা নিয়ে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, তউনি হাই কোর্টে যান, যেখানে খুশি যান, কিছু হবে না।উল্লেখ্য, একসময় তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন মিঠুন। পরে সেই পদ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তারপর থেকেই রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে একাধিকবার সরব হয়েছেন তিনি। আর বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের পর তাঁর এই বিস্ফোরক মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়াল বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

বিরোধীদলের নেতাকে ১১ মাস বাইরে থাকতে হবে না

রথীনকে স্পিকার পদে মনোনয়ন ঘিরে তৃণমূলে বিঁধলেন শুভেন্দু

দীপঙ্কর দোলাই ,নয়া জামানা ঃ পাঁচবার সাসপেনশন, প্রায় সাড়ে ১১ মাস বিধানসভার বাইরে কাটানোর অভিজ্ঞতা এখনও টাটকা। সেই অতীতের প্রসঙ্গ টেনেই এবার বিধানসভার নতুন স্পিকারকে ঘিরে এক ভিন্ন বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার স্পিকার পদে রথিন্দ্রনাথ বসু-র মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর শুভেন্দু বলেন, আগামী দিনে বিধানসভা এক জন ভাল স্পিকার পাবে, যিনি বিরোধী দলনেতাকে সাড়ে ১১ মাস বাইরে রাখবেন না।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্যে যেমন অতীতের বিধানসভা পরিচালনার প্রতি শ্লেষ রয়েছে, তেমনই ভবিষ্যতে বিরোধী দলের প্রতি আরও সহনশীল ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের ইঙ্গিতও স্পষ্ট।স্পিকার পদে মনোনীত রথীন্দ্রনাথ বসু পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং বিজেপির দীর্ঘদিনের সংগঠক হিসেবে পরিচিত। সঙ্ঘ পরিবারের আদর্শে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গের সংগঠন সামলেছেন তিনি। দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাই তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এনে দিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেই রথীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবে সমর্থন জানান বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ । প্রস্তাবকদের তালিকায় ছিলেন শঙ্কর ঘোষ, দীপক বর্মন এবং অগ্নিমিত্রা পল। সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিশাল লামা এবং মালতীরাভা রায়।মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, রথীন দলের দীর্ঘদিনের নেতা। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং উচ্চশিক্ষা রয়েছে।বিজেপি নেতৃত্বের আশা, রথীন্দ্রনাথ বসুর হাত ধরে বিধানসভার মর্যাদা ও নিরপেক্ষতা আরও সুদৃঢ় হবে। আগামী শুক্রবার স্পিকার নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা।

রাজ্যে ৬ হাজার কর্মী নিয়োগের ঘোষণা দিলীপের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে প্রথম পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিল বিজেপি সরকার। কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে অঙ্গীকার বিজেপি নির্বাচনের আগে করেছিল, এবার তারই প্রতিফলন দেখা!এদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ জানালেন, খুব শীঘ্রই প্রায় সাড়ে ছ'হাজার কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে।

জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে কর্মীসংকটের কারণে এক-একজন কর্মচারীকে একাধিক পঞ্চায়েতের দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে, যার ফলে প্রশাসনিক কাজকর্মে বিলম্ব ঘটছে। সেই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতেই দ্রুত নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।মন্ত্রী জানান, প্রায় সাড়ে ছ'হাজার প্রার্থীর একটি শর্টলিস্ট প্রস্তুত করা হয়েছিল। বর্তমানে সেই প্রক্রিয়াকেই চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনা হয়েছে এবং আগামী মন্ত্রিসভার বৈঠকেও এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও কার্যকর করে তোলাই সরকারের লক্ষ্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি।একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত কর্মীদের বিষয়েও সরকার সহানুভূতিশীল অবস্থান গ্রহণ করেছে বলে জানান দিলীপ ঘোষ। ধাপে ধাপে তাঁদের সমস্যার সমাধানের আশ্বাসও দেন তিনি।এদিকে, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশ্বস্ত করেছে সরকার। রাজ্যের পুরমন্ত্রী আগ্নিমিত্র পাল স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাতারাতি কোনও অমানবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না এবং বর্তমানে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের চাকরি বহাল থাকবে।উল্লেখ্য, রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ প্রায় পাঁচ লক্ষ চুক্তিভিত্তিক কর্মী বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় বহু অস্থায়ী কর্মী দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা প্রদান করে চলেছেন। সরকার পরিবর্তনের পর তাঁদের চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।

মমতাকে জেলের ঘানি টানিয়েই ছাড়ব ঃ তাপস রায়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতা হলেন তাপস রায়। ২০২৪ সালের পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর বাসভবনে কেন্দ্রীয় সংস্থার তল্লাশির প্রসঙ্গ তুলে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনেন।বর্তমানে মানিকতলার বিজেপি বিধায়ক তাপস রায় বৃহস্পতিবার বিধানসভায় একান্ত আলাপচারিতায় দাবি করেন, তাঁর বাড়িতে ইডি অভিযান কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, বরং এর পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কাজ করেছে। তিনি এই ঘটনায় নাম নেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী নায়না বন্দ্যোপাধ্যায়-এর। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, এই ঘটনার নেপথ্যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভূমিকা ছিল বলেই তাঁর ধারণা।অভিযোগ করে ক্ষুব্ধ তাপস রায় বলেন, আমি সেদিন ও বলেছি আজকেও বলছি। যে আমার বাড়িতে ইডি পাঠিয়েছিল তাঁকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমি জেলের ঘানি টানিয়েই ছাড়ব।তাপস রায় বলেন, যিনি আমার বাড়িতে ইডি পাঠিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আমি রাজনৈতিক ও আইনি লড়াই চালাব। তিনি আরও দাবি করেন, তাঁর ৫৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এবং সাড়ে ১৩ বছর তৃণমূল বিধায়ক থাকার সময় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তিনি আরও বলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধ দীর্ঘদিনের। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি তীব্র মন্তব্য করেন এবং অভিযোগ করেন যে তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি জানান, একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে তাপসদা বলে ডাকতেন, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক বদলে যায়। ইডি তল্লাশির ঘটনার পর তাঁর পরিবার মানসিকভাবে গভীরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে ওই মামলায় ভোরবেলায় কেন্দ্রীয় সংস্থা তাঁর বাসভবনে দীর্ঘ সময় তল্লাশি চালায়। সেই ঘটনার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে যায় এবং তিনি দলত্যাগ করেন।

চিটফান্ড তদন্তের কাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশ হাইকোর্টের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ বাতিল সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলায় গঠিত বিশেষ কমিটির কার্যক্রমে। এই পরিস্থিতিতে আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, চিটফান্ড আমানতকারীদের স্বার্থে গঠিত তালুকদার কমিটির কাজ কোনও মতেই ব্যাহত হওয়া উচিত নয়।উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার ১১ মে থেকে পরপর তিনদিন তিনটি নির্দেশিকা জারি করিয়া ষাটোর্ধ্ব অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিভিন্ন দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করে। এর ফলস্বরূপ, হাইকোর্ট নিযুক্ত চিটফান্ড সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি, যা সাধারণভাবে তালুকদার কমিটি নামে পরিচিত, কার্যত সমস্যার সম্মুখীন হয়। অভিযোগ, উক্ত কমিটির অন্তত ১১ জন আধিকারিক অবসরপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁদের নিয়োগ বাতিলের ফলে কমিটির কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়।এই বিষয়ে আমানতকারীদের পক্ষের আইনজীবী অরিন্দম দাস আদালতে জানান, বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের অপসারণের ফলে কমিটির কার্যকারিতা বিঘ্নিত হইয়াছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, উক্ত কমিটিতে জেলা জজ পদ হইতে অবসরপ্রাপ্ত একাধিক আধিকারিকও নিযুক্ত ছিলেন অতএব তাঁহারা রাজ্যের নির্দেশিত অবসরপ্রাপ্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কি না, তাহাও বিবেচনার বিষয়।উক্ত মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে কলকাতা হাইকোর্ট। তবে এদিন রাজ্যের পক্ষ হইতে কোনও আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।আইনজীবীদের বক্তব্য অনুযায়ী, আদালত সরাসরি কঠোর নির্দেশ প্রদান না করিলেও অনুরোধের সুরে রাজ্য সরকারকে জানিয়াছে, তালুকদার কমিটির কার্যক্রম যেন কোনও অবস্থাতেই বন্ধ না হয়, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, আমানতকারীদের স্বার্থে চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা অত্যন্ত জরুরি।এই প্রসঙ্গে আইনজীবী অরিন্দম দাস আরও জানান, রাজ্য সরকারের দ্রুত জারি করা একাধিক নির্দেশিকার ফলে যথাযথ পর্যালোচনার অভাবে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। সেই কারণেই বিষয়টি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন হয়।

হাইকোর্টে মমতাকে লক্ষ্য করে চোর স্লোগান

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হওয়ার পরই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তিনি পুনরায় পুরাতন পেশায় প্রত্যাবর্তন করিবেন। অর্থাৎ পুনঃরায় আদালতে তাঁহাকে আইনজীবীর ভূমিকায় দেখা যাইবে। সেই ঘোষণা অনুসারেই বৃহস্পতিবার প্রভাতে আকস্মিকভাবে শামলা পরিধান করিয়া তিনি কলকাতা হাইকোর্টে উপস্থিত হন।উক্ত দিন ভোট-পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে তিনি স্বয়ং সওয়াল করেন। আদালতে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রধান বিচারপতির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলেন, তিনি ১৯৮৫ সাল হইতে আইনজীবী এবং সেই সূত্রে আইনজীবীর ভূমিকাতেই বক্তব্য উপস্থাপন করিতে ইচ্ছুক। অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি একাধিক অভিযোগ আদালতের সম্মুখে উত্থাপন করেন।তাঁহার বক্তব্যে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর, কর্মীদের উপর আক্রমণ, এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার বিষয়টি তুলে ধরেন। শুনানি শেষে শামলা পরিধান করিয়াই তিনি কোর্ট রুম ত্যাগ করেন। কিন্তু আদালত কক্ষ ত্যাগ করার পরই পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিত ভাবে উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। আইনজীবীদের একাংশ তাঁকে লক্ষ্য করিয়া চোর স্লোগান দিতে থাকে।

গ্রেপ্তার কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সোনা পাপ্পু প্রতারণা সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) শান্তনু সিনহা বিশ্বাস গ্রেপ্তার করল ইডি।

বৃহস্পতিবার টানা প্রায় সাড়ে ১০ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ।তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুবার তলব সত্ত্বেও হাজিরা এড়ানোর অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে।

এদিন তিনি অবশেষে ইডির দপ্তরে হাজির হলে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় একাধিক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়া এবং তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই কারণেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে।ইডি সূত্রে আরও জানা যায়, সোনা পাপ্পু নামক প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত জয় কামদারসহ একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের বিষয়ে তদন্ত চলছিল।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ও যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য সামনে আসে বলেও দাবি তদন্তকারীদের। পাশাপাশি জমি দখল, তোলাবাজি এবং অবৈধ বালি পাচার সংক্রান্ত অভিযোগেও তাঁর নাম উঠে আসে বলে অভিযোগ।

উল্লেখ্য, এর আগে তাঁকে একাধিকবার তলব করা হলেও তিনি উপস্থিত হননি। পরে তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিসও জারি করা হয়।

ভোট-পরবর্তী হিংসা ঃ ঘরছাড়াদের নিরাপদে ফেরানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী অশান্তি ও ঘরছাড়াদের নিরাপদে ফেরানো নিয়ে কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, অশান্তির জেরে যাঁরা ঘরছাড়া হয়েছেন বা যাঁদের বাড়ি-দোকানে ভাঙচুর হয়েছে, তাঁদের দ্রুত নিরাপত্তা দিয়ে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পুলিশকেই নিতে হবে।এই মামলার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি সুজয় পল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেন-এর ডিভিশন বেঞ্চে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে পুলিশকে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারকেও হলফনামা দিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে বলা হয়েছে।উল্লেখ্য, গত ১২ মে তৃণমূলের-এর পক্ষ থেকে আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে মামলা দায়ের করেন এবং দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে অংশ নেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনজীবীর কালো পোশাকে তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে দেখা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচন পরবর্তী অশান্তি নিয়ে বিরোধী শিবির প্রশাসনের উপর চাপ বাড়াতে চাইছে। অন্যদিকে আদালতও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব এবং সেই কাজে পুলিশকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।এদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হাইকোর্টে উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সংযত প্রতিক্রিয়া দেন। বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমার অনেক কাজ রয়েছে। এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। আমি এসব নিয়ে ভাবতেও রাজি নই।

সম্পাদকীয়

বিদায় ময়দানের সম্রাট

ময়দান আর মোহনবাগান এই দুই শব্দবন্ধের সঙ্গে যাঁর নাম সমার্থক হয়ে গিয়েছিল গত কয়েক দশকে তিনি স্বপনসাধন বসু ওরফে আমাদের সকলের প্রিয় টুটু বোস।তাঁর প্রয়াণে কেবল গঙ্গার ধারের সবুজ-মেরুন তাঁবু নয় শোকস্তব্ধ গোটা ভারতীয় ফুটবল মহল। আক্ষরিক অর্থেই 'আট থেকে আশি'আজ সবার চোখে জল। এক বর্ণময়, জেদি এবং ফুটবল-পাগল ব্যক্তিত্বের প্রস্থানে ময়দানি ফুটবলের একটি দীর্ঘ ও ঐতিহ্যবাহী অধ্যায়ের যবনিকা পতন ঘটল।টুটু বোস কেবল একজন প্রশাসক ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের ক্রীড়া সংগঠক এবং তার চেয়েও বড় একজন ফুটবল অনুরাগী। মোহনবাগান ক্লাবের দুঃসময়ে তিনি যেভাবে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।ক্লাবের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তাঁর দীর্ঘ সময়কালে তিনি অসংখ্য জয় এবং ট্রফির সাক্ষী থেকেছেন।কিন্তু পদের চেয়েও তাঁর কাছে বড় ছিল ক্লাবের আবেগ। সমর্থকদের কাছে তিনি ছিলেন 'ঘরের মানুষ'। এদিন ক্লাব তাঁবুতে হাওড়া বা বাগবাজার থেকে ছুটে আসা সাধারণ মানুষের ভিড় প্রমাণ করে দিল যে তিনি কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকা আধিকারিক ছিলেন না বরং সাধারণ মানুষের আবেগের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান ছিল।তিনি মোহনবাগানের প্রাণপুরুষ হতে পারেন কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্দরমহলেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। ময়দানের চিরাচরিত শত্রুতা সরিয়ে তিনি সব সময় সৌভ্রাতৃত্বের বাতাবরণ বজায় রাখতেন। এদিন তাঁর প্রয়াণে বিরোধী ক্লাবের সদস্যদের উপস্থিতিও প্রমাণ করে যে, তিনি দলের রং ছাড়িয়ে খেলার জয়গান গাইতেন। তাঁর প্রয়াণে ময়দান এক অভিভাবককে হারাল।কেঁওড়াতলা মহাশ্মশানে যখন তাঁর শবযাত্রা পৌঁছাল তখন গোধূলির আলোয় মিশে ছিল বিষাদ। উপস্থিত ক্রীড়াপ্রেমীদের মুখে ঘুরেফিরে আসছিল পুরনো দিনের নানা স্মৃতি।কেউ বলছিলেন ক্লাবের উন্নতির জন্য তাঁর নিঃস্বার্থ অবদানের কথা কেউ আবার মনে করছিলেন ব্যক্তিগত সংকটে টুটুবাবুর বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্যের হাতের কথা।তিনি ছিলেন আধুনিক ফুটবল মনস্ক।বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে মোহনবাগান তথা ভারতীয় ফুটবলকে তুলে ধরতে তাঁর উদ্যোগগুলো ছিল প্রশংসনীয়।ব্যক্তি টুটু বোস আজ নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। কিন্তু তাঁর কাজ তাঁর অদম্য জেদ এবং মোহনবাগানের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা আগামী প্রজন্মের ফুটবল প্রশাসকদের কাছে পাথেয় হয়ে থাকবে।ময়দানের ঘাসে, গ্যালারির চিৎকারে এবং সবুজ-মেরুন পতাকার পতপত শব্দে টুটু বোস বেঁচে থাকবেন চিরকাল। 'মানুষ চলে যায়, থেকে যায় তাঁর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার।'টুটু বোসের উত্তরসূরিদের কাছে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো তাঁর দেখা স্বপ্নগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ভারতীয় ফুটবলের মানোন্নয়নে তাঁর দেখানো পথে অবিচল থাকা। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ফুটবল ময়দান আপনাকে মিস করবে টুটু দা।

জীবনী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

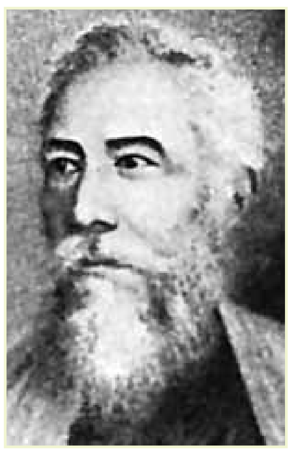

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ, একনিষ্ঠ ধর্মসংস্কারক এবং তাত্ত্বিক দার্শনিক। ১৮১৭ সালের ১৫ মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং মাতা দিগম্বরী দেবী।ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার মধ্যে বড় হয়ে উঠলেও দেবেন্দ্রনাথের অন্তরাত্মা সবসময় এক গভীর সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল থাকত। তাঁর শৈশব শিক্ষা শুরু হয় বাড়িতেই, পরবর্তীতে তিনি রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো হিন্দু স্কুল এবং হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসে পিতামহীর মৃত্যু এবং শ্মশানের নির্জন পরিবেশে তাঁর মনে এক তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়।এই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা থেকেই তিনি উপনিষদের বাণীর সন্ধান পান যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রসার।১৮৩৯ সালে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন, যা তৎকালীন বাংলার বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক চর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই সভার মাধ্যমে তিনি কেবল ধর্মীয় সংস্কার নয় বরং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।১৮৪৩ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।তাঁর প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম কেবল একটি ধর্মীয় মতবাদ নয় বরং একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ লাভ করেছিল।তিনি পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন অথচ ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি অর্থাৎ উপনিষদের আদর্শ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি।

সমাজ সংস্কারক হিসেবে দেবেন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য।তিনি নারীশিক্ষা প্রসার ও বাল্যবিবাহ রোধে সক্রিয় ছিলেন।তাঁর সুযোগ্য সন্তানদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রথম ভারতীয় আইসিএস অফিসার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয়।দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানদের জন্য যে উদার ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, তা আধুনিক বাঙালি মানস গঠনে সহায়ক হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের মনোরম পরিবেশে তিনি যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা পরবর্তীতে বিশ্বভারতীর মতো মহিরুহে পরিণত হয়।প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের যে আদর্শ তিনি পোষণ করতেন তারই প্রতিফলন ঘটেছিল শান্তিনিকেতনের ভাবনায়।

ব্যক্তিগত জীবনে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। পিতার মৃত্যুর পর বিশাল ঋণের বোঝা যখন তাঁর ওপর চাপে তখন তিনি পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করার চেয়ে নৈতিক সততা বজায় রাখাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ দিয়ে পাওনাদারদের ঋণ শোধ করার সংকল্প নিয়েছিলেন যা তাঁর চরিত্রের মহানুভবতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রমাণ দেয়। এই সত্যনিষ্ঠার কারণেই দেশবাসী তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় হিমালয়ের নির্জনতায় এবং দেশভ্রমণে অতিবাহিত করেছেন আধ্যাত্মিক সাধনার অন্বেষণে।দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক প্রতিভাও ছিল ঈর্ষণীয়।তাঁর রচিত 'আত্মজীবনী' বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।এতে কেবল তাঁর নিজের জীবনের কথা নয় বরং তৎকালীন সমাজের ছবি ও তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ইতিহাস নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও তাঁর 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থটি উপনিষদের সারসংক্ষেপ হিসেবে পরিচিত। ১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি এই মহান সাধকের জীবনাবসান ঘটে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন যে সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা করে গেছেন তা আজও বাঙালি সংস্কৃতি ও মননশীলতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে।আধ্যাত্মিকতা ও আধুনিকতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি সমাজকে এক নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-এবার কোন পথে ?

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আজ অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর সামনে খুলে যাচ্ছে ভবিষ্যতের নতুন দ্বার। বর্তমান সময়ের পরিবর্তিত সমাজ ও কর্মসংস্থানের বাস্তবতায় শুধুমাত্র ভালো নম্বর বা ডিগ্রি নয়, প্রয়োজন নিজের আগ্রহ, দক্ষতা ও সময়ের চাহিদাকে বুঝে সঠিক শিক্ষার পথ বেছে নেওয়ার সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। আজ শুধু কোথায় ভর্তি হবো তা নয়, কেন সেই বিষয়টি পড়বো সেটাও বোঝা জরুরি। কারণ আগ্রহ ছাড়া শিক্ষা কখনও সফল হয় না। অন্যকে দেখে বা সমাজের চাপে বিষয় নির্বাচন করলে ভবিষ্যতে হতাশা তৈরি হতে পারে; লিখেছেন **দেবরাজ সাহা**

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আর ফল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে কোথাও আনন্দের উচ্ছ্বাস, কোথাও বা নিঃশব্দ হতাশার দীর্ঘশ্বাস। বহু ছাত্রছাত্রী আজ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। পরীক্ষার ফল হাতে পেয়েই তাদের সামনে ভেসে উঠছে একটাই প্রশ্ন;তএবার কোন পথে এগোবো?

এই প্রশ্ন শুধুমাত্র একজন ছাত্র বা ছাত্রীর নয়; এটি আজকের সমাজ, পরিবার এবং সময়েরও প্রশ্ন। কারণ বর্তমান পৃথিবী এমন এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে শুধু ডিগ্রি নয়, প্রয়োজন সঠিক দিশা, বাস্তব দক্ষতা এবং সময়কে বুঝে এগিয়ে চলার মানসিকতা। একসময় আমাদের সমাজে শিক্ষার ধারণা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক কিংবা সরকারি চাকরি এই কয়েকটি পেশাকেই সফলতার প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু আজকের পৃথিবী সেই সীমানা বহু আগেই অতিক্রম করেছে। প্রযুক্তির বিস্তার, বিশ্বায়ন, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং পরিবর্তিত কর্মসংস্থানের বাজার নতুন নতুন পথ তৈরি করেছে। ফলে আজ একজন ছাত্রের সামনে সুযোগের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত, আবার বিভ্রান্তির সম্ভাবনাও অনেক বেশি।

এই কারণেই আজ প্রয়োজন শুধুমাত্র তকোথায় ভর্তি হবোদ তা ভাবা নয়, বরং তকেন সেই বিষয়টি পড়বোদ তা বোঝা। কারণ আগ্রহ ছাড়া শিক্ষা কখনও পূর্ণতা পায় না। শুধুমাত্র সমাজের চাপে বা অন্যকে দেখে বিষয় নির্বাচন করলে ভবিষ্যতে হতাশা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

বর্তমান সময়ে কর্মসংস্থানের বাজার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কম্পিউটার সায়েন্স, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স , ডেটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি, ক্লাউড কম্পিউটিং, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট;এই ক্ষেত্রগুলো আগামী দিনের পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। শুধু বড় শহর নয়, ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলেও এখন ডিজিটাল পরিষেবার বিস্তার ঘটছে। ফলে এই ধরনের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করলে চাকরির সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনই স্বনির্ভর হওয়ার পথও খুলবে। তবে শুধুমাত্র প্রযুক্তিই নয়, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও আগামী দিনে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। ডাক্তারি বা নার্সিংয়ের পাশাপাশি মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজি, হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট, ফিজিওথেরাপি, রেডিওলজি, অপটোমেট্রি, ফার্মাসি এই সমস্ত ক্ষেত্রেও দক্ষ মানুষের চাহিদা বাড়ছে। করোনা পরবর্তী পৃথিবী আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থা শুধু একটি পেশা নয়, এটি সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলির একটি। একইসঙ্গে আজকের বাজারে কারিগরি শিক্ষার মূল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজে কারিগরি শিক্ষাকে অনেক সময় অবহেলার চোখে দেখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক, ওয়েল্ডার, অটোমোবাইল টেকনিশিয়ান, মোবাইল রিপেয়ারিং বিশেষজ্ঞ বা ইলেকট্রনিক্স কর্মী আজকের সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শুধু চাকরি নয়, এই ধরনের দক্ষতা একজন মানুষকে স্বনির্ভর ব্যবসায়ী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তবে এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যা আজ অনেকেই ভুলে যান। তা হলো সাধারণ শিক্ষার বা তজেনারেল লাইনদ-এর গুরুত্ব। বর্তমানে অনেক ছাত্রছাত্রী মনে করে, শুধুমাত্র পেশাভিত্তিক কোর্সেই ভবিষ্যৎ রয়েছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, সংস্কৃত কিংবা অন্যান্য মানবিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেও আজ বহু ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। একজন বাংলা বা ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ভবিষ্যতে শিক্ষকতা, গবেষণা, সাংবাদিকতা, প্রকাশনা সংস্থা, কনটেন্ট রাইটিং, মিডিয়া, অনুবাদ, স্ক্রিপ্ট রাইটিং কিংবা প্রশাসনিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের জায়গা তৈরি করতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা সিভিল সার্ভিস, গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রশাসনিক ক্ষেত্র কিংবা শিক্ষাজগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। অর্থনীতি পড়লে ব্যাংকিং, ফিনান্স, ডেটা অ্যানালিসিস ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কাজের সুযোগ তৈরি হয়। অন্যদিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেও অসংখ্য সম্ভাবনা রয়েছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা;এই বিষয়গুলি শুধুমাত্র গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বর্তমানে স্পেস সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি, ডেটা অ্যানালিটিক্স, পরিবেশ বিজ্ঞান, গবেষণাগার, এমনকি বিভিন্ন বেসরকারি শিল্পক্ষেত্রেও এই বিষয়গুলির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনার্স বা মাস্টার্স করলে শুধুমাত্র চাকরি পাওয়ার জন্য নয়, মানুষের চিন্তাশক্তি ও বৌদ্ধিক পরিসর গড়ে তোলার জন্যও প্রয়োজনীয়। উচ্চশিক্ষা একজন মানুষকে যুক্তিবাদী করে, সমাজকে বোঝার ক্ষমতা দেয় এবং নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই শুধুমাত্র তচাকরি হবে কি হবে নাদ;এই মানসিকতা নিয়ে শিক্ষাকে বিচার করলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তবে এটাও সত্য, বর্তমান সমাজে বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা। ফলে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে বাস্তব সংযোগ তৈরি করাও জরুরি। আজকের ছাত্রছাত্রীদের শুধুমাত্র ডিগ্রির উপর নির্ভর করলে চলবে না; তাদের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দক্ষতাও অর্জন করতে হবে। ভাষাজ্ঞান, কম্পিউটার দক্ষতা, যোগাযোগ ক্ষমতা, ডিজিটাল কাজের অভিজ্ঞতা এই বিষয়গুলি ভবিষ্যতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আজকের দিনে সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত জ্ঞানও প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। একজন ছাত্র যদি সাহিত্য নিয়েও পড়ে, তবুও তাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন কাজ বা প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। কারণ পৃথিবী এখন ক্রমশ ডিজিটাল হয়ে উঠছে।

সবচেয়ে বড় কথা, নিজেদের অন্যের সঙ্গে তুলনা করা বন্ধ করতে হবে। আমাদের সমাজে এখনও নম্বরকে মানুষের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বাস্তবে একজন মানুষের সাফল্য নির্ভর করে তার ধৈর্য, পরিশ্রম, দক্ষতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার উপর। পরীক্ষার নম্বর সাময়িক; কিন্তু শিক্ষা ও দক্ষতা দীর্ঘস্থায়ী।

এখানে একটি বড় সামাজিক সমস্যার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের সমাজে এখনও অনেক অভিভাবক সন্তানদের নিজেদের অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের মাধ্যম হিসেবে দেখতে চান। ফলে ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় নিজের ইচ্ছা ও দক্ষতাকে উপেক্ষা করে এমন বিষয়ে ভর্তি হয়, যেখানে তাদের মনই বসে না। এর ফলেই হতাশা, বেকারত্ব ও আত্মবিশ্বাসের অভাব তৈরি হয়। শিক্ষা কখনও চাপিয়ে দেওয়া যায় না; শিক্ষা হতে হবে আত্ম-অন্বেষণের পথ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলকে কেন্দ্র করে সমাজে যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা তৈরি হয়, তা কমানো জরুরি। নম্বর জীবনের পরিচয় নয়। একজন ছাত্র হয়তো পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েছে, কিন্তু সে সংগীত, প্রযুক্তি, ব্যবসা বা অন্য কোনও দক্ষতায় অসাধারণ হতে পারে। তাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত একজন মানুষের প্রতিভাকে চিনে তাকে সঠিক পথে এগিয়ে দেওয়া।

যারা আজ ভালো ফল করেছে, তাদের অভিনন্দন।

কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ;শুধু নম্বরের অহংকারে নয়, জ্ঞানের গভীরতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করো। আর যারা প্রত্যাশামতো ফল করতে পারেনি, তাদের বলবো;জীবন কোনও একদিনের পরীক্ষায় থেমে থাকে না। অনেক সময় ব্যর্থতাই মানুষকে নিজের প্রকৃত শক্তি চিনতে শেখায়। আজকের ছাত্রসমাজই আগামী দিনের বাংলা গড়বে। তাই প্রয়োজন এমন শিক্ষাব্যবস্থা ও মানসিকতা, যেখানে শুধুমাত্র চাকরি পাওয়ার লক্ষ্য নয়, একজন দক্ষ, মানবিক ও আত্মনির্ভর মানুষ তৈরি করার স্বপ্ন থাকবে। শিক্ষা কখনও শুধুমাত্র রুটিরুজির মাধ্যম নয়;

শিক্ষা হলো মানুষ হয়ে ওঠার পথ। আর সেই পথ বেছে নেওয়ার সময় আজকের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন ভয় নয়, প্রয়োজন সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস এবং সময়কে বুঝে এগিয়ে চলার সাহস।

অগ্নিযুগের বীরঙ্গনা অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী

অগ্নিযুগের বাঙালি বীরঙ্গনা অগ্নিকন্যা,ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নারী মুক্তিযোদ্ধা,আপোষহীন বিপ্লবী,প্রথম স্বদেশী মহিলা শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯১১ সালের ৫ মে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ঢালঘাট গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আদি পদবি দাসগুপ্ত; ওয়াদ্দেদার ছিল পূর্বপুরুষকে দেওয়া উপাধি। পিতা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রাম পৌরসভার কেরানি, মাতা প্রতিভাময়ী দেবী। প্রীতিলতা ছয় ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয়. বড় ভাই মধুসূদন এবং চার ছোট ভাইবোন ছিল-কনকলতা, শান্তিলতা, আশালতা ও সন্তোষ। তাঁর ডাকনাম ছিল রানী।ছদ্মনাম ফুলতারা।

শৈশবে ঢাকার স্বদেশি সংগঠন দীপালি সংঘ, কলকাতার ছাত্রী সংঘের সদস্যা হন। ১৯২৭ সালে চট্টগ্রামের খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৯ সালে ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজে ভর্তি হন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান দখল করেন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে যোগ দেন। ধলঘাটে মাস্টারদা সূর্য সেনের আত্মগোপন কেন্দ্রে যোগাযোগের মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৩১ সালে বেথুন কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডিস্টিংশন-সহ বি.এ পাশ করেন। অতঃপর চট্টগ্রামের নন্দনকানন অপর্ণা চরণ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এহেন সময় সমগ্র বাংলায় বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ড চলছে। ভারতের স্বদেশি আন্দোলনের গোপন দলিলপত্র পাঠ থেকে তাঁর বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত হয়। প্রীতিলতা সূর্যসেনের নায়কত্বে বিপ্লবী দলের প্রথম মহিলা সদস্যা ছিলেন। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস এবং রিজার্ভ পুলিশ লাইন দখল অভিযানে সংযুক্ত হন। জালালাবাদ যুদ্ধে যোগদান করেন। কলকাতা আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাজবন্দি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩২ সালের ১৩ জুন ধলঘাট সংঘর্ষে একাধিক বিপ্লবী শহিদ হন। মাস্টারদা সূর্য সেন ও প্রীতিলতা পালাতে সক্ষম হলেন। কয়েকদিনের মধ্যে পুলিশের জরুরি গ্রেফতারি তালিকায় প্রীতিলতার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। মাস্টারদা তাঁকে ও কল্পনা দত্তকে স্কুল ত্যাগ করে পুরুষ বিপ্লবীদের মধ্যে আত্মগোপনের নির্দেশ দেন। ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উক্ত ক্লাব আক্রমণ করে একজনকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ফিরে আসেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মায়ের কাছে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মাগো, অমন করে কেঁদো না! আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না? কী করব মা? দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী বিদেশির অত্যাচারে জর্জরিত! দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভাবে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা! তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?'।

দেশের যুবকদের আত্মবলিদানের আহ্বান রেখে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে আত্মহত্যা করেন। ক্ষ্মপ্রীতিলতা ছিলেন তরুণী ও সাহসী। তিনি অত্যন্ত উদ্যমের সাথে কাজ করতেন এবং ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।ক্ষ্ম
--বিনোদ বিহারী চৌধুরী, সমসাময়িক বিপ্লবী.

২০১২ সালে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবের পাশে পাহাড়তলী রেলওয়ে স্কুলের সামনে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের একটি ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছিল।

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার মুকুন্দ রাম হাটগামী শহীদ আবদুস সবুর রোডের শেষ অংশের নামকরণ করা হয়েছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার রোড। তার নামে নামকরণ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে, পানিখালীর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মহাবিদ্যালয় , চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোবরডাঙ্গার খাভুড়া প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতন স্কুল। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে হল এবং ভবন রয়েছে।

তিনি নির্মল সেনের স্ত্রী ছিলেন, যিনি ঢালঘাটে গ্রেপ্তার এড়ানোর সময় নিহত হন, যেখানে ক্যাপ্টেন ক্যামেরনও শহীদ হয়েছিলেন।

বাংলাদেশী লেখিকা সেলিনা হোসেন প্রীতিলতাকে প্রত্যেক নারীর আদর্শ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর জীবন ও কৃতিত্ব প্রচারের জন্য বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্ট (সাহসী নারী প্রীতিলতা ট্রাস্ট) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর প্রপৌত্রী হলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক ও সমাজকর্মী আশ সরকার।

কলকাতায় শুরু ‘বুলডোজার অ্যাকশন’

গড়িয়ার ক্লক টাওয়ার গুঁড়িয়ে দিচ্ছে পুরসভা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার খাস কলকাতায় শুরু হলো ‘বুলডোজার অ্যাকশন’। নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারী একাধিকবার বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। আর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ পেতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার সকালে গড়িয়ার মিতালি সংঘের মাঠ সংলগ্ন একটি বিতর্কিত ক্লক টাওয়ার ভাঙার কাজ শুরু করে কলকাতা পুরসভা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০২৩ সালে তৎকালীন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উদ্যোগে এই ক্লক টাওয়ারটি নির্মিত

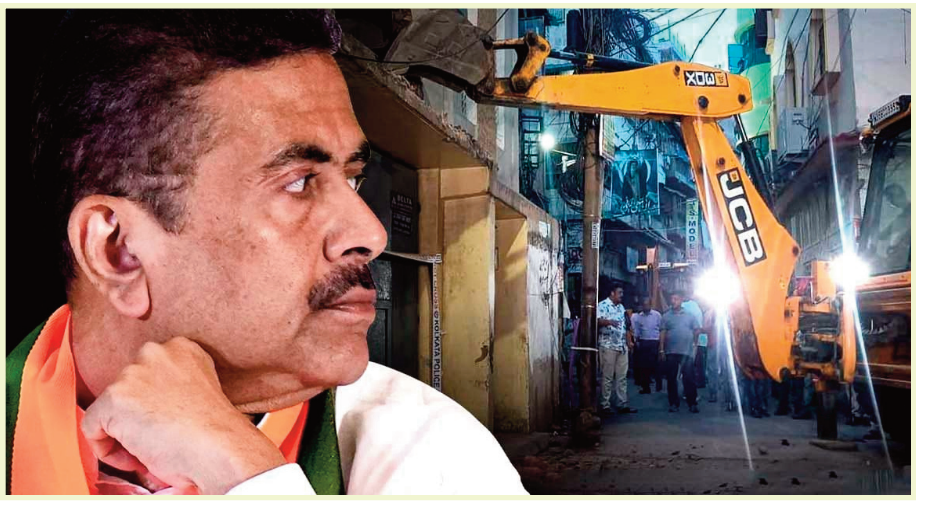

হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, নিয়মবহির্ভূতভাবে গায়ের জোরে এটি তৈরি করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা হলে আদালত এটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেও তৎকালীন সরকারের অসহযোগিতায় তা কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ। তবে বৃহস্পতিবার আদালতের সেই পুরনো নির্দেশ মেনেই বুলডোজার নামানো হয়। এই অভিযানে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।অন্যদিকে, তিলজলার একটি অগ্নিদগ্ধ বেআইনি বহুতল ভাঙার কাজও শুরু হয়েছে। এদিন বিকেলে
সেখানে যান আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁকে বাধা দিলেও পরে তিনি পরিস্থিতি শান্ত করেন। তিনি জানান, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে তিনিও একমত, তবে তা যেন হঠাৎ করে গরিব উচ্ছেদে পরিণত না হয়। এদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাই কোর্টে আইনজীবীর পোশাকে সওয়াল করে রাজ্যে
এই বুলডোজার সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছেন। তবে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের জেরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

শপথ নিয়েই কুণাল ঘোষের বিস্ফোরক ফেসবুক পোস্ট

অন্তর্কন্দলে বিদ্ধ তৃণমূল

টিনা প্রামাণিক ।। নয়া জামানা ।। কলকাতা

বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়েই দলের একাংশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় শপথ নেওয়ার পর একটি ফেসবুক পোস্টে তিনি দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও, নেতৃত্বের একাংশের ‘স্বজনপোষণ’ এবং ‘ভুল সিদ্ধান্ত’ নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর এই পোস্টকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে।ফেসবুক পোস্টে কুণাল ঘোষ বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করার জন্য তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বেলেঘাটা কেন্দ্রের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তবে একইসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় এবং বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের মতো নেতাদের একসময় দল ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। কুণালের দাবি, তিনি তাঁদের দুজনকে দলে রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে তাপস রায়ের প্রশংসা করায় একসময় তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড হতে হয়েছিল;এই তথ্য মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বিষয়টিকে ‘ভাগ্যচক্র’ বলে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য, এদিন বিজেপির টিকিটে জয়ী তাপস রায়ের কাছেই

Kunal Ghosh
4h ·
বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে শপথ। ধন্যবাদ মাননীয়া দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধন্যবাদ বেলেঘাটা কেন্দ্রের নাগরিকদের। শপথ পাঠ করালেন মাননীয় প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়। দীর্ঘদিনের দাদা এবং নেতা। তাপসদাকে তৃণমূলে রাখতে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি, দুর্ভাগ্য। পরে রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে আমি তাপসদাকে ভালো বলায় আমাকে দল সাসপেন্ড করেছিল। ঘটনাচক্রে আমি আজ দলের বিধায়ক এবং শপথবাক্য পাঠ করছি বিজেপির হয়ে জিতে আসা তাপসদার হাতে। ভাগ্যচক্র। সজল পুরপিতাও বটে। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় তাপসদা, সজল ঘোষদের বাধ্য করা হয়েছিল দল ছাড়তে। দুজনকেই রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। আজ তারা বিধায়ক । আমি তৃণমূলের সৈনিকই আছি। লড়াই চলবে। তবে যার বা যাদের জন্যে তাপসদা, সজলরা, আরও অনেকে দল ছেড়েছে, দলের ক্ষতি হয়েছে, তারপরেও একইরকম হোয়াটসঅ্যাপ কাঁদুনি পলিটিক্স করে স্বজনপোষণ চলছে, সেটা খুবই আপত্তির এবং উদ্বেগের। এভাবে চললে কর্মীরা ধৈর্য হারাচ্ছেন। তৃণমূলকে চাঙ্গা করার লড়াইতে আত্মবিশ্লেষণটাও জরুরি। আমরা তৃণমূলের সৈনিকরা দলনেত্রীর নির্দেশে লড়ছি। জয় বাংলা।
পুনশ্চ: কেস দেবেন না প্লিজ।

বিধায়ক হিসেবে শপথ নিতে হয় কুণালকে।দলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কুণাল লিখেছেন, উত্তর ও মধ্য কলকাতায় যাঁদের কারণে দলের ক্ষতি হয়েছে এবং ত্যাগী নেতারা দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরা এখনও সক্রিয়। তিনি সরাসরি ‘হোয়াটসঅ্যাপ কাঁদুনি পলিটিক্স’ এবং ‘স্বজনপোষণ’-এর অভিযোগ তুলে জানান যে, এ ধরনের কর্মকাণ্ডে তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরা ধৈর্য হারাচ্ছেন। দলের হৃত গৌরব ফেরাতে এবং কর্মীদের চাঙ্গা করতে এখন ‘আত্মবিশ্লেষণ’ অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি মনে করেন। তাঁর এই মন্তব্য সম্প্রতি উত্তর কলকাতা তৃণমূলের অন্দরে চলা দলাদলি ও ডিজিটাল গ্রুপে চলা বাদানুবাদকেই ইঙ্গিত করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।কুণাল ঘোষের এই মন্তব্যে অবশ্য বিশেষ আমল দিতে চাননি তাপস রায়। প্রোটেম স্পিকারের পাল্টা দাবি, তৃণমূলের আত্মবিশ্লেষণ করে এখন আর কোনও লাভ নেই। মানুষের মনোভাব বুঝতে তৃণমূল নেত্রী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন বলেই তাঁর মত। অন্যদিকে সজল ঘোষ স্বীকার করেছেন যে কুণাল ঘোষ তাঁদের একসময় আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁর খোঁচা, সেই সময় সিদ্ধান্ত না বদলে দল ছাড়লে আজ তাঁদেরও দুর্নীতির কলঙ্ক বা ‘চোর’ স্লোগান শুনতে হতো। সব মিলিয়ে, শপথ গ্রহণের দিনে কুণালের এই ‘বিদ্রোহী’ অবস্থান তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ফাটলকেই আবারও প্রকাশ্যে এনে দিল।

মা ক্যান্টিনে ৫ টাকায় মাছ-ভাত

তৃণমূলের অপপ্রচার রুখতে মেনু বদলে বড় ঘোষণা দিলীপ ঘোষের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এবার জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতেও নিজস্ব ছাপ রাখতে শুরু করেছে বিজেপি সরকার। করোনাকালে সাধারণ মানুষের সুরাহা দিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মা ক্যান্টিন’ চালু করেছিলেন, যেখানে ৫ টাকায় ডিম-ভাত মিলত। তবে বর্তমান বিজেপি সরকার সেই মেনুতে বড়সড় বদল আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, এবার থেকে মা ক্যান্টিনে ৫ টাকার বিনিময়ে ডিম-ভাতের পরিবর্তে মিলবে মাছ-ভাত। মূলত নিম্নবিত্ত মানুষের পাতে প্রোটিন নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তৃণমূলের দীর্ঘদিনের একটি প্রচারকে ভুল প্রমাণ করতে চাইছে বিজেপি। নির্বাচনের আগে ঘাসফুল শিবিরের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছিল যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করবে এবং মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবে। এবার সরকারি উদ্যোগেই সস্তায় মাছ-ভাতের ব্যবস্থা করে সেই ‘ভীতি’ দূর করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশেই দ্রুত এই নতুন মেনু কার্যকর হতে চলেছে। তবে মাছের পাশাপাশি ডিমের ব্যবস্থাও থাকছে। আপাতত এই খাবারের দাম বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। অতিরিক্ত খরচের বোঝা সরকারই বহন করবে যাতে অর্থের অভাবে কোনো বাঙালিকে আধপেটা খেয়ে থাকতে না হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন খুশির আমেজ, তেমনই রাজনৈতিকভাবেও বিজেপি এক কদম এগিয়ে থাকল বলে মনে করা

উচ্চ মাধ্যমিকে নয়া রেকর্ড

৪৯৬ পেয়ে প্রথম নরেন্দ্রপুরের আদৃত, স্বপ্ন মহাকাশ গবেষণা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র আদৃত পাল। ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৯৬ পেয়ে মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছে সে। তার প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশ ৯৯.২, যা রাজ্যের শিক্ষা মহলে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী আদৃত আগামী দিনে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করতে চায়।পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী টেলিফোনে আদৃতর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাকে ভবিষ্যতের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাকে দেশ, সমাজ এবং রাষ্ট্রবাদের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। আদৃতর পারিবারিক প্রেক্ষাপটও বেশ উজ্জ্বল; তার বাবা জীবনকৃষ্ণ পাল আইএসআই-এর অধ্যাপক এবং মা ফাল্গুনি পাল ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শিক্ষিকা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেন। সূত্রের খবর,

আদৃতর বাবা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু বিশেষ আবেদনও জানিয়েছেন।এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের গড় হার ৯১.২৩ শতাংশ। তবে চমকপ্রদ তথ্য হলো, ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাশের হার এবার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ছাত্রদের পাশের হার যেখানে ৮৯.৭১ শতাংশ, সেখানে ছাত্রীরা ৯১.২৩ শতাংশ হারে সাফল্য পেয়েছে। জেলাগত ফলাফলের নিরিখে ৯৪.১৯ শতাংশ নম্বর নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে পূর্ব মেদিনীপুর। এর ঠিক পরেই ৯৩.৮৪ শতাংশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হাওড়া জেলা। মেধা তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে মোট ৬৪ জন শিক্ষার্থী, যার মধ্যে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকেই রয়েছে ১৮ জন ছাত্র। আদৃতর এই সাফল্য সমগ্র বাংলার ছাত্রছাত্রীদের কাছে এক নতুন অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইমামবাড়ার চিকিৎসকদের ‘চেম্বার কালচার’ রুখতে কড়া দাওয়াই বিধায়ক সুবীর নাগের

অমল রায়, নয়া জামানা, হুগলি ঃ চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা ও চিকিৎসকদের কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা রুখতে এবার সরাসরি ময়দানে নামলেন নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ। ভোটের প্রচারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনেই বুধবার তিনি হাসপাতাল পরিদর্শনে যান এবং সুপারসহ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন। সুবীরবাবু সাফ জানান, হাসপাতালের ডিউটি ফাঁকি দিয়ে ব্যক্তিগত চেম্বার করার দিন শেষ। কর্তব্যরত অবস্থায় চেম্বারে রোগী দেখলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সুপারকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।চিকিৎসকদের একাংশের

সদিচ্ছার অভাব এবং স্থানীয় সাংসদ বা প্রাক্তন বিধায়কদের ব্যর্থতা নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ প্রশমনে বিধায়ক আরও এক ধাপ এগিয়ে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি জানান, অ্যাম্বুলেন্স চালকদের দৌরাত্ম্য রুখতে দ্রুত একটি নির্দিষ্ট ‘রেট-চার্ট’ তৈরি করা হবে। এক মাসের মধ্যে হাসপাতালের সমস্ত অনিয়ম উপড়ে ফেলে পরিষেবা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন তিনি। বিধায়কের এই সক্রিয়তায় চুঁচুড়ার সাধারণ মানুষের মনে নতুন করে আশার আলো জেগেছে।

নারী সুরক্ষা ও অবৈধ পার্কিং রুখতে কড়া পদক্ষেপ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই নারী নিরাপত্তা এবং জনপরিষেবা উন্নত করতে তৎপর হয়েছে নতুন বিজেপি সরকার। দায়িত্ব নিয়েই নারী, শিশু বিকাশ ও সমাজকল্যাণ এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। বিশেষত মহিলাদের বিপদে দ্রুত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চাইল্ড হেল্পলাইন এবং মহিলা হেল্পলাইনকে একত্রিত করে একটি ‘ইন্টিগ্রেটেড হেল্পলাইন’ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। মন্ত্রীর মতে, এই সমন্বিত পরিষেবা চালু হলে মহিলারা আরও কার্যকর এবং সক্রিয় আইনি ও সামাজিক সুরক্ষা পাবেন। পাশাপাশি দুটি দপ্তরের জন্য পৃথক কল সেন্টার গড়ার পরিকল্পনাও রয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারেন।
বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বা সংকল্পপত্রের রেশ টেনে মন্ত্রী জানান, মহিলা সুরক্ষা তাঁদের অগ্রাধিকার। প্রতিটি মণ্ডলে মহিলা

পুলিশ স্টেশন এবং ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় মহিলা ডেস্কের পাশাপাশি ‘দুর্গাসুরক্ষা স্কোয়াড’ গঠনের পথেও এগোচ্ছে সরকার। অন্যদিকে, শহরের শৃঙ্খলা ফেরাতে বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, নির্ধারিত জায়গার বাইরে কোথাও পার্কিং করা যাবে না। বিশেষ করে ভুয়ো বিল দেখিয়ে পার্কিংয়ের নামে টাকা তোলা হলে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং নিরাপদ শহর গড়ে তোলাই এই মুহূর্তে সরকারের মূল লক্ষ্য বলে তিনি জানিয়েছেন।

সাফল্যের হাসি বাগনান গার্লস হাই স্কুলে, উচ্চমাধ্যমিকে জয়জয়কার ছাত্রীদের

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতেই খুশির জোয়ার বাগনান গার্লস হাই স্কুলে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য হাতে পেতেই উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেন স্কুলের কৃতি ছাত্রীরা।

অবৈধ মদের ঠেক ও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান

অর্ক দাস, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ হাওড়া গ্রামীণ জেলাজুড়ে বেআইনি কারবার রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল জেলা পুলিশ। পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের লাগাতার অভিযানে চোলাই মদ, সাট্টা ও জুয়ার মতো অসামাজিক কাজ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এলেও, গোপন আস্তানায় এখনও চলছে চোলাইয়ের কারবার। বুধবার এই চক্র নির্মূল করতে উলুবেড়িয়ার মদাই, শাঁখ।ভাঙা ও ধুলোসিমলাসহ একাধিক এলাকায় বড়সড় অভিযান চালায় পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনের অভিযানে প্রায় ৫৮ হাজার লিটার ফারমান্টেড ওয়াশ, ১৪ হাজার ৪০০ লিটার অবৈধ মদ এবং ৪৫ প্যাকেট গুড় বাজেয়াপ্ত করা হয়। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ

সরঞ্জাম পরবর্তীকালে নিয়ম মেনে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, সড়ক দুর্ঘটনা রুখতে এবং জনসচেতনতা বাড়াতে হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের বিরুদ্ধেও কড়া অবস্থান নিয়েছে পুলিশ। জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে নাকা চেকিংয়ের মাধ্যমে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। পুলিশ সুপার সুবিমল পাল জানান, প্রত্যেকের হেলমেট পরা নিশ্চিত করতে এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা দিতেই এই তৎপরতা। সব মিলিয়ে অপরাধ দমন ও পথ নিরাপত্তা;উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমানে সক্রিয় হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

উত্তরবঙ্গ থেকে বিধানসভায় চমক বিজেপির

স্পিকার পদে মনোনীত রথীন্দ্রনাথ বসু

প্রদীপ কুন্ডু ।। নয়া জামানা ।। কোচবিহার

রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের স্পিকার কে হবেন, তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে চলছিল জোর জল্পনা। অবশেষে সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার পদপ্রার্থী হিসেবে বেছে নিলেন কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গের প্রবীণ আরএসএস নেতা রথীন্দ্রনাথ বসু-কে। উত্তরবঙ্গ থেকে বিধানসভার সর্বোচ্চ আসনে তাঁর এই মনোনয়নকে বিজেপির বড় রাজনৈতিক চমক হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করেন। তিনি জানান, ১৮তম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী হিসেবে রথীন্দ্রনাথ বসুকে মনোনীত করা হয়েছে এবং বিজেপি নেতৃত্ব আশাবাদী যে তিনি সর্বসম্মতিক্রমেই স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হবেন। রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি ও আরএসএস-এর সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত রথীন্দ্রনাথ বসু উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে পরিচিত মুখ। তিনি এক সময় বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন এবং বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিভাগের আহ্বায়ক হিসেবে সংগঠনের কাজ দেখভাল করছেন।

কোচবিহারের দেবীবাড়ির বাসিন্দা হলেও দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংগঠন বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তরবঙ্গের একজন প্রবীণ সংগঠককে স্পিকার পদে সামনে এনে বিজেপি একদিকে যেমন এই অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়াল, তেমনই দলের সাংগঠনিক শিকড়কে আরও মজবুত করার বার্তাও দিল। উত্তরবঙ্গ জুড়ে বিজেপির বিস্তারে রথীন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। স্পিকার পদে মনোনীত হওয়ার পর রথীন্দ্রনাথ বসু বলেন, ত্দল যে দায়িত্ব আমার উপর দিয়েছে, তা সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে পালন করব।দ তিনি আরও আশ্বাস দেন, বিধানসভায় শাসক ও বিরোধী;
সব পক্ষের মত প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনেই তিনি দায়িত্ব পালন করবেন।

রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই মনোনয়ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আগামী দিনের কার্যক্রমে নতুন দিশা দেবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাতাসিতে বিজয় উৎসব মিছিল বিজেপির

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ বাতাসিতে বিজেপির বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়ল গোটা এলাকাজুড়ে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে দলের সাফল্যের আনন্দে ভারতীয় জনতা পার্টি-র রানীগঞ্জ, বিন্নাবাড়ি মন্ডলের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়।

মিছিলে দলের অসংখ্য কর্মী ও সমর্থকের উপস্থিতিতে বাতাসি সহ আশপাশের এলাকা দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। এদিন বাতাসি পিএসএ প্রাঙ্গন থেকে মিছিল শুরু হয়ে কালীবাড়ি হয়ে রানীগঞ্জ পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে দিয়ে জোত, গৌরসা জোত অতিক্রম করে বদরা জোত হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পথজুড়ে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলে বিজেপির একাধিক স্থানীয় নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলা হয়, মানুষের আশীর্বাদ ও সমর্থনেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি আগামী দিনে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার আশ্বাস দেন তারা। কর্মসূচি চলাকালীন কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং শান্তিপূর্ণভাবেই গোটা মিছিল সম্পন্ন হয়।

মিছিল শেষে কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ঝালমুড়ি বিতরণের মধ্য দিয়ে বিজয় উদযাপনের সমাপ্তি ঘটে। আনন্দ,
উৎসাহ ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হওয়া এই কর্মসূচি বাতাসি এলাকায় রাজনৈতিক উৎসবের আবহ তৈরি করে।

উচ্চ মাধ্যমিকে কলায় উজ্জ্বল স্নেহাশীষ

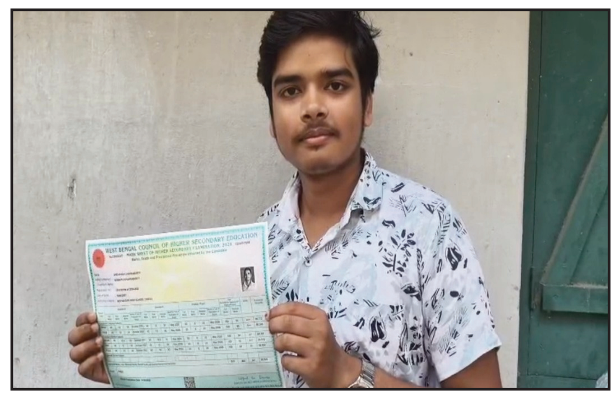

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে প্রত্যেকটি বিষয়ে লেটার নম্বর পেয়ে তাক লাগাল ময়নাগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর ছাত্র স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। তাঁর এই কৃতিত্বে গর্বিত পরিবার, শিক্ষক মহল ও গোটা এলাকা।

স্নেহাশীষের বাড়ি ময়নাগুড়ি শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের শহীদগড় পাড়ায়। তিনি এবছর আর্টস বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেন। ফলাফলে তিনি বাংলায় ৯৪, ইংরেজিতে ৯০, ইতিহাসে ৯০, ভূগোলে ৮৪ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৮৪ নম্বর পেয়ে প্রতিটি বিষয়েই লেটার নম্বর অর্জন করেছেন। কলা বিভাগে এমন সাফল্য নিঃসন্দেহে নজরকাড়া বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। স্নেহাশীষ জানায়, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। আগামী দিনে তার লক্ষ্য ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক হয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। তার এই স্বপ্ন ও সাফল্যে খুশি বাবা-মা সহ আত্মীয়-পরিজনেরা। স্নেহাশীষের বাবা সোমনাথ চক্রবর্তী পেশায় সাংবাদিক এবং মা মামনি চক্রবর্তী গৃহবধূ। স্নেহাশীষ জানায়, এই সাফল্যের পিছনে আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষক, গৃহশিক্ষক এবং পরিবারের সকলের অবদান রয়েছে। তার এই ফলাফলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সন্তোষ প্রকাশ করেছে। উচ্চ মাধ্যমিকে স্নেহাশীষের এই সাফল্য ময়নাগুড়ির শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন গর্বের অধ্যায় যোগ করল।

যমরাজ সেজে হেলমেট সচেতনতা অভিযান

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ পথ দুর্ঘটনা রুখতে অভিনব ও নজরকাড়া উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন ট্রাফিক পুলিশ। যমরাজের বেশ ধারণ করে রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষকে হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝাল এনজেপি ট্রাফিক গার্ড। এই অভিনব প্রচার দেখে একদিকে যেমন মানুষ থমকে দাঁড়ান, তেমনই অনেকের মধ্যেই তৈরি হয় সচেতনতার বার্তা। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার কমাতে কড়া নির্দেশ দিয়েছে সরকার। সেই নির্দেশ মেনেই মোটরবাইক বা স্কুটি চালানোর ক্ষেত্রে চালক ও আরোহী; উভয়ের জন্যই হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিয়ম অমান্য করলে জরিমানার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

তবে শুধু আইন প্রয়োগ নয়, মানুষকে সচেতন করাই ছিল এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। অভিযানের সময় বাইক আরোহীদের হাতে চকলেট তুলে দিয়ে বলা হয়; নিরাপদে চালান, হেলমেট পরুন। অভিযানের সময় বহু চালকই স্বীকার করেন, এতদিন অসচেতনতার কারণেই হেলমেট ব্যবহার করতেন না। তবে এই উদ্যোগের পর তাঁরা নিয়ম মেনে চলার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, ভিআইপি মোড় এলাকাতেও বিশেষ প্রচার চালানো হয়। সেখানে যমরাজ সেজে এক ট্রাফিক কর্মী পথচারী ও চালকদের সতর্কবার্তা দেন। এ বিষয়ে ট্রাফিকের এসিপি অর্নিবান মজুমদার জানান, রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশ মেনে ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জরিমানাও করা হবে।

অসহায় কন্যার বিয়েতে মানবিক সহায়তা

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল স্বামী বিবেকানন্দ হ্যান্ডিক্যাপ্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এক অসহায় পরিবারের মেয়ের বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী তুলে দিয়ে পাশে দাঁড়াল এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ির রাখালহাট এলাকার কুমারপাড়ায়। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা উত্তম রায় জীবিকার তাগিদে কেরলে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন।

এরপর থেকেই তাঁর পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। বর্তমানে ভাঙাচোরা একটি টোটো চালিয়ে কোনওরকমে সংসার চালালেও মেয়ের বিয়ের খরচ জোগানো তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মেয়ের বিয়ে ঠিক হলেও অর্থের অভাবে অনুষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিল পরিবারের। এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে এগিয়ে আসে স্বামী বিবেকানন্দ হ্যান্ডিক্যাপ্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর। এদিন সংগঠনের সেক্রেটারি রবিউল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ স্বপ্না সরকার-এর উপস্থিতিতে বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এই সহায়তা পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে উত্তম রায় ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সংগঠনের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এলাকাবাসীর মতে, এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে মানবতার বার্তা পৌঁছে দেয় এবং অন্যদেরও সাহায্যের হাত বাড়াতে অনুপ্রাণিত করে।

ময়নাগুড়িতে বিজেপির বিজয় মিছিল

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি পৌরসভার ২, ৩ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক বিরাট বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড় হয়ে ময়নাগুড়ি স্টেশন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। মিছিল শেষে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের জন্য এক ভোজের আয়োজন করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলা ভারতীয় জনতা পার্টি-র সহ-সভাপতির বক্তব্য অনুযায়ী, এই ভোজসভায় মাছ ও মাংসের বিশেষ আয়োজন ছিল। শান্তিপূর্ণভাবেই গোটা কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

শিলিগুড়িতে মেধাতালিকায় ঐতিহাসিক সাফল্য শ্রেয়সীর

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে মেধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন শ্রেয়সী শীল। এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৮৯ নম্বর পেয়ে তিনি রাজ্য মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছেন। শ্রেয়সী শিলিগুড়ি গার্লস স্কুল-এর ছাত্রী এবং শিলিগুড়ির দক্ষিণ একটিয়াশাল এলাকার বাসিন্দা। তাঁর এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার থেকে শুরু করে গোটা এলাকা। ফল প্রকাশের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ্রেয়সীর বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়। আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী ও শুভানুধ্যায়ীরা একে একে বাড়িতে এসে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। পরিবারের কাছে এটি এক আবেগঘন মুহূর্ত হয়ে ওঠে। সাফল্যের খবরে শ্রেয়সীর বাবা-মায়ের চোখেমুখেও ছিল গর্ব আর খুশির ছাপ। এদিন শ্রেয়সী জানায়, মেধা তালিকায় নাম থাকবে; এই আশা ছিল, তবে এত উপরে উঠে আসব তা ভাবিনি। খুবই ভালো লাগছে। পড়াশোনার পাশাপাশি গান শুনতে ভালোবাসেন তিনি, যা তাঁকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখে বলে জানিয়েছেন। আর্টস বিভাগে পড়াশোনা করা শ্রেয়সীর ভবিষ্যৎ লক্ষ্যও স্পষ্ট। তিনি জানান, আগামী দিনে ভূগোল নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চান। এরপর সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করার স্বপ্ন রয়েছে তাঁর। শ্রেয়সীর এই সাফল্য শিলিগুড়ি শহরের শিক্ষাজগতে নতুন অনুপ্রেরণা যোগাল।

অবৈধ বালু পাচারে বড় সাফল্য পুলিশের

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ অবৈধ বালু পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। বক্সিরহাট থানা-র অন্তর্গত জোরাই ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বৈধ নথিপত্র ছাড়াই বালু পরিবহণের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি আটক করা হয়েছে তিনটি বালুভর্তি গাড়ি, যা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি ভাবে বালু পাচার চলছিল বলে পুলিশের অনুমান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মধুরভাসা দিক থেকে জোরাই ও রামপুর-১ এলাকার দিকে যাচ্ছিল সন্দেহভাজন তিনটি গাড়ি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জোরাই ক্যাম্প এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ।

নির্দিষ্ট সময়ে তিনটি গাড়িকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হলে দেখা যায়, বালু পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও বৈধ নথি চালকদের কাছে নেই। এরপরই তিনজনকে আটক করে জোরাই ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃতদের নাম প্রবীন বর্মন (মধুরভাসা), রবি দে (নাথুয়া পশ্চিম রামপুর) এবং সরানন্দ অধিকারী (উত্তর বড়কাটা, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার)। তিনজনের বিরুদ্ধেই সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের দাবি, পরিবেশের ক্ষতি ও সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার সঙ্গে জড়িত এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনও রকম আপস করবে না। অবৈধ বালু উত্তোলন ও পাচার রুখতে আগামী দিনেও জেলাজুড়ে কড়া অভিযান চলবে বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জয়গাঁ গোডাউন চুরিতে গ্রেপ্তার ১

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ গভীর রাতে গোডাউনের তালা ভেঙে নামী-দামি যন্ত্রপাতি চুরির ঘটনায় দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল জয়গাঁ থানা-র পুলিশ। অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তদন্তে নেমে এক অভিযুক্তকে আটক করার পাশাপাশি চুরি যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রাতে জয়গাঁ থানা এলাকার অন্তর্গত একটি গোডাউন থেকে বিভিন্ন মূল্যবান ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি চুরি হয়। ঘটনার পর গোডাউন মালিকের পক্ষ থেকে জয়গাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পরেই দ্রুত তদন্তে নামে পুলিশ প্রশাসন। তদন্তে জয়গাঁ থানার একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এএসআই মেহেবুব হাবিব-এর নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় এক অভিযুক্তকে আটক করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে চুরি যাওয়া কাটার মেশিন ও ড্রিল মেশিন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সরঞ্জামগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি চুরির ঘটনার নেপথ্যে কোনও সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করছে কি না, তাও যাচাই করা হচ্ছে। পুলিশের এই দ্রুততায় এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

ইস্টার্ন বাইপাস চুরিতে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ক্ষুদিরাম পল্লীতে সংঘটিত বহুল চর্চিত দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় অবশেষে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। দীর্ঘ তদন্ত ও একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর গতকাল রাতে অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয় আশিঘর ফাঁড়ি-র পুলিশ। ধৃতের নাম মধু কুমের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ির উত্তর একটিয়াশাল এলাকায়। উল্লেখ্য, গত রবিবার বাড়ির মালিক সপরিবারে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলে ফাঁকা বাড়িতে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান, আলমারিতে রাখা লক্ষাধিক টাকা ও সোনার গয়না উধাও। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা নগদ, একাধিক সোনার অলংকার এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আশপাশের বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে। সেই ফুটেজ বিশ্লেষণ করেই অভিযুক্তের গতিবিধি চিহ্নিত করা সম্ভব হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এরপরই নির্দিষ্ট সূত্র ধরে অভিযান চালিয়ে গতকাল রাতে মধু কুমেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালত-এ পেশ করা হলে আদালতের নির্দেশে তাকে পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া টাকা বা সোনার গয়না উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, একই এলাকায় আগেও একাধিক চুরির ঘটনা ঘটায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দুষ্কৃতীরা কীভাবে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল এবং গোটা চক্রের পরিধি কতটা বড়, তা জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

৫
১৫ মে ২০২৬
গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

স্কুলে গাইতে হবে বন্দেমাতরম, সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত শিক্ষা মহলের

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দেশাত্মবোধ জাগাতে শিক্ষার্থীদের গাইতে হবে বন্দেমাতরম। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী এই সংগীত বিগত কিছুদিন ধরেই দেশজুড়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। এরই মধ্যে রাজ্যে ঘটে গিয়েছে পালা বদল। তৃণমূল জামানা এখন অতীত, এসেছে নতুন বিজেপি সরকার। আর ক্ষমতায় আসতেই একের পর এক সিদ্ধান্ত নতুন রাজ্য সরকারের। যার মধ্যে অন্যতম প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে গাইতে বন্দে মাতরমও ।স্কুল শিক্ষা দফতর থেকে জারি করা এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত রাজ্য পরিচালিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে । আপাতত রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি চলছে। প্রতিটি জেলার প্রধান শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ছুটির পরে স্কুল খুললেই প্রার্থনায় জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি জাতীয় গান বন্দে মাতরমও গাইতে হবে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার মতেজাতীয়তাবোধ এবং দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে চলেছে রাজ্য সরকার। স্কুলে বাধ্যতামূলক 'বন্দে মাতরম' ও এনিয়ে রাজনৈতিক চর্চার শুরু হয়েছে রাজ্যজুড়ে। তবে রাজ্য সরকারের এই নতুন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরাও। রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কালিচরণ সাহা জানান, সমাজে বিশেষত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা সামাজিক অবক্ষয় চলছে। নীতি নৈতিকতার দিক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। তাদের মধ্যে থেকে এই অবমূল্যায়ন দূর করে দেশের প্রতি জাতীয়তাবোধ জাগাতে এধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে। রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যা চক্রের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্তের মতে, রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্রের এই বন্দেমাতরম একটা কালজয়ী দেশাত্মবোধের মন্ত্র। বর্তমানে বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। ছুটির পর স্কুল খুললে আমরা অবশ্যই সকালের প্রার্থনায় বন্দেমাতরম যোগ করব। শিক্ষার্থীরাও এতে খুশি হবে। প্রাথমিক শিক্ষক সব্যসাচী দত্ত জানান, অযথা বিতর্কের প্রয়োজন নেই, বন্দে মাতরম দেশাত্মবোধক জাতীয় সংগীত। শিক্ষাঙ্গনে এই গান অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

বিধায়কের বাড়ির বিপরীতে চুরি, এলাকায় আতঙ্ক

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা বিধায়কের বাড়ির উল্টোদিকে একটি সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহর জুড়ে। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে ইসলামপুর শহরের লোহারপট্টি রোড এলাকায় এই চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পাশাপাশি নিরাপত্তা নিয়েও উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা দোকানের লোহার সাটার ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর দোকানে থাকা সোনা ও রূপোর গহনা সহ নগদ টাকা লুট করে চম্পট দেয়। সকালে দোকান খ ুলতে এসে বিষয়টি নজরে আসতেই হতবাক হয়ে যান দোকানের মালিক টুনিল কর্মকার। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় বাসিন্দারা এবং পুলিশ। চুরির ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক ভিড় জমে যায়।ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইসলামপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে তদন্তে নামানো হয়েছে বিশেষ দলও। এদিকে, এই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন দোকানের মালিক টুনিল কর্মকার। তিনি জানান, দোকানে থাকা বহু মূল্যবান গহনা ও নগদ টাকা চুরি হয়েছে। পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করুক, এটাই চাই। শহরের ব্যস্ত এলাকায় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বাড়ির কাছেই এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বাবার টোটোর চাকাতেই স্বপ্নের দৌড়! ৯৪% নম্বর পেয়ে নজির গড়ল মেয়ে

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ সংসারের চাকার শব্দটা টোটোর, কিন্তু সেই চাকার ঘূর্ণনেই এগিয়ে চলেছে এক মেয়ের স্বপ্ন। পুরাতন মালদার সুমি পাল প্রমাণ করলেন,অভাব বাধা নয়, যদি ইচ্ছেটা অটুট থাকে। এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৭০ নম্বর (৯৪ শতাংশ) পেয়ে নজর কেড়েছে সে।

স্থানীয় মহলে ইতিমধ্যেই চর্চা, সম্ভবত ব্লকের সর্বোচ্চ নম্বর তাঁরই।আহ্লাদমনি গার্লস হাইস্কুলের এই ছাত্রী থাকেন পুরাতন মালদা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশহাটি এলাকায়। টোটোচালক বাবা উত্তম পাল ও গৃহবধূ মা রাখি পালের সংসারে আর্থিক টানাপোড়েন নিত্যদিনের সঙ্গী। তবুও স্বপ্নের খাতা কখনও বন্ধ হয়নি। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে মাত্র তিনজন গৃহশিক্ষকের সাহায্যে নিজের লড়াইটা চালিয়ে গেছে সুমি।বইয়ের পাতার বাইরে তাঁর আরেকটা জগৎ হলো আবৃত্তির। শব্দের প্রতি ভালোবাসা আর মনের জোর, এই দুই-ই যেন তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সুমির কথায়।আমার বাবা-মায়ের ত্যাগই আমার শক্তি। তাঁদের কষ্টই আমাকে পড়তে বসায়, এগোতে শেখায়।ভবিষ্যতের স্বপ্নও স্পষ্ট, আইনজীবী হতে চায় সে। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, অর্থের অভাবে অনেকেই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। সেই লড়াইয়ের সঙ্গী হতে চান সুমি নিজেই।মেয়ের সাফল্যে গর্বিত বাবা উত্তম পাল বলেন, টোটো চালিয়ে মেয়েকে মানুষ করছি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সব কষ্ট সার্থক।বাংলায় ৯৫, ইংরেজিতে ৯০, ভূগোলে ৯৪, শিক্ষাবিজ্ঞানে ৯৭ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৪;এই নম্বরগুলো শুধু সংখ্যা নয়, প্রতিদিন ৬-৭ ঘণ্টার পরিশ্রম আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির ফল।তবে স্বপ্নের পথ এখনও পুরোটা মসৃণ নয়, উচ্চশিক্ষার খরচ নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা রয়ে গেছে। তবুও সুমির চোখে স্পষ্ট বিশ্বাস,যে লড়তে জানে, তার পথ একদিন ঠিকই খুলে যায়।

দারিদ্র্যকে হার মানিয়ে সাফল্যের শিখরে বহরনগছের আরিফ, গর্বিত গোটা স্কুল

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী, ছিল প্রতিকূলতার দীর্ঘ লড়াই। তবুও স্বপ্নপূরণের জেদ আর কঠোর পরিশ্রমকে সঙ্গী করে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের নজির গড়ল রামগঞ্জ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বহরনগছ গ্রামের ছাত্র মোঃ আরিফ আহমদ। রামগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্র আরিফ এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৩০ নম্বর পেয়ে স্কুলের প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তার এই সাফল্যে খুশির হাওয়া বইছে পরিবার, স্কুল ও গোটা এলাকাজুড়ে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আরিফের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা স্বচ্ছল নয়। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। একাধিক টিউশন পড়ার সুযোগ না থাকলেও নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন তিনি। প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে রামগঞ্জে এসে নিয়মিত পড়াশোনা করতেন। পরবর্তীতে আইডিয়াল স্টাডি সেন্টারে ভর্তি হয়ে আরও মনোযোগ সহকারে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। আর সেখান থেকেই তার সাফল্যের পথ আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এলাকাবাসীর দাবি, আইডিয়াল স্টাডি সেন্টারের কর্ণধার জামাল আক্তার মহাশয়ের সঠিক দিকনির্দেশনা, কঠোর পরিশ্রম এবং ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক মনোভাব বহু পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে। আরিফ সেই সফল ছাত্রদের অন্যতম উদাহরণ। শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা নয়, মানসিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর থেকেই আরিফদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড় জমতে শুরু করে। ছেলের এই সাফল্যে আনন্দে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তার বাবা-মা। মিষ্টিমুখ করিয়ে আনন্দ উদযাপন করেন পরিবারের সদস্যরা।আরিফের এই সাফল্যে খ ুশি আইডিয়াল স্টাডি সেন্টারের কর্ণধার জামাল আক্তার মহাশয়ও। তিনি বলেন, অভাব কখনও সাফল্যের পথে বাধা হতে পারে না, যদি লক্ষ্য স্থির থাকে। আরিফ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও ভদ্র ছাত্র। ওর এই ফলাফল আগামী দিনে আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে অনুপ্রাণিত করবে। বর্তমানে বহরনগছ গ্রামজুড়ে আরিফকে নিয়ে প্রশংসার ঝড় বইছে। অনেকের মতে, সঠিক গাইডেন্স, অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রম থাকলে গ্রামের সাধারণ পরিবারের ছাত্রছাত্রীরাও বড় সাফল্য অর্জন করতে পারে। আর সেই বার্তাই এবার বাস্তবে প্রমাণ করে দেখ াল বহরনগছের মোঃ আরিফ আহমদ।

বোরো চাষে ক্ষতি , সরকারি সহায়তার দিকে মুখিয়ে কৃষকেরা

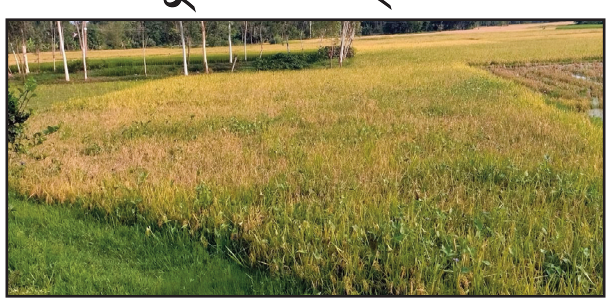

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জমিতে বোরো ধানের রোপা লাগানোর পর বাড়িতে ধান এনে প্রতি এক বিঘা জমিতে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা ক্ষতি দেখছেন কৃষকেরা ।এমনটাই জানালেন বোরো ধান চাষী হিলি ব্লকের বিভিন্ন এলাকার প্রান্তিক কৃষকেরা ।প্রকৃতির আবহাওয়া অনুকূলে না থাকার কারণে এবারে প্রতি এক বিঘা (২৮ শতক) হিসাব করে দেখার পর লাভের অংশ কিছুতেই আর বাড়ি ঢুকছে না বলে অভিযোগ কৃষকদের। একদিকে নিম্নবর্তী এবং সাধারণ কৃষকদের কীটনাশক ঔষধ থেকে শুরু করে রাসায়নিক সারের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ার কারণে কোনভাবেই লাভের আসা দেখতে পাচ্ছেন না বোরো ধান চাষীরা ।অন্যান্য বছরের চেয়ে এবারে অনেকটাই ধানের ফলন কমে যাওয়ার কারণে এমন ক্ষতির আশংকা দেখছেন বলে কৃষকদের অভিমত। এবারে এখনো বোরো ধানের জমিতে প্রচুর পরিমাণে জল আটকে থাকার কারণেই শ্রমিক বা যন্ত্র চালিত গাড়ি দিয়ে ধান মাড়াই করে বাড়িতে আনার পরেই বিঘা প্রতি ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতির হিসাব দেখছেন কৃষকেরা ।তাঁদের দাবি, রোপা লাগানোর শুরু থেকে প্রতি এক বিঘা জমিতে চাষে খরচ হয়েছে বারোশো টাকা। ধানের চারা গাছ তৈরিতে লেগেছে সাতশো টাকা ।রোপা লাগানোয় খরচ হয়েছে ১৮০০ টাকা। রাসায়নিক সার আনুমানিক এক হাজার টাকা। আগাছা তথা ঘাস পরিষ্কার করানোর জন্য বারোশো টাকা এবং সর্বশেষে ধান কাটার জন্য বিঘা প্রতি ২ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সব মিলিয়ে হিসাব করে বাড়িতে ধান তোলার পর কৃষকরা দেখছেন যে লাভের লাভ এইবারের বোরো ধান চাষের ক্ষেত্রে কিছুই থাকছে না। এই পরিস্থিতিটা মাথায় হাত বরো ধান চাষী কৃষকদের। স্বাভাবিক কারণে কৃষকেরা যাতে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হন তার জন্য সরকারি ভাবে দ্রুততার সহিত সরকারের ন্যায্য মূল্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য দাবি তোলা হয়েছে।

টাকা লুটের উদ্দেশ্যে যুবককে হত্যা, পুলিশের জলে ২

নয়া জামানা, মালদা ঃ বুলবুলচণ্ডী রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় উদ্ধার হওয়া অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ।বৃহস্পতিবার সকালে রেললাইনের পাশে ঝোপের মধ্যে ট্র্যাক থেকে প্রায় ১২ ফুট দূরে এক যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হবিবপুর থানার পুলিশ। প্রথমে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হলেও তদন্তে সামনে আসে খুনের ঘটনা ।পরে মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায় ।পরিবারের সদস্যরা দেহ শনাক্ত করেন গোপাল সরকার ওরফে দীপ (২০) নামে ।তাঁর বাড়ি মালদহের বক্সিনগর এলাকায়। পরিবারের লিখি ত অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মামলা শুরু করে পুলিশ ।তদন্তে নেমে দ্রুত সাফল্য পায় পুলিশ ।ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল রনি মজুমদার বাড়ি ঋষিপুর এবং শত্রুঘ্ন মণ্ডল সাহাপুর ছাতিয়ান মোড় এলাকার বাসিন্দা ।পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের কাছ থেকে টাকা হাতানোর উদ্দেশ্যেই খুন করা হয় গোপালকে ।জেরায় ধৃতরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে বলেও দাবি পুলিশের ।অভিযুক্তদের কাছ থেকে মৃতের মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ উদ্ধার হয়েছে। তবে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র এবং লুট হওয়া বাকি টাকার খে াঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ।ধৃতদের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে।

মোবাইল পাচার চক্রে পুলিশি হানা, গ্রেপ্তারসহ উদ্ধার বিপুল পরিমাণ ফোন

নয়া জামানা, মালদা ঃ কালিয়াচক থানার অন্তর্গত গোলাপগঞ্জ এলাকায় চোরাই মোবাইল পাচারচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোলাপগঞ্জ আইসি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী অভিযান চালায় চোরিয়ানন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুয়সতবিঘি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানের সময় অভিযুক্ত আব্দুল ইমরানের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির মোট ৬৫টি চোরাই মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয় ।অভিযোগ, মোবাইলগুলি আলাদা আলাদা করে প্যাকিং করা হচ্ছিল পাচারের উদ্দেশ্যে। ঘটনাস্থল থেকেই তিনজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ।ধৃতদের নাম আব্দুল ইমরান (২৬), জাসু শেখ (২৩) এবং মোসারফ হোসেন (২৬)।

তিনজনই চোরিয়ানন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই চক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল এবং জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি হওয়া মোবাইল সংগ্রহ করে বাইরে পাচারের পরিকল্পনা চলছিল ।উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলির প্রকৃত মালিকদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার ভিত্তিতে কালিয়াচক থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ।পুলিশের এই অভিযানে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ পুলিশের তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

সীমান্তে জমি জট কাটাতে তৎপর মালদা প্রশাসন

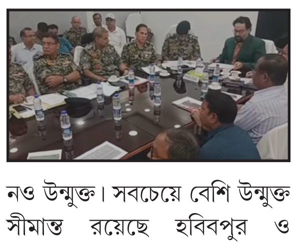

নয়া জামানা, মালদা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর এবার মালদহে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় জোর তৎপরতা শুরু হল ।বৃহস্পতিবার মালদহের জেলাশাসকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত হল উচ্চপর্যায়ের জরুরি বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিক, জেলা প্রশাসনের কর্তারা, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় পূর্ত সড়ক বিভাগের আধিকারিকরা ।জানা গিয়েছে, জেলার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় জমি অধিগ্রহণের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। কোথায় কী সমস্যা রয়েছে এবং কীভাবে দ্রুত জমিজট কাটিয়ে কাজ শেষ করা যায়, তা নিয়েই মূলত আলোচনা হয় বৈঠকে। প্রশাসন সূত্রে খবর, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের স্বার্থে দ্রুত অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ।উল্লেখ্য, মালদহ জেলায় প্রায় ১৭২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৩৩ কিলোমিটার এখ নও উন্মুক্ত। সবচেয়ে বেশি উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েছে হবিবপুর ও বামনগোলা ব্লকে। এছাড়াও ইংরেজবাজার ও কালিয়াচক-তিন নম্বর ব্লকের একাধিক এলাকাতেও সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা এখনও অসম্পূর্ণ। আগের সরকারের আমলে একাধিকবার জমি মাপজোখের কাজ হলেও বাস্তবে অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরির কাজও দীর্ঘদিন আটকে ছিল। তবে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী দেড় মাসের মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশের পরই প্রশাসনিক স্তরে নড়েচড়ে বসেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি। বৈঠকে সীমান্ত সুরক্ষা জোরদার করতে দ্রুত রূপরেখ া কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

বুনিয়াদপুর পুরসভায় প্রশাসক পদে বদল সময়ের অপেক্ষা, দাবি বিজেপির

দিলীপ কুমার তালুকদার, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ সম্প্রতি রাজ্যের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর থেকে কার্যত বুনিয়াদপুর পুরসভা প্রশাসক হীন ভাবেই চলছে।গত ৪ মে ভোটের ফলাফলে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পতন ঘটায় বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক সমীর সরকার পুরভবনে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন ।সেকারনে পুরসভার যাবতীয় দৈনন্দিন কাজকর্ম এক্সিকিউটিভ অফিসারকেই সামলাতে হচ্ছে ।উল্লেখ্য,গত ২০১৭ সালে প্রথমবার বুনিয়াদপুর পুরসভা তার পথ চলা শুরু করে ।অভিযোগ, সেসময় পুর নির্বাচনে গুন্ডাগিরি করে ১৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩ টি ওয়ার্ড ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস ।একটি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাগিরির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে বিজয়ী হয় বিজেপি ।প্রথম চেয়ারম্যান হন অখিল বর্মণ ।২০২২ সালে পুরসভার মেয়াদ শেষ হলে ভোটের পরিবর্তে পুরসভায় প্রশাসক বসিয়ে দেওয়া হয় সেই অখিল বর্মণকেই ।কিন্তু,স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যমন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের সাথে মনোমালিন্যের জন্য তাকে আগাম না জানিয়ে প্রশাসক পদ থেকে সরিয়ে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে প্রশাসক করা হয় কমল সরকার নামে বিপ্লব মিত্রের এক কাছের যুবককে ।প্রশাসক পদে বসে কমল সরকার বুনিয়াদপুর পুরসভা এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম শুরু করেছিলেন, কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারনে তাকেও তার পদ থেকে সরিয়ে পুর এলাকার সরাইহাটের এক যুবক সমীর সরকারকে ২০২৫ সালের নভেম্বরের প্রথম দিকে প্রশাসকের পদে বসিয়ে দেওয়া হয় ।তিনি এতদিন কাজ করলেও সম্প্রতি বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের পতন ঘটায় পুরসভা ভবনে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন বর্তমান প্রশাসক সমীর সরকার ।উপ প্রশাসকও তারই পদাংক অনুসরন করেছেন ।ফলে পুরসভার কাজকর্ম একপ্রকার লাটে উঠেছে। সব প্রশাসনিক কাজকর্ম সামলাতে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ অফিসারকেই ।এই প্রসঙ্গে প্রশাসক সমীর সরকার বলেন,আমাদের তৃণমূল সরকারের পতনের পর আর পুরভবনে যাচ্ছি না ।শুনেছি, অনতিবিলম্বে বিজেপির পক্ষ থেকে পুরসভার প্রশাসক নিযুক্ত হবে ।সেজন্য আর পুরভবন মুখী হচ্ছি না ।এই প্রসঙ্গে দক্ষিন দিনাজপুর জেলা বিজেপির সম্পাদক ক্ষিতীশ মাহাতো বলেন,নবগঠিত রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে অন্যান্য স্থানের ন্যায় বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসককেও এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরিয়ে দিয়েছে ।অবিলম্বে, পুর এলাকার একজন সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষিত ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করবে রাজ্য পুর দপ্তর।

কাস্টমার সেজে সোনার দোকানে ডাকাতি - চাঞ্চল্য

রাজু শেখ,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সামসেরগঞ্জের রতনপুরে সোনার দোকানে বড়সড় ডাকাতি। এই মুহূর্তের চাঞ্চল্যকর খবর। দুপুর বেলা খদ্দের সেজে সেনকো গোল্ড সোনার দোকানে প্রবেশ করে বড়সড় ডাকাতি। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে। ঘটনাস্থলে সামসেরগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুপুর প্রায় ২টা ১৫ মিনিট নাগাদ একজন মহিলা সহ দুষ্কৃতীরা দোকানে কাস্টমার সেজে ঢুকে আচমকাই আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে কর্মী, নিরাপত্তারক্ষী এবং উপস্থিত গ্রাহকদের ভয় দেখাতে শুরু করে। নিরাপত্তারক্ষীর অভিযোগ, তাঁর মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দোকানের কাউন্টার ও প্রদর্শনী কেস থেকে বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না লুট করে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। ঘটনার পর গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শামসেরগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আশপাশের এলাকায় নাকা তল্লাশি শুরু হয়েছে। কী পরিমাণ সোনা লুট হয়েছে, তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে, ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত। দুষ্কৃতীরা দোকানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে আগে থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্ত করে রাখা হচ্ছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে।

চাকরির নামে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার-২

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ বড়ঞা এলাকায় চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা ও বেআইনিভাবে বিপুল অঙ্কের টাকা লেনদেনের অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করল বড়ঞা থানার পুলিশ। বুধবার রাতে বীরভূম জেলার দু'টি পৃথক এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম কৌশিক ঘোষ ও মিহির চন্দ্র সাহা। অভিযোগ, স্কুলে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুর্শিদাবাদের সাহোড়া পঞ্চায়েতের সাদপুর এলাকার ছ'জনের কাছ থেকে প্রায় ৯৩ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল।

তবে দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও চাকরি না মেলায় প্রতারিতরা তাঁদের টাকা ফেরতের দাবি জানান। অভিযোগ, সেই টাকা ফেরত পাননি তাঁরা। এই ঘটনায় বড়ঞা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগকারীদের একাংশের দাবি, অভিযোগ দায়েরের পর দীর্ঘদিন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। পরে তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করে এবং বুধবার রাতে বীরভূমে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে।

স্থানীয় সূত্রে দাবি, ধৃতরা বড়ঞার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা-র ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তদন্তকারীদের অনুমান, তাঁরা প্রভাব খাটিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করতেন। যদিও এই বিষয়ে এখনও পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত বছর ইডি-র হাতে গ্রেফতার হন জীবনকৃষ্ণ সাহা। তদন্তকারী সংস্থার দাবি ছিল, তাঁর এবং তাঁর আত্মীয়দের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একাধিক আর্থিক লেনদেনের তথ্য মিলেছিল। বর্তমানে তিনি জেলবন্দি রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৭৫ বছরের পথচলায় স্মৃতি ও উন্নয়নের সেতুবন্ধন রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের

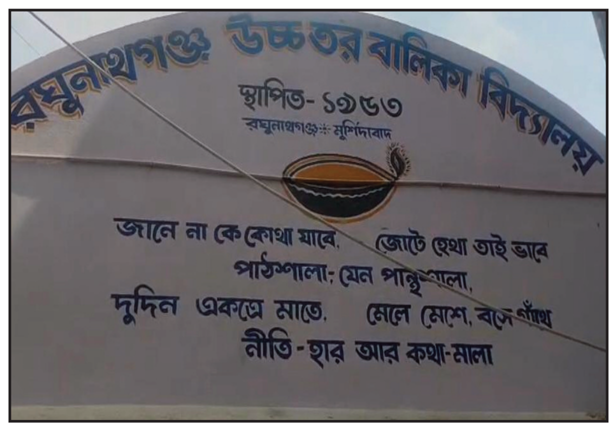

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উদযাপনকে ঘিরে সম্প্রতি স্কুল প্রাঙ্গণে অভিভাবকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করেন প্রধান শিক্ষিকা। বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও ৭৫ বর্ষ উদযাপনকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ওই বৈঠকে কিছু আর্থিক অনুদানের প্রস্তাব রাখা হয়। স্কুল সূত্রে জানা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা ভাবে সামান্য পরিমাণ অনুদান ধার্য করা হয়েছিল। অভিভাবকদের অধিকাংশই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও উচ্চমাধ্যমিক বিভাগের কয়েকজন ছাত্রীর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। পরে প্রধান শিক্ষিকা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। তিনি জানান, এই অর্থ কোনো বাধ্যতামূলক ফি নয়, বরং বিদ্যালয়ের ৭৫ বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পরিবারের স্মৃতিকে জড়িয়ে রাখার একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা। প্রধান শিক্ষিকার বক্তব্য, সরকারি অনুদান তো রয়েছেই, কিন্তু আমরা চাইছি এই ৭৫ বর্ষ উদযাপনে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদেরও একটা আবেগ ও স্মৃতি জড়িয়ে থাকুক। স্কুলের রং করা, নতুন আসবাবপত্র কেনা কিংবা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে যদি তাদের অংশগ্রহণ থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে তারাও গর্ব করে বলতে পারবেন এই স্কুলের উন্নয়নে তাদের অবদান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী যেন বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক অনুভব করে এবং ভবিষ্যতে স্কুলের স্মৃতি বহন করে নিয়ে যেতে পারে, সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের বহু অভিভাবক প্রধান শিক্ষিকার এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তাদের বক্তব্য, বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র পড়াশোনার মধ্যেই স্কুল সীমাবদ্ধ নেই, বরং একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য ও আবেগকে ধরে রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই মনে করছেন, ৭৫ বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এই ধরনের অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।

উদ্ধার ২৫ বোমা নিষ্ক্রিয় করল পুলিশ

আইয়ূব আলী ,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সালার থানার মালিহাটি অঞ্চলের চুন শহর গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের ছোট্ট ঘর থেকে ২৫টি তাজা বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সালার থানার পুলিশ। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভরতপুর এসডিপিও বরুণ বৈদ্য। উপস্থিত ছিলেন সালার সার্কেলের সিআই সমরেন্দ্র পাল ও সালার থানার ওসি বিশ্বজিৎ ঘোষাল সহ পুলিশের বিশাল বাহিনী। এরপর গোটা চুন শহর গ্রাম জুড়ে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি অভিযান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ২৫টি তাজা বোমা নিরাপত্তা বিধি মেনে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ালেও পুলিশের তৎপরতায় স্বস্তি ফিরে আসে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এদিন পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকাবাসীদের উদ্দেশ্যে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। কোনও জায়গায় বোমা বা সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে সালার থানায় খবর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি এলাকায় কোনও দুষ্কৃতী বা সন্দেহজনক ব্যক্তির গতিবিধি নজরে এলে দ্রুত থানায় জানানোর আহ্বান জানান ভরতপুর এসডিপিও বরুণ বৈদ্য। বোমা নিষ্ক্রিয় করার পর এলাকার সাধারণ মানুষ পুলিশ প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও পুলিশের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শেষযাত্রাতেও বন্ধুকে একা ছাড়লেন না সঙ্গীরা

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ জিয়াগঞ্জের সাধকবাগ নতুনপাড়া এলাকায় এক যুবকের অকালমৃত্যুকে ঘিরে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হল। মৃত যুবকের নাম এনামুল শেখ (২৮)। তাঁর মৃত্যুর পর বন্ধুদের মানবিক আচরণ ও শেষ বিদায়ের দৃশ্য দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এলাকার মানুষজন। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ বছর আগে তেতুলিয়া এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে এনামুলের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। পরিবারের দাবি, সম্প্রতি পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে যান। বুধবার সকালে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন এনামুল। অভিযোগ, স্ত্রী ফিরতে রাজি না হওয়ায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বুধবার সন্ধ্যায় নিজের ঘরের মধ্যে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে জিয়াগঞ্জ গ্রামীণ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন এনামুলের ছোটবেলার বন্ধুরা। এরপর ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়ার জন্য হাসপাতাল থেকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় এক আবেগঘন দৃশ্যের সাক্ষী থাকেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। বন্ধুরা নিথর দেহটিকে টোটোর মধ্যে মাঝখানে বসিয়ে, দু'পাশ থেকে আগলে ধরে থানার উদ্দেশে রওনা দেন। জীবদ্দশায় যেভাবে একসঙ্গে সময় কাটাতেন, শেষযাত্রাতেও যেন বন্ধুকে সেইভাবেই পাশে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁরা। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, বন্ধুদের এই আন্তরিকতা ও ভালবাসার দৃশ্য উপস্থিত বহু মানুষকে আবেগপ্রবণ করে তোলে। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক অবসাদের জেরেই ওই যুবক চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরিতে জমি দেবে রাজ্য, স্বস্তিতে সীমান্তবাসী

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর ঘোষণা করেছেন, আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেবে রাজ্য সরকার। এই ঘোষণার পর মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মুর্শিদাবাদের রানীনগর, ভগবানগোলা, লালগোলা ও জলঙ্গির মতো সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অনুপ্রবেশ, গরু পাচার, মাদক ও জাল ওষুধ পাচারের মতো নানা বেআইনি কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এলাকা। স্থানীয়দের অভিযোগ, কাঁচা টাকার লোভে অনেক তরুণ ও স্কুলপড়ুয়াও অসামাজিক চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিল।

তাঁদের মতে, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আরও মজবুত হবে। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ২২০০ কিলোমিটার।

তার মধ্যে প্রায় ১৬৫০ কিলোমিটার এলাকায় ইতিমধ্যেই বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছে। তবে এখনও প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার অংশে কাজ বাকি রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১১৩ কিলোমিটার নদী সীমান্ত হওয়ায় সেখানে বেড়া নির্মাণ সম্ভব নয়। বাকি অংশে জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে কাজ আটকে ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা-সামশেরগঞ্জ থেকে জলঙ্গি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অংশে কোথাও গঙ্গা-পদ্মা নদী, কোথাও চরাঞ্চল এবং কোথাও সাধারণ ভূখণ্ড দুই দেশের সীমান্ত নির্ধারণ করেছে। বিএসএফের পক্ষ থেকে বেশ কিছু এলাকায় বেড়া নির্মাণ করা সম্ভব হলেও রানীনগর-সহ একাধিক অঞ্চলে জমি সমস্যার কারণে কাজ থমকে ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না থাকার সুযোগে অবৈধ অনুপ্রবেশের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের চোরাচালান দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। অভিযোগ রয়েছে, কিছু অসাধু চক্র বেআইনিভাবে পরিচয়পত্র তৈরির কাজেও যুক্ত ছিল। এছাড়া মাঝে মধ্যেই সীমান্ত পেরিয়ে দুষ্কৃতীরা কৃষকদের ফসল নষ্ট বা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছে। সাগরপাড়া এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় প্রামাণিক বলেন, তদীর্ঘদিন ধরে আমরা চাইছিলাম এই এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া হোক।

বেড়া না থাকায় রাতের অন্ধকারে নানা অপরাধমূলক কাজ চলত। সীমান্ত সুরক্ষিত হলে সাধারণ মানুষ অনেকটাই স্বস্তিতে থাকতে পারবেন।দ রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

কুকুরের হামলায় মৃত্যু চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রের

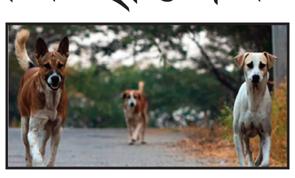

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ সুতি থানার মহেশাইল চাপাহাঁস এলাকায় মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত্যু হল এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রের। মৃত কিশোরের নাম অহিদুল শেখ (১০)। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটার পর এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আম কুড়াতে গিয়েছিল অহিদুল। মহেশাইলের চাপাহাঁস এলাকায় গাছের নীচে পড়ে থাকা আম সংগ্রহ করার সময় আচমকাই কয়েকটি কুকুর তাদের উপর আক্রমণ চালায়। আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করে দেয় শিশুরা। অভিযোগ, সেই সময় অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও কুকুরগুলির মাঝে পড়ে যায় অহিদুল। স্থানীয়দের দাবি, একাধিক কুকুর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত করে। অহিদুলের চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে কুকুরগুলিকে তাড়িয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মহেশাইল গ্রামীণ হাসপাতালে। তবে চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে সুতি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কীভাবে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি পথকুকুরের আক্রমণ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

পুরনো মামলায় গ্রেপ্তার তৃণমূল কর্মীর স্বামী-সহ তিন

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ একাধিক পুরনো মামলায় অভিযুক্ত তিন জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বুধবার রাতে পৃথক অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে ডোমকল থানার পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বহরমপুর সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৩ বছর আগের একটি মাদক মামলায় (এনডিপিএস আইন) ডোমকল পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি আরফাতুন বিবির স্বামী এনায়েতুল্লাহ মণ্ডল ওরফে বাবলুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২০১৯ সালের খুন ও অস্ত্র আইনের পৃথক দু'টি মামলায় গড়াইমারি পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধানের স্বামী রফিকুল ইসলাম এবং ১১ বছর আগের দু'টি অস্ত্র আইনের মামলায় রুস্তম মণ্ডল নামের আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ জানান, এনায়েতুল্লাহর বিরুদ্ধে ওড়িশার ভদ্রক থানায় মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে। বাকি দু'জনের বিরুদ্ধে ডোমকল থানায় মামলা দায়ের হয়েছিল। আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন বলে দাবি পুলিশের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে পৃথক তিনটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত এনায়েতুল্লাহ মণ্ডলের বাড়ি ঘোড়ামারা পঞ্চায়েত এলাকার বক্সীপুর গ্রামে। তিনি ঘোড়ামারা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান এবং স্থানীয় স্তরে প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হিসেবেও পরিচিত। পুলিশ তাঁর বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে জানা গিয়েছে। তবে আদালতে তোলা হলে এনায়েতুল্লাহ দাবি করেন, যে গাড়ির সূত্র ধরে তাঁকে মাদক মামলায় জড়ানো হয়েছে, সেই গাড়ি তিনি বহু আগেই বিক্রি করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, উদ্ধার হওয়া মাদকের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। ডোমকল ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তহিদুর রহমানের অভিযোগ, শাসকদলের প্রভাবের কারণেই এতদিন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সিপিএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমানও দাবি করেন, তৃণমূলের আশ্রয়ে থাকায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ কার্যকর পদক্ষেপ করতে পারেনি। যদিও তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খান বলেন, কেউ অপরাধী হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতেই হবে। তবে বর্তমানে পুলিশ কোথাও কোথাও অতিসক্রিয় ভূমিকা পালন করছে বলেও মনে হচ্ছে।

পৃথক অভিযানে উদ্ধার ৫৬ লিটার দেশি মদ- গ্রেপ্তার ২

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ অবৈধভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে বুধবার রাতে ভগবানগোলা ও জিয়াগঞ্জ থানা এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযানে মোট ৫৬ লিটার দেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম বিশ্বনাথ দাস ও কেষ্ট হাজরা। বৃহস্পতিবার ধৃতদের লালবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানায়,

বুধবার রাতে ভগবানগোলা থানার গোবিন্দটোলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৮ লিটার দেশি মদ-সহ বিশ্বনাথ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে, একই রাতে জিয়াগঞ্জ থানার কুসুমখোলা চূড়ামণিডাঙা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৮ লিটার দেশি মদ-সহ কেষ্ট হাজরাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতদের কাছে মদ বিক্রির কোনও বৈধ নথি বা অনুমোদনপত্র পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 15-05-2026 10:35 Page 7

টেলিভিশনের শুটিং ঘিরে সোনাঝুরিতে উত্তেজনা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াইয়ের হাট নিয়ে ইতিমধ্যেই জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে।পরিবেশ রক্ষা, জঙ্গল সংরক্ষণ এবং হাটের বৈধতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। সেই আবহেই বৃহস্পতিবার সোনাঝুরি হাট চত্বরে একটি বাংলা ধারাবাহিকের শুটিং ঘিরে ফের নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল। জঙ্গলের ভিতরে গাড়ি প্রবেশ, আলোর ব্যবহার, শব্দযন্ত্র এবং শুটিংয়ের নানা সরঞ্জাম নিয়ে পরিবেশের ক্ষতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনদফতরের অনুমতি দেওয়া নিয়েও উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, এদিন সোনাঝুরির মূল হাট এলাকায় একটি বাংলা টেলিভিশন ধারাবাহিকের দৃশ্য ধারণের আয়োজন করা হয়। শুটিংয়ের সুবিধার জন্য জঙ্গলের ভিতরে বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করে ইউনিটের সদস্যরা।স্থানীয়দের অভিযোগ, বড় গাড়ি, তীব্র আলোকসজ্জা, মাইক্রোফোন ও শব্দযন্ত্র ব্যবহারের ফলে জঙ্গলের স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হয়েছে। বিশেষ করে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠা সোনাঝুরি এলাকায় এভাবে শুটিং চলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বহু মানুষ। এদিন শুটিং ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ প্রশ্ন তোলেন, যেখানে বনদফতরের পক্ষ থেকে জঙ্গলে গাড়ি প্রবেশ, উচ্চ শব্দে মাইক বাজানো বা নির্বিচারে ভিডিওগ্রাফির বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক বোর্ড লাগানো রয়েছে, সেখানে কীভাবে এত বড় আকারে শুটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হল। স্থানীয় বাসিন্দা কালো সরেন ও দেবু সরেন বলেন, বন ও পরিবেশ রক্ষার নিয়ম সাধারণ মানুষের জন্য একরকম আর শুটিং ইউনিটের জন্য অন্যরকম হতে পারে না। পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত অভিযোগ করে বলেন, সোনাঝুরির মতো সংবেদনশীল এলাকায় এই ধরনের কর্মকাণ্ড জঙ্গল ও জীববৈচিত্র্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বন রক্ষার পরিবর্তে প্রশাসনের একাংশ উল্টে বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে শুটিং কর্তৃপক্ষ। শুটিংয়ের দায়িত্বে থাকা কার্তিক সেট দাবি করেন, প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতি নিয়েই শুটিং করা হয়েছে। কোথাও পরিবেশের ক্ষতি করা হয়নি। অন্যদিকে বোলপুর রেঞ্জের বন আধিকারিক জ্যোতিষ বর্মন জানান, শুটিংয়ের জন্য বনদফতরের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। তবে পরিবেশের কোনও ক্ষতি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে বলেও তিনি জানান।

বকেয়া মুজুরির দাবিতে পথে নামলেন পৌরসভার সাফাই কর্মীরা

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের রামপুরহাট পৌরসভায় কর্মরত সাফাই কর্মী, ঝাড়ুদার ও ট্রাক্টর চালকদের বকেয়া বেতনের দাবিতে বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রামপুরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র পাঁচমাথা মোড়।

দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন কয়েকশো কর্মী বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে তারা বেতন পাননি। পাশাপাশি, প্রাপ্য বেতন থেকে কাটমানি কেটে নেওয়ার অভিযোগও তোলেন আন্দোলনকারীরা। তাদের দাবি, সম্পূর্ণ বেতন না দিলে কোনওভাবেই সেই টাকা গ্রহণ করবেন না।

বেতন না মেলায় পরিবার নিয়ে চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন বলেও জানান কর্মীরা।সকাল থেকেই শুরু হওয়া এই পথ অবরোধের জেরে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে রামপুরহাট শহরের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচমাথা মোড়। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল, ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছই রামপুরহাট থানার পুলিশ। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে বিক্ষোভ ও অবরোধ। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট দাবি, পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বয়ং ঘটনাস্থলে এসে বকেয়া বেতন মেটানোর আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে না।

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় সিউড়ির শুভায়ন, লক্ষ্য ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ্যে আসতেই গর্বে ভাসল বীরভূমের সিউড়ি। সিউড়ির চন্দ্রগতি হাইস্কুল-এর ছাত্র শুভায়ন মন্ডল এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। শুভায়নের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার, স্কুল ও গোটা এলাকায়।ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র হিসেবে পরিচিত শুভায়ন। তবে তার কথায়, পড়াশোনার ক্ষেত্রে কখনও অতিরিক্ত চাপ বা কঠোর বাধ্যবাধকতা ছিল না। নিয়ম মেনে প্রতিদিন প্রায় ছয় থেকে সাত ঘণ্টা পড়াশোনা করতেন তিনি। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক ছিলেন, মোট ছয়জন শিক্ষক তাকে পথ দেখিয়েছেন এই সাফল্যের পথে।পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেটের প্রতিও রয়েছে তার প্রবল ভালোবাসা। ক্রিকেট খেলতে যেমন ভালোবাসে, তেমনই খেলা দেখতেও ভীষণ পছন্দ করে সে। প্রিয় দল রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। অবসর সময় পেলে ক্রিকেট নিয়েই মেতে থাকে শুভায়ন।ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন এই কৃতী ছাত্র। শুভায়নের কথায়, ছোটবেলা থেকেই ডাক্তারদের কাজ ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই অনুপ্রেরণাই তাকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে।ফল প্রকাশের পর সাংবাদিকদের মুখে ামুখি হয়ে শুভায়ন বলেন, আমি যখন জানতে পারি, তখন খুব আনন্দ লেগেছিল। বাবা-মাও খুব খুশি হয়েছেন। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও খুব আনন্দিত।শুভায়নের এই অসাধারণ সাফল্যে গর্বিত সিউড়ি তথা গোটা বীরভূম জেলা।

উচ্চ মাধ্যমিকে বীরভূমে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম ইলামবাজারের পুষ্পিতা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ২০২৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে খুশির আবহ ছড়িয়ে পড়েছে। জেলার দুই জায়গা থেকে কৃতি ছাত্র ও ছাত্রীরা রাজ্যের মেধা তালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। তবে সেই আনন্দের মাঝেই হতাশার সুর শোনা গেল রামপুরহাট শহরে। কারণ, এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় জায়গা করে নিতে পারেনি রামপুরহাটের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামপুরহাট জিতেন্দ্র লাল বিদ্যাভবনের কোনও ছাত্র। অথচ চলতি বছরেই মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে রাজ্যের মেধা তালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল এই বিদ্যালয়েরই এক কৃতি ছাত্র। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ মাধ্যমিকের মতো বড় পরীক্ষার মেধা তালিকায় বিদ্যালয়ের কোনও ছাত্রের নাম না থাকায় শিক্ষা মহল থেকে শহরবাসীর একাংশের মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা। প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর মেধা তালিকায় জিতেন্দ্র লাল বিদ্যাভবনের ছাত্রদের নাম দেখা কার্যত রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ায় কিছুটা মন খারাপ রামপুরহাট শহরবাসীর।

এই বছর উচ্চ মাধ্যমিকে সাফল্য হাতছাড়া জিতেন্দ্র লাল বিদ্যাভবনের !

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ২০২৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে খুশির আবহ ছড়িয়ে পড়েছে। জেলার দুই জায়গা থেকে কৃতি ছাত্র ও ছাত্রীরা রাজ্যের মেধা তালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। তবে সেই আনন্দের মাঝেই হতাশার সুর শোনা গেল রামপুরহাট শহরে। কারণ, এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় জায়গা করে নিতে পারেনি রামপুরহাটের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামপুরহাট জিতেন্দ্র লাল বিদ্যাভবনের কোনও ছাত্র। অথচ চলতি বছরেই মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে রাজ্যের মেধা তালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল এই বিদ্যালয়েরই এক কৃতি ছাত্র। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ মাধ্যমিকের মতো বড় পরীক্ষার মেধা তালিকায় বিদ্যালয়ের কোনও ছাত্রের নাম না থাকায় শিক্ষা মহল থেকে শহরবাসীর একাংশের মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা। প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর মেধা তালিকায় জিতেন্দ্র লাল বিদ্যাভবনের ছাত্রদের নাম দেখা কার্যত রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ায় কিছুটা মন খারাপ রামপুরহাট শহরবাসীর।

তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে উদ্ধার বোমা, নবদ্বীপে শোরগোল

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ তৃণমূলের স্থানীয় এক কর্মীর বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ থানার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর এলাকায়। জানা গিয়েছে, নিতাইচন্দ্র সাহা নামে এক তৃণমূলকর্মীর বাড়ি থেকে ওই বোমা উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে একটি চিঠিও মিলেছে বলে খবর।ঘটনায় অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। যদিও, এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব।স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার ভোর চারটে নাগাদ ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে নিতাইয়ের পরিবারের সদস্যরা দেখেন দরজার কাছে একটি চিঠি এবং সুতলি দড়ি দিয়ে পাকানো একটি বোমা রাখা রয়েছে। আতঙ্কিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দেন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে বোমা এবং চিঠি উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও, কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও তৃণমূল কর্মীর দাবি এই ঘটনাটি প্রথম নয়, ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর পরদিনও তার বাড়িতে হামলা হয়। তাঁর দাবি, বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বে এই হামলা করেছে বা করিয়েছে।যদিও, নিতাইয়ের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব। এ বিষয়ে বিজেপির নদিয়া দক্ষিণ জেলা সভাপতি অপর্ণা নন্দী বলেন, বিজেপি হিংসার রাজনীতি করে না।

জলঙ্গিতে দ্রুত শুরু হবে সেতু নির্মাণের কাজ, আশাবাদী এলাকাবাসী

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জন সমর্থন নিয়ে জয়ী হয়েছে বিজেপি। তেহট্ট ও পলাশীপাড়া বিধানসভার অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল তেহট্টে জলঙ্গি নদীর উপর পাকা সেতু তৈরি। দীর্ঘদিন থেকেই এই সেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন তেহট্ট ও পলাশীপাড়া বিধানসভা এলাকার বাসিন্দারা। এবার সেই দাবি পূরণ হবে আশায় দুই পাড়ের বাসিন্দারা।তেহট্ট ও পলাশীপাড়া বিধানসভাকে আলাদা করেছে জলঙ্গি নদী। পলাশীপাড়া বিধানসভার হাঁসপুকুরিয়া, বার্নিয়া, পলশন্ডা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সব কাজের জন্য তেহট্টে যেতে হয়। তেহট্টেই মহকুমা আদালত, হাসপাতাল, মহকুমা অফিস, দমকল কেন্দ্রে ও স্কুল-কলেজ রয়েছে। ফলে নিত্যদিন নদী পেরিয়ে তাঁদের যেতে হয়।বাসিন্দাদের এই নদীর উপর সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশ কয়েকবার সেতু তৈরির জন্য মাটি পরীক্ষাও হয়েছে। ২০২৫ সালে জুলাই মাসে কোন দিক দিয়ে কোন জমির উপর দিয়ে এই সেতু হবে তার মাপজোক শেষ হয়।বিজেপি সরকার এবার জমি অধিগ্রহণের জন্য টাকা বরাদ্দ করে দ্রুত সেতু তৈরির কাজ শুরু করবে বলেই আশা করছেন এলাকার মানুষ।বিজেপির সন্দীপ মজুমদার বলেন, আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসেছে। আমরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা একে একে পূর্ণ করা হবে। দেখবেন কিছুদিনের মধ্যেই সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ডাম্পারের বলি ! জাতীয় সড়কে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের রামপুরহাটে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ফের ঘটল মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার সন্ধে নাগাদ ভারশালা মোড়ে ঢোকার আগেই নিরাময় নার্সিংহোমের সামনে দ্রুতগতির একটি ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে।দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে ওই ব্যক্তি রাস্তা পার হওয়ার সময় আচমকাই দ্রুতগতিতে আসা একটি ডাম্পার তাঁকে ধাক্কা মারে। গুরুতর আঘাতের জেরে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রামপুরহাট থানার পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা।পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়কের ধারে আবর্জনার স্তূপ জমে থাকায় রাস্তার দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যাচ্ছে। তার ফলেই এলাকায় প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে দাবি তাঁদের। দ্রুত রাস্তার পাশ পরিষ্কার রাখা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারির দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

নাবালিকাকে শ্লীলতহানির অভিযোগে পুলিশের জালে মূল অভিযুক্ত

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরের বিশেষ আদালতে পাঠালো নবদ্বীপ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম গোপাল বিশ্বাস। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৪ ঠা মে সন্ধ্যায় নবদ্বীপ থানা এলাকায় এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে।

ঘটনার পর পালিয়ে যায় সেই মূল অভিযুক্ত। এরপর ৫ই মে রাতে একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে একজনকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে পুলিশ। একইভাবে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে নবদ্বীপ থানার ফাঁসিতলা পুরশশ্চরণ মাঠ সংলগ্ন এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত গোপাল বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে কৃষ্ণনগরে বিশেষ আদালতে পাঠায় পুলিশ।অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

দৈনিক নয়া জামানা
পত্রিকা নিয়মিত
পড়ুন ও পড়ান

নদিয়া ও বীরভূম জেলার
মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক
প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ
৯০০২৯৮৯১৩২

গাড়ি আটকাতেই তোলা ! বোলপুরে অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সদ্য রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হয়েছে। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও তোলাবাজি বন্ধের বার্তা দিয়েছিলেন। আর সেই আবহের মধ্যেই এবার বোলপুর থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে লরি চালকের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগ উঠল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বোলপুর শহরে।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বোলপুর শহরের কাশীপুর বাইপাসের নো-এন্ট্রি এলাকায় হঠাৎ একটি লরি ঢুকে পড়ে।

সেই সময় সেখানে ডিউটিতে ছিলেন বোলপুর থানার সিভিক ভলান্টিয়ার বিকি সাউ। অভিযোগ, নো-এন্ট্রি রাস্তায় লরি ঢোকার বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি লরি চালকের কাছ থেকে টাকা দাবি করেন। অভিযোগ উঠেছে, প্রায় ২০০০ টাকা চাওয়া হয়েছিল চালকের কাছে।এই ঘটনার সময় লরির ভিতর থেকে চালক ও খালাসীকে মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করতে শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

পরে সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, লরি চালকের সঙ্গে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বচসা চলছে। এমনকি ভিডিওটি মুছে ফেলার জন্য তাঁকে বারবার অনুরোধ করতে ও নিজের কান ধরতেও দেখা যায়।ভিডিও ভাইরাল হতেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে এর আগেও অসামাজিক কাজকর্মে জড়িত থাকা ও টাকা তোলার একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে দায়িত্ব থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলা পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

সাধারণ মানুষের একাংশের প্রশ্ন, নতুন সরকারের তোলাবাজি বন্ধের বার্তার পরেও যদি এ ধরনের অভিযোগ সামনে আসে, তাহলে প্রশাসনিক কড়াকড়ি কতটা কার্যকর হচ্ছে তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 15-05-2026 10:35 Page 8

পূর্ব ও পঃ বর্ধমান

নয়া জামানা

রাজ্যে পালাবদল, আসানসোল পুরনিগমে মমতার ছবি ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

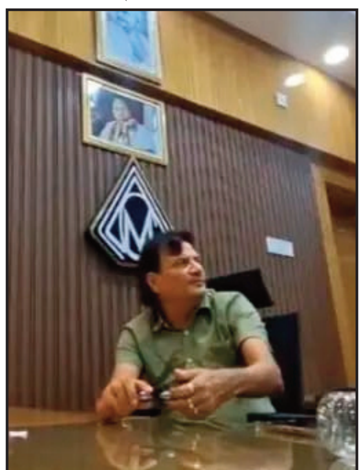

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃপশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এবার আসানসোল পুরনিগমে ছবি-বিতর্ককে কেন্দ্র করে সরগরম হয়ে উঠল শিল্পাঞ্চল। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় এবং বিজেপি সরকার গঠনের পর প্রশাসনিক অলিন্দে আমূল বদল এলেও, আসানসোল পুরনিগমের মেয়রের চেম্বারে এখনও শোভা পাচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই সুর চড়িয়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক কেশব পোদ্দার বৃহস্পতিবার এই ইস্যুতে সরাসরি তোপ দাগেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে এখন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন সরকার আসীন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন প্রাক্তন। তা সত্ত্বেও মেয়রের ঘরে তাঁর ছবি টাঙিয়ে রাখা নতুন সরকারকে অসম্মান করার সামিল। তিনি স্পষ্ট জানান, দ্রুত এই ছবি সরানো না হলে বিজেপি বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। এমনকি পুর কমিশনারের হস্তক্ষেপ দাবি করে তিনি বিষয়টিকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে, এই বিতর্কের মুখে পড়ে সাফাই দিয়েছেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। তিনি জানান, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকেই ওই ছবি সেখানে ছিল। তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ছবি পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের নির্দেশের ওপর নির্ভর করছেন। মেয়রের দাবি, সরকার থেকে এখনও নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশিকা আসেনি, নির্দেশ এলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মেয়রের এই বয়ান আসলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার একটি কৌশল মাত্র। একদিকে দলের পুরনো আবেগ এবং অন্যদিকে বর্তমান সরকারের আইনি বাধ্যবাধকতা;এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে কার্যত 'সেফ গেম' খেলছেন তিনি। তবে বিষয়টি কেবল একটি ছবির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নিচুতলার প্রশাসনে এখনও পুরনো সরকারের প্রভাব বা আনুগত্য রয়ে গেছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিজেপি। আসানসোলের এই ছবি-বিতর্ক কি শেষ পর্যন্ত বড় কোনো সংঘাতের রূপ নেবে, নাকি স্রেফ সরকারি নির্দেশের অপেক্ষায় থিতিয়ে যাবে, তা নিয়ে এখন সরগরম স্থানীয় রাজনীতি। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আসানসোল পুরনিগমের এই ঘটনা এখন রাজ্য রাজনীতির নজরকাড়া বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে ষষ্ঠ বহুলার সৌম্যদীপ, লক্ষ্য এবার চিকিৎসা বিজ্ঞান

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল ব্লকের খনি অঞ্চল বহুলার নাম উজ্জ্বল করলেন মেধাবী ছাত্র সৌম্যদীপ খান। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের এই ছাত্রের সাফল্যে বর্তমানে খুশির জোয়ার তাঁর পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে। সৌম্যদীপের বাবা জানান, ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি একনিষ্ঠ টান ছিল সৌম্যদীপের।

বরাবরই শান্ত ও মেধাবী হিসেবে পরিচিত এই কিশোরের স্বপ্ন ভবিষ্যতে এক জন দক্ষ চিকিৎসক হওয়া। সৌম্যদীপ জানিয়েছেন, অভাবনীয় এই ফলাফলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর কথায়, ক্ষ্মএত ভালো ফল হবে আশা করিনি, তবে পরিশ্রমের খামতি ছিল না।ক্ষ্ম তবে শুধু প্র্যাকটিস নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার কাজেও নিজেকে নিয়োজিত করতে চান তিনি। ছেলের এই সাফল্যে আবেগাপ্লুত তাঁর মা ও বাবা। প্রতিকূলতা জয় করে খনি অঞ্চলের এক সাধারণ ঘরের ছেলের এই জয় সমতুল্য সাফল্য আগামী দিনে বহু পড়ুয়াকে অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ভোট পরবর্তী হিংসায় রণক্ষেত্র গলসি, শাসকদলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত এলাকা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ নির্বাচন মিটতেই গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব বর্ধমানের গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের সাঁকরাই গ্রাম। বুধবার গভীর রাতে শাসকদল ভারতীয় জনতা পার্টির দুই শিবিরের অনুগামীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাত ১টা নাগাদ। অভিযোগ, দলের 'আদি' ও 'নব্য' দুই গোষ্ঠীর বিবাদের জেরে বেশ কিছু বাড়িতে অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। ৩৪ নম্বর বুথের এজেন্ট শেখ হাবিবুল্লাহর অভিযোগ, দলেরই নেতা কাজী সাবির আলির নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র লোক তাঁদের বাড়িতে ইট-পাটকেল ছোড়ে এবং সরকারি নলকূপসহ আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করে কাজী সাবির আলির পরিবার পালটা দাবি করেছে যে, নির্বাচনের আগে দলে আসা কিছু নব্য বিজেপি সমর্থকই তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছে এবং বিজেপি কর্মী দীনবন্ধু মাঝির বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গভীর রাতেই গলসি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বর্তমানে গ্রামে পুলিশি টহল চলছে এবং পরিস্থিতি থমথমে। উভয় পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। দলের অভ্যন্তরীণ এই কোন্দল ও হিংসাত্মক ঘটনায় নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে তীব্র ভীতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

দুর্গাপুরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে বিধ্বংসী আগুন, ভস্মীভূত গুরুত্বপূর্ণ নথি

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে এএসপি গেট সংলগ্ন একটি রাষ্ট্রায়ত্ব পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার রাত দশটার পর স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথম ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে আগুনের শিখা ও কালো ধোঁয়া বের হতে দেখেন। খ বর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক তদন্তে দমকল আধিকারিকদের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ব্যাঙ্কের শাখা ম্যানেজার অরবিন্দ মাহাতো জানান, সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ব্যাঙ্ক বন্ধ করে কর্মীরা চলে গিয়েছিলেন। রাতে খবর পেয়ে এসে দেখেন সামনের দিকের আসবাব ও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে আশার কথা এই যে, ব্যাঙ্কের ভল্ট বা লকার সুরক্ষিত রয়েছে বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ ও দমকল বিভাগ আগুনের প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখ ছে। জনবহুল এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

অদম্য জেদ ও পরিশ্রমের জয়, উচ্চ মাধ্যমিকে নজরকাড়া সাফল্য দুই মেধাবী ছাত্রের

আমিনুর রহমান ও সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় নবম স্থান দখল করে নজর কাড়ল দুই কৃতি ছাত্র; সাগর মন্ডল ও অভিমুন্য সিং। দুজনেই ৪৮৮ নম্বর পেয়ে রাজ্যের সম্ভাব্য মেধাতালিকায় নিজেদের নাম উজ্জ্বল করেছে। কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সাগর মন্ডলের লড়াইটা ছিল কার্যত অভাবের বিরুদ্ধে। নদিয়ার শান্তিপুরের বাসিন্দা সাগর প্রতিদিন নদী পার হয়ে কালনার স্কুলে আসত।

বাবা-মা দুজনেই কর্মসূত্রে গুজরাটে সাফাই কর্মীর কাজ করায় তাকে নিজের হাতে রান্না থেকে শুরু করে ঘরের সব কাজ সামলে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হতো। অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সম্বল করে অভাবকে জয় করা সাগরের লক্ষ্য ভবিষ্যতে একজন আইএএস অফিসার হওয়া। অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি টি এন ইন্সটিটিউশনের ছাত্র অভিমুন্য সিংও সমপরিমাণ নম্বর পেয়ে নবম স্থান অধিকার করেছে। হর্ষবর্ধন এ্যাভিনিউয়ের বাসিন্দা অভিমুন্যর স্বপ্ন একজন দক্ষ চিকিৎসক হওয়া। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে পড়াশোনা করা অভিমুন্য তার সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছে কঠোর পরিশ্রম ও ঈশ্বরভক্তিকে। সম্প্রতি নিট পরীক্ষা বাতিল হওয়া সত্ত্বেও সে দমে না গিয়ে পুনরায় প্রস্তুতির লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দুই জেলা থেকে দুই মেধাবীর এই ভিন্নধর্মী জীবন সংগ্রামের সাফল্য আজ সমগ্র রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে পাড়া-প্রতিবেশী, সকলেই তাদের এই সাফল্যে গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত।

দেন্দুয়ার নতুনপাড়ায় বিজেপির বিজয় উৎসব, কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি ডাক্তার সত্যনারায়ণ রায়ের

নয়া জামানা, সালানপুর ঃ বিধানসভা নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্যের পর সালানপুর ব্লকের দেন্দুয়া পঞ্চায়েত এলাকায় উৎসবের মেজাজ তুঙ্গে। বুধবার রাতে নতুনপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্যোগে আয়োজিত এক আবেগঘন অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতা ডাক্তার সত্যনারায়ণ রায়-কে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়।

অজয় মল্লিকের নেতৃত্বে আয়োজিত এই সভায় শুধু ডাক্তার রায় নন, কার্তিক মল্লিক ও কৃষনা বাউরি সহ একাধিক সক্রিয় কর্মীকেও গ্রামবাসীরা ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করেন। সংবর্ধনা গ্রহণ করে ডাক্তার সত্যনারায়ণ রায় বলেন, ক্ষ্মবারাবনি বিধানসভায় অরিজিৎ রায়ের এই ঐতিহাসিক জয় সাধারণ মানুষের আশীর্বাদের ফসল।ক্ষ্ম রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তিনি এলাকার উন্নয়নে বিশেষ জোর দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, দেন্দুয়া অঞ্চলে কলকারখানা থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় যুবকদের বেকারত্ব ঘোচেনি। তাই স্থানীয়দের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং গৃহহীনদের পাকা ছাদের ব্যবস্থা করাই হবে তাঁদের মূল লক্ষ্য। স্থানীয় কর্মীদের মতে, নেতৃত্বের এই কাজের প্রতিশ্রুতি আগামী দিনে এলাকায় পদ্ম শিবিরের হাতকে আরও শক্তিশালী করবে।

তোলাবাজি ও সন্ত্রাসে অভিযুক্ত বুদবুদের দাপুটে তৃণমূল নেতা মনা কুণ্ডু গ্রেফতার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাস চালানো এবং তোলাবাজির অভিযোগে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা রুদ্রপ্রসাদ ওরফে মনা কুণ্ডু। বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁর এই গ্রেফতারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বুদবুদ এলাকায় মনা কুণ্ডু ও তাঁর অনুগামীরা দীর্ঘদিন ধরে একচ্ছত্র আধিপত্য ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকাও বেশ দীর্ঘ। অভিযোগ রয়েছে, এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছোট-বড় ব্যবসায়ী;সকলকেই নিয়মিত মোটা অংকের টাকা দিতে বাধ্য করতেন তিনি। এই তোলা দিতে অস্বীকার করলে জুটত অকথ্য গালিগালাজ এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও। সাধারণ মানুষ তাঁর ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পেতেন না। তোলাবাজির পাশাপাশি মনা কুণ্ডুর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগও রয়েছে। বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধী দল তথা বিজেপি কর্মীদের ওপর শারীরিক নিগ্রহ এবং এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরির নেপথ্যে তাঁর হাত ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। এই দাপুটে নেতার আতঙ্কে বহু বিজেপি কর্মী ও বিরোধী সমর্থক দীর্ঘদিন ধরে ঘরছাড়া হয়ে ভিন রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। গত ৪ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে এলাকা ছেড়ে আত্মগোপন করেছিলেন মনা কুণ্ডু। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক সমীকরণ ও প্রশাসনিক তৎপরতা বদলাতেই পুলিশ তাঁর খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করে। অবশেষে বুধবার রাতের অভিযানে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং সন্ত্রাসের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা খ তিয়ে দেখতে পুলিশ মনা কুণ্ডুকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, এলাকার শান্তি বজায় রাখতে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ইসিএলের পড়াশিয়া কোলিয়ারিতে ভয়াবহ এয়ার ব্লাস্ট মৃত ১, আহত বহু

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়ায় ইসিএলের কুনুস্তরিয়া এরিয়ার পড়াশিয়া কোলিয়ারিতে এক মর্মান্তিক খনি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক শ্রমিক। বৃহস্পতিবার সকালে প্রথম শিফটের কাজ চলাকালীন এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত শ্রমিকের নাম দেবাং মুন্ডা (৫২)। খনি সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ভূগর্ভস্থ খনির ২৭ নম্বর সেকশনে যখন রুফ বোল্টিং ও কয়লা কাটার কাজ চলছিল, তখনই আচমকা একটি স্তর ভেঙে পড়ে 'এয়ার ব্লাস্ট' হয়। এর ফলে খনির ভেতরে প্রবল বেগে বাতাসের ঝড় বইতে শুরু করে, যার তীব্রতায় সেখানে কর্মরত শ্রমিকরা চারদিকে ছিটকে পড়েন। প্রাথমিক খ বর অনুযায়ী, এই ঘটনায় দেবাং মুন্ডা কয়লার স্তুপের নিচে চাপা পড়ে মারা যান। এয়ার ব্লাস্টের তীব্রতায় আরও অন্তত ২০ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন, যাঁদের উদ্ধার করে রানিগঞ্জের বাঁশরা হাসপাতালসহ ইসিএলের বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার সময় ভেতরে প্রায় ৪০ জন শ্রমিক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর ছড়াতেই খনি চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সহকর্মীর মৃত্যু ও নিরাপত্তার অভাবের অভিযোগে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুড়িয়া থানার পুলিশ ও সিআইএসএফ। শ্রমিক সংগঠনগুলোর অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও নজরদারির অভাবেই এই প্রাণহানি। খনি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

অবৈধ টোল বন্ধে কড়া পদক্ষেপ, পূর্ব বর্ধমানে জেলাশাসকের তৎপরতা

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক নির্দেশের পরেই পূর্ব বর্ধমান জেলায় বেআইনি টোল আদায় রুখতে কোমর বেঁধে নামল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল জেলার সমস্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে চিঠি পাঠিয়ে বর্তমান টোল আদায়ের পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু করেন। জেলাশাসকের নির্দেশে জেলার সমস্ত টোল সংগ্রাহকদের ডেকে অবিলম্বে আদায় বন্ধ রাখার কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, বর্ধমান পৌরসভা, জেলা পরিষদ এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েত এলাকাগুলোতে কোথায়, কীভাবে টোল নেওয়া হচ্ছে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তলব করেছেন জেলাশাসক। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো অবস্থাতেই অবৈধভাবে অর্থ আদায় বরদাস্ত করা হবে না; অন্যথায় আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই বর্ধমান পৌরসভা এলাকায় একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চলা টোল আদায় বন্ধ করে দিয়েছেন পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। মূলত বালি বোঝাই ট্রাক, জাতীয় সড়কের কিছু অংশ, বিভিন্ন সেতু এবং বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় টোটো ও চারচাকা গাড়ি থেকে টোল আদায়ের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। মুখ্য সচিবের নির্দেশের পর বুধবার রাত থেকেই এই প্রক্রিয়ার ওপর রাশ টানা হয়েছে। বৈধ টোলগুলোর ক্ষেত্রেও টেন্ডার ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খ তিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এই 'যুদ্ধকালীন' তৎপরতায় জেলার সর্বত্র বেআইনি অর্থ আদায় আপাতত থমকে গিয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয় বর্ধমানের সৌম্য

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ উচ্চ মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে নজর কাড়ল পূর্ব বর্ধমানের সৌম্য রায়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এই ছাত্র ৪৯৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। সৌম্যর এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া তার পরিবার ও জেলাজুড়ে। তবে এই সাফল্যের পথটা খুব একটা সহজ ছিল না।

মাধ্যমিকে ৯৫ শতাংশ নম্বর পেয়েও রাজ্যের প্রথম দশে স্থান না পাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল সৌম্য। কিন্তু হার না মেনে নতুন উদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করে সে। সৌম্যর মতে, ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থেকে বিষয় বুঝে পড়াশোনা করাই তার সাফল্যের চাবিকাঠি। মিশনের মহারাজদের পরামর্শ মেনে নিয়মিত রুটিন মাফিক কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করেই সে আজ এই শিখরে পৌঁছেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি গোয়েন্দা গল্প পড়তে ভালোবাসে সৌম্য। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার লক্ষ্যে বর্তমানে সে সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের প্রতি তার পরামর্শ; কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে নিজের প্রতি বিশ্বাস রেখে পরিশ্রম করে যেতে হবে। সাফল্যের জন্য শর্টকাট নয়, বরং ধারাবাহিকতাই আসল।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 15-05-2026 10:35 Page 9

৪৯৬ নম্বরে রাজ্যসেরা অদ্রিত, কৃতীদের ফোনে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নয়া জামানা,পূর্ব মেদিনীপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের প্রকাশিত ২০২৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘিরে বৃহস্পতিবার গোটা রাজ্যজুড়ে তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যে খুশির হাওয়া বইছে বিভিন্ন জেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এবারের পরীক্ষায় ৫০০-র মধ্যে ৪৯৬ নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র অদ্রিত পাল। তার এই অসাধারণ সাফল্যে গর্বিত পরিবার, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে গোটা রাজ্য।

অন্যদিকে, ছাত্রীদের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে শ্রীরামপুর রামেশচন্দ্র গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী মেঘা মজুমদার। সে ৫০০-র মধ্যে ৪৯২ নম্বর পেয়ে নজর কেড়েছে রাজ্যবাসীর। মেধা ও পরিশ্রমের জোরে এই সাফল্য অর্জন করায় দুই কৃতীকেই শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন শুভানুধ্যায়ীরা। এদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তিনি অদ্রিত পাল ও মেঘা মজুমদারকে অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ করেন। পাশাপাশি, উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ সকল পরীক্ষার্থীকেও শুভেচ্ছা জানিয়ে

তিনি বলেন, আগামী দিনে আরও বড় সাফল্যের পথে এগিয়ে যাক বাংলার ছাত্রসমাজ। মুখ্যমন্ত্রীর এই বিশেষ ফোনালাপের ভিডিও ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ভিডিও ঘিরে পড়ুয়া, অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমেও কৃতীদের সাফল্য নিয়ে চলছে শুভেচ্ছার বন্যা।

তিলেশ্বর জীউ মন্দিরে গাজনের জোয়ার, ভক্তদের ঢলে মুখর পিংলা

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের জলচকে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী তিলেশ্বর জীউ শিব মন্দিরে বৈশাখী গাজন ও চড়ক উৎসবকে কেন্দ্র করে এ বছর উপচে পড়ল ভক্তদের ভিড়। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন এই শিবমন্দিরে সকাল থেকেই হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। মন্দির কমিটির দাবি, এ বছর প্রায় দশ হাজারেরও বেশি ভক্ত মন্দিরে এসে পুজো দিয়েছেন। গাজন ও চড়ক উৎসব বাঙালির অন্যতম প্রাচীন লোকউৎসব। সেই উপলক্ষে ভোররাত থেকেই মন্দির চত্বরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ভক্তদের। স্থানীয়দের বিশ্বাস, বাবা তিলেশ্বর জীউ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। ভক্তিভরে মানত করলে মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। সংসারের সুখ-শান্তি ও পরিবারের মঙ্গল কামনায় বহু মানুষ দূরদূরান্ত থেকে এখানে ছুটে আসেন। বিশেষ করে বহু ভক্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরের রূপনারায়ণ নদ থেকে বাঁকে করে জল এনে শিবলিঙ্গে নিবেদন করেন। প্রচণ্ড গরম ও দাবদাহ উপেক্ষা করেও ভক্তদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ সারারাত হেঁটে এসে পুজো দেন। মন্দির চত্বরে ঢাকের বাদ্য, ভক্তিমূলক গান এবং গাজনের নানা আচার অনুষ্ঠানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয়দের মতে, এই মন্দিরের ইতিহাস বহু পুরনো। সময়ের সঙ্গে সংস্কার হলেও আজও বজায় রয়েছে মন্দিরের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ও ঐতিহ্য। গাজন ও চড়ক উপলক্ষে তিলেশ্বর জীউ মন্দিরে ভক্তদের এই বিপুল সমাগম স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আবেগের এক অনন্য ছবি তুলে ধরেছে।

গাড়ি নয়, সাইকেলে চেপে বিধানসভায় হাজির হলদিয়ার বিধায়ক

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, হলদিয়া ঃ বিলাসবহুল গাড়ির কনভয় নয়, সাধারণ সাইকেলেই বিধানসভায় শপথ নিতে পৌঁছে নজর কাড়লেন হলদিয়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক প্রদীপ কুমার বিজলী। বৃহস্পতিবার তাঁর এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ঘিরে বিধানসভা চত্বরে তৈরি হয় ব্যাপক চর্চা। পরিবেশ রক্ষা ও জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা দিতেই তিনি এই অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানান। হলদিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছেন প্রদীপ বিজলী। তিনি পরপর তিনবারের বিধায়ক তাপসী মণ্ডলকে প্রায় ৫০ হাজার ভোটে পরাজিত করে নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেন। শপথ গ্রহণের দিন সাইকেলে করে বিধানসভায় পৌঁছনোর ঘটনায় সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিধায়ক জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী -র পরিবেশ সচেতনতার বার্তা থেকেই তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। পাশাপাশি বিশ্ববাজারে অস্থিরতা ও দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির দামের প্রেক্ষাপটেও তিনি সাধারণ মানুষকে সাশ্রয়ী জীবনের বার্তা দিতে চেয়েছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী হারডিপ সিংহ পুরি জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। প্রদীপ বিজলী বলেন, তআগামী দিনেও সরকারি ও ব্যক্তিগত নানা কাজে সাইকেল ব্যবহার করতে চাই। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।দ হলদিয়ার বিধায়কের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের মতে, জনপ্রতিনিধিদের এমন সাধারণ জীবনযাপন ও পরিবেশবান্ধব বার্তা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

পুকুরে ভাসমান দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য, মৃত বৃদ্ধের পরিচয় মিলতেই শোক

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ পুকুরের জলে ভাসতে দেখা গেল এক বৃদ্ধের দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার অন্তর্গত নপাড়া অঞ্চলের নপাড়া শাহ বাঁধ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ কয়েকজন বাসিন্দা পুকুরে একটি দেহ ভাসতে দেখতে পান। এরপরই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুঞ্চা থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় দেহটি উদ্ধার করে। পরে উদ্ধার হওয়া বৃদ্ধকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধের নাম ভিক্ষাকর মাহাতো (৬২)। তাঁর বাড়ি হুড়া থানার চকগোপালপুর গ্রামে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, দীর্ঘ সময় জলে থাকার কারণেই মৃত্যু হয়েছে। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃতের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছন। বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে ওই বৃদ্ধ পুকুরে পড়লেন বা এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের অষ্টম ধৃতিমান, লক্ষ্য এবার চিকিৎসক হওয়া

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই খুশির হাওয়া মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে। রাজ্যের মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করেছে বিদ্যালয়ের ছাত্র ধৃতিমান পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯, শতাংশের হিসেবে ৯৭.৮ শতাংশ। এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার থেকে শুরু করে গোটা স্কুল। ধৃতিমানের বাবা বুদ্ধদেব পাল পেশায় শিক্ষক এবং মা অনিতা পাল গৃহবধূ। মেদিনীপুর শহরের আবাস এলাকায় তাদের বসবাস। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মেধাবী ধৃতিমান এবারও নিজের কৃতিত্বের ছাপ রাখল রাজ্যজুড়ে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সে মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল। তখন সে রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করেছিল। ফল প্রকাশের দিনই ছিল ধৃতিমানের সিইউইটি (কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট) পরীক্ষা। পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় পরীক্ষায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় ফোনে ধৃতিমান জানায়, তার পড়াশোনার জন্য নির্দিষ্ট কোনও সময়সূচি ছিল না। যখনই সময় পেত বা পড়তে ইচ্ছা করত, তখনই পড়াশোনা করত। অবসর সময়ে গান শোনা এবং মোবাইলে বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক ভিডিও দেখতেই ভালোবাসে সে। আগামী দিনে চিকিৎসক হওয়াই ধৃতিমানের স্বপ্ন। তার এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিমানী পড়িয়া সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সহপাঠীরা। স্কুলের পক্ষ থেকেও ধৃতিমানকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

না ফেরার দেশে ডাঃ এস পাল, শোকস্তব্ধ মেদিনীপুরের চিকিৎসা মহল

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ প্রয়াত হলেন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অন্যতম প্রবীণ ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সীতারাম পাল। চিকিৎসক মহল ও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি 'ডাঃ এস পাল' নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মেদিনীপুর জুড়ে শোকের আবহ তৈরি হয়। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে জেনারেল মেডিসিন ও ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের অভিজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে তিনি অসংখ্য রোগীর চিকিৎসা করেছেন। শুধু চিকিৎসা নয়, রোগীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ব্যবহার এবং মানবিক মনোভাব তাঁকে মানুষের আরও কাছের মানুষ করে তুলেছিল। বহু মানুষ তাঁকে ভরসার প্রতীক হিসেবে দেখতেন। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা মেদিনীপুরের চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান এনে দিয়েছিল। জেলার বহু তরুণ চিকিৎসকও তাঁকে আদর্শ হিসেবে মানতেন। তাঁর চেম্বারের বাইরে প্রতিদিন রোগীদের দীর্ঘ লাইনই প্রমাণ দিত মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার। ডাঃ এস পালের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন চিকিৎসক, সমাজের বিশিষ্টজন ও বহু সাধারণ মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে চিকিৎসা জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল বলে মনে করছেন অনেকে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে পারিবারিক নিয়ম মেনেই। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ পরিবার-পরিজন ও অনুগামীরা।

উচ্চ মাধ্যমিকে ইতিহাস গড়ল পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন, প্রথম দশে ১৭ ছাত্র

বংশীধর সিংহ, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ মাধ্যমিকের পর এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও নজির সৃষ্টি করল পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকার প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে বিদ্যালয়ের ১৭ জন ছাত্র। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এটাই সর্বকালের সেরা ফলাফল। বুধবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, রাজ্যের মেধা তালিকায় থাকা মোট ৬৪ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৭ জনই পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র। এই অসাধারণ সাফল্যে খুশির হাওয়া গোটা বিদ্যাপীঠ চত্বরে। শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে আশ্রমের স্বামী মহারাজরাও ছাত্রদের সাফল্যে গর্বিত। রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে বিদ্যালয়ের ছাত্র জিষ্ণু কুন্ডু। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। এছাড়াও তৃতীয় স্থানে রয়েছে দেবপ্রিয় মাঝি, প্রীতম বল্লভ ও তন্ময় মণ্ডল। তাঁদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম স্থানেও একাধিক ছাত্র জায়গা করে নিয়ে বিদ্যালয়ের সাফল্যকে আরও উজ্জ্বল করেছে। ছাত্রদের এই সাফল্যে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।দ পুরুলিয়া থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ছাত্রদের এই সম্মিলিত সাফল্য আবারও প্রমাণ করল, শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ আজ রাজ্যের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মাধ্যমিকে পূর্ব মেদিনীপুরের জয়জয়কার, মেধাতালিকায় কৃতী ৪ পড়ুয়া

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই সাফল্যের উচ্ছ্বাসে ভাসছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। এ বছর রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ পাসের হার অর্জন করে নজির গড়েছে জেলা। যেখানে গোটা রাজ্যের পাসের হার ৯১.২৩ শতাংশ, সেখানে পূর্ব মেদিনীপুরে পাসের হার পৌঁছেছে ৯৪.১৯ শতাংশে। শুধু পাশের হারেই নয়, রাজ্যের মেধাতালিকাতেও জেলার চার পড়ুয়ার সাফল্য বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। তমলুক হাইস্কুলের ছাত্র স্বর্ণাভ খাটুয়া ৪৯২ নম্বর পেয়ে রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি শুভঙ্কর সামন্ত (পরমানন্দপুর জগন্নাথ ইনস্টিটিউশন, ময়না) ৪৮৮ নম্বর পেয়ে নবম স্থান দখল করেছে। এছাড়া পারিজাত মাইতি (মোহাম্মদপুর শিবনারায়ণ শিক্ষায়তন, নন্দীগ্রাম) এবং সম্প্রীতি গিরি (মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর হাইস্কুল, ভূপতিনগর) ৪৮৭ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে দশম স্থান অর্জন করেছে। জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় স্বর্ণাভ খাটুয়ার সাফল্য। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী স্বর্ণাভ উচ্চ মাধ্যমিকে কঠোর পরিশ্রম করে এই সাফল্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সে। নিজের এই কৃতিত্বের জন্য বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অবদানকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে স্বর্ণাভ। পূর্ব মেদিনীপুরের এই ধারাবাহিক সাফল্যে খুশি শিক্ষা মহলও। শিক্ষকদের মতে, ছাত্রছাত্রীদের একাগ্রতা, নিয়মিত পড়াশোনা এবং বিদ্যালয়ের সঠিক পরিকাঠামোই জেলার এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। গ্রামীণ এলাকা থেকেও মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া জেলার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির স্পষ্ট প্রমাণ বলেই মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।

সমবায়ের তালা খুলতেই বিক্ষোভ, দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল মানবাজার

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর হঠাৎ করেই সমবায় সমিতির তালা খোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল পুরুলিয়ার মানবাজারে। বৃহস্পতিবার মানবাজার ১ নম্বর ব্লকের কুদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সামনে দুই কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় কৃষক ও সমবায়ের সদস্যরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কেন্দা থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সমবায় সমিতিটি কার্যত বন্ধ ছিল।

ফলে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ ও কৃষক তাঁদের জমা টাকা ও প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর আচমকাই কাউকে কিছু না জানিয়ে সমবায়ের তালা খুলে ভিতরে কাজ শুরু করায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। সমবায়ের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, তএই সমবায়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম চলছে। আমাদের জমানো টাকা এখনও ফেরত পাইনি। তাই বাধ্য হয়েই বিক্ষোভে সামিল হয়েছি।দ অন্যদিকে মেঘদুত মাহাতো অভিযোগ করেন, সমবায়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং সেই দুর্নীতির পূর্ণ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। যদিও সমবায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সন্দীপ কুমার মাহাতোর দাবি, কিছু অফিসিয়াল কাজের জন্যই এদিন সমবায় খোলা হয়েছিল। পরে ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট অফিসার পিন্টু মণ্ডল। তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি কেন দীর্ঘদিন সমবায় বন্ধ ছিল এবং দুর্নীতির অভিযোগ কতটা সত্য, তা খতিয়ে দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলেও জানান তিনি।

সবজি বাগানের জালে আটকে বিশাল রক পাইথন, চাঞ্চল্য বান্দোয়ানে

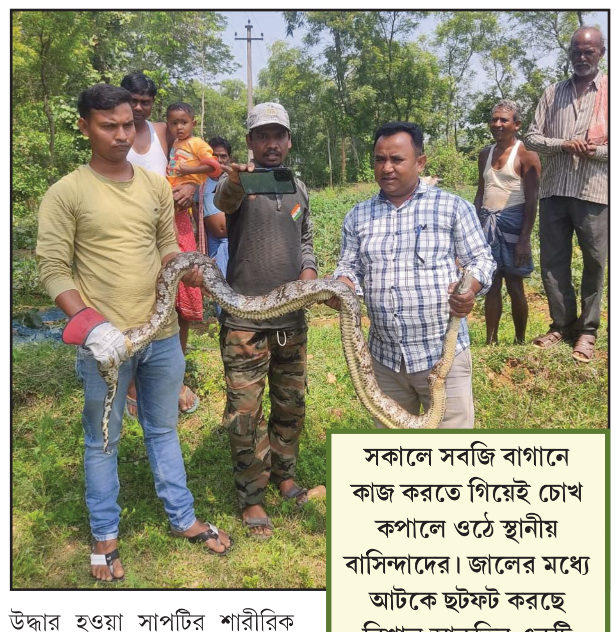

সকালে সবজি বাগানে কাজ করতে গিয়েই চোখ কপালে ওঠে স্থানীয় বাসিন্দাদের। জালের মধ্যে আটকে ছটফট করছে বিশাল আকৃতির একটি রক পাইথন। ঘটনাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পুরুলিয়ার বান্দোয়ান এলাকার সুপুডি গ্রাম পঞ্চায়েতের লিকি গ্রামে।

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ সকালে সবজি বাগানে কাজ করতে গিয়েই চোখ কপালে ওঠে স্থানীয় বাসিন্দাদের। জালের মধ্যে আটকে ছটফট করছে বিশাল আকৃতির একটি রক পাইথন। ঘটনাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পুরুলিয়ার বান্দোয়ান এলাকার সুপুডি গ্রাম পঞ্চায়েতের লিকি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে গ্রামের কয়েকজন মানুষ সবজি বাগানে গিয়ে দেখতে পান প্রায় ৭ ফুট লম্বা একটি বিশাল সাপ জালের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। প্রথমে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও পরে বুঝতে পারেন সেটি একটি রক পাইথন। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। অনেকেই মোবাইলে ছবি ও ভিডিও তুলতে থাকেন। পরিস্থিতি বুঝে স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে বনদপ্তরে খবর দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সতর্কতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। জালে শক্তভাবে জড়িয়ে থাকায় সাপটিকে বের করতে বেশ বেগ পেতে হয় বনকর্মীদের। পরে বিশেষ কৌশলে জাল কেটে নিরাপদে রক পাইথনটিকে উদ্ধার করা হয়। বনদপ্তরের কর্মীরা জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া সাপটির শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। জালে আটকে থাকার কারণে সাপটির শরীরে কোনও আঘাত লেগেছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব কিছু ঠিক থাকলে পরে তাকে উপযুক্ত বনাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় এলাকায় একদিকে যেমন আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তেমনই বনদপ্তরের তৎপরতায় স্বস্তিও ফিরেছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় খাবারের খোঁজে মাঝেমধ্যেই এ ধরনের সাপ লোকালয়ে ঢুকে পড়ে।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যসেরা আদৃত, ফের নজর কাড়ল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ প্রকাশিত হলো এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। আর ফল প্রকাশের পরই ফের রাজ্যের শিক্ষা মহলে সাড়া ফেলল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন। এবার রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন মিশনের ছাত্র আদৃত পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। এই অসাধারণ সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার, বিদ্যালয় এবং গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাজুড়ে। ফল প্রকাশের পর থেকেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে শুরু হয়েছে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের ঢল। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, আদৃত অত্যন্ত মেধাবী, শান্ত স্বভাবের এবং নিয়মানুবর্তী ছাত্র। পড়াশোনার প্রতি তার একাগ্রতা, নিয়মিত অনুশীলন ও কঠোর পরিশ্রমই তাকে এই সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। জানা গিয়েছে, পড়াশোনার পাশাপাশি সময় মেনে জীবনযাপন এবং শিক্ষকদের পরামর্শ মেনেই প্রস্তুতি নিয়েছিল আদৃত। ভবিষ্যতে সে উচ্চশিক্ষায় আরও বড় সাফল্য অর্জন করতে চায় বলেও জানা গিয়েছে। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধাতালিকায় প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন মোট ৬৪ জন

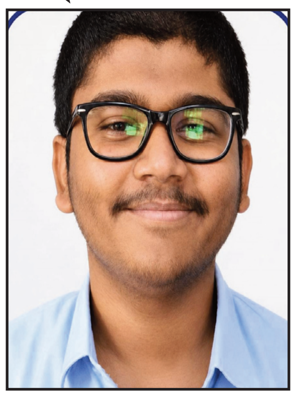

ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকেই রয়েছেন ১৯ জন কৃতী পড়ুয়া। জেলার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত শিক্ষা মহল। শিক্ষাবিদদের মতে, জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত শিক্ষার পরিবেশ ও ধারাবাহিক পরিশ্রমের ফলেই প্রতিবছর এমন ভালো ফল উঠে আসছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এই ধারাবাহিক সাফল্য আবারও প্রমাণ করল, সঠিক দিশা ও অধ্যবসায় থাকলে বড় সাফল্য অর্জন সম্ভব। আদৃত পালের এই সাফল্য আগামী দিনের পরীক্ষার্থীদের কাছেও বড় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলেই মনে করছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

উচ্চ মাধ্যমিকে নরেন্দ্রপুরের দাপট, মেধাতালিকায় ১৮ ছাত্র; রাজ্যে প্রথম আদৃত

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ফের রাজ্যের শিক্ষা মহলে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৯ জন মেধাতালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একাই ১৮ জন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। এই অসাধারণ সাফল্যে খুশির হাওয়া গোটা জেলা জুড়ে। এবার রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র আদৃত পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। শুধু প্রথম স্থানই নয়, মেধাতালিকার একাধিক স্থান জুড়েই রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের নাম। দ্বিতীয় স্থানে যৌথভাবে রয়েছে ঋতব্রত নাথ ও ঐতিহ্য পাছাল, দুজনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। তৃতীয় স্থানে রয়েছে সৌম্য রায়, তার নম্বর ৪৯৪। চতুর্থ স্থানে অর্কদ্যুতি ধর, পঞ্চম স্থানে প্রিয়াংশু মুখোপাধ্যায় ও আলেখ্য মাইতি এবং ষষ্ঠ স্থানে প্রত্যুষ মণ্ডল, শুভদীপ দিন্দা, পল্লব কুমার ভাওয়াল ও অনিমেষ মুখোপাধ্যায় জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়াও অষ্টম, নবম ও দশম স্থানেও রয়েছে একাধিক ছাত্র। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইষ্টেসানন্দ মহারাজ জানান, শুধুমাত্র ভালো নম্বর নয়, শৃঙ্খলা, নিয়মিত অনুশীলন ও মানবিক মূল্যবোধই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ফল প্রকাশের পর থেকেই বিদ্যালয় চত্বরে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের একে অপরকে মিষ্টিমুখ করাতে দেখা যায়। শিক্ষা মহলের মতে, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এই ধারাবাহিক সাফল্য আগামী দিনের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বড় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা ঘেরাও বিজেপির, দুর্নীতির অভিযোগে সরব দীপক হালদার

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, কাটমানি ও একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভে সামিল হল বিজেপি। ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা ঘেরাও করে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। নেতৃত্বে ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদার। সকাল থেকেই পৌরসভার সামনে জড়ো হতে থাকেন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকেরা। হাতে দলীয় পতাকা, পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে তদুর্নীতিমুক্ত পৌরসভা চাইদ, তকাটমানি বন্ধ করদ সহ বিভিন্ন স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে দীপক কুমার হালদার অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষ পৌরসভার পরিষেবা নিতে গিয়ে কাটমানির শিকার হচ্ছেন। জন্ম শংসাপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, বাড়ির নকশা পাশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিষেবার জন্য অতিরিক্ত টাকা দাবি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। তিনি আরও দাবি করেন, উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি চলছে। একই রাস্তা বারবার বিভিন্ন প্রকল্পের নামে দেখিয়ে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা। তার কথায়, বাস্তবে সাধারণ মানুষ উন্নয়নের কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না। রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা ও পানীয় জলের সমস্যা এখনও রয়ে গিয়েছে। বিক্ষোভের পর বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল পৌরপিতা প্রণব দাসের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। সেখানে দুর্নীতির তদন্ত, কাটমানি বন্ধ ও উন্নয়নমূলক কাজের অডিটের দাবি জানানো হয়। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত পৌরসভার তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাতের অন্ধকারে হামলা! বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর ও লুটের অভিযোগে চাঞ্চল্য সন্দেশখালিতে

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালিতে বিজেপি কর্মীর উপর হামলা ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালি থানার দাউদপুর এলাকায়। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সুকান্ত দাসের অভিযোগ, গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী তার বাড়িতে হামলা চালায়। সুকান্ত দাস জানান, রাত প্রায় আড়াইটার সময় কয়েকজন ব্যক্তি জোর করে তার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এরপর শুরু হয় ভাঙচুর ও তাণ্ডব। ঘরের আসবাবপত্র ভেঙে ফেলার পাশাপাশি নগদ টাকা, সোনার গয়না ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বাধা দিতে গেলে তাকে মারধর করা হয় বলেও দাবি আক্রান্তের।

তিনি আরও জানান, হামলাকারীরা তাকে বেধড়ক মারধর করে গুরুতর জখম করে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। তার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে আহত বিজেপি কর্মীর চিকিৎসা চলছে। আক্রান্ত সুকান্ত দাসের দাবি, যারা হামলা চালিয়েছে তাদের তিনি চিনতে পেরেছেন এবং তারা তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ বলেই অভিযোগ তুলেছেন। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ।

ভাঙন রুখতে সুন্দরবনে ভেটিভার ঘাস, নতুন আশায় উপকূলবাসী

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙনের দাপটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সুন্দরবন। নদী বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে পড়ে গ্রামে, ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাজার হাজার বিঘা চাষের জমি। বহু মানুষ হারান বাড়িঘর ও জীবিকার ভরসা। এই পরিস্থিতিতে সুন্দরবনের নদী বাঁধ রক্ষায় অভিনব ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নিল মুক্তি সংস্থা। সমাজসেবী এবং মুক্তি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শংকর হালদারের উদ্যোগে সুন্দরবনের একাধিক ভাঙনপ্রবণ নদী বাঁধে শুরু হয়েছে ভেটিভার ঘাস লাগানোর কাজ। পরিবেশবিদদের মতে, এই বিশেষ ঘাসের শিকড় অত্যন্ত গভীর ও শক্তিশালী হওয়ায় তা মাটিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে নদীর ঢেউ, জোয়ারের জল কিংবা জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কায় সহজে বাঁধ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা কমে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ভেটিভার ঘাসের শিকড় মাটির গভীরে কয়েক ফুট পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এই শিকড় শুধু মাটি শক্ত করে না, নদী বাঁধের ক্ষয় রোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক উপায়ে নদী ও উপকূল রক্ষায় এই পদ্ধতি ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে। মুক্তি সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে সুন্দরবনের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই ঘাস লাগানো হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও এই কাজে যুক্ত করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে তারাই নদী বাঁধ রক্ষার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। শংকর হালদার বলেন, তসুন্দরবনকে বাঁচাতে হলে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই নয়, প্রকৃতিকে সঙ্গী করেই এগোতে হবে। ভেটিভার ঘাস নদী বাঁধকে প্রাকৃতিকভাবে শক্তিশালী করবে। এতে পরিবেশ রক্ষা হবে, পাশাপাশি সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন।দ এই উদ্যোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই আশার আলো দেখছেন সুন্দরবনের মানুষ। পরিবেশপ্রেমীদের মতে, প্রকল্প সফল হলে ভবিষ্যতে রাজ্যের অন্যান্য উপকূল এলাকাতেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। নদী ভাঙনের বিরুদ্ধে এবার প্রকৃতিই হয়ে উঠছে সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় ভরসা।

পুনর্নির্বাচনের আগে ফলতায় রাজনৈতিক উত্তাপ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে থানায় বিজেপি

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচন ঘিরে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এরই মাঝে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান ওরফে 'পুস্পা'-র বিরুদ্ধে জমি দখল, দুর্নীতি ও সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলে ফলতা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল বিজেপি। অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা তথা ২০২১ সালের ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিধান বারুই। বৃহস্পতিবার ফলতা থানায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে পৌঁছন বিধান বারুই। থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পর পুলিশের হাতে অভিযোগপত্র তুলে দেওয়া হয়। বিজেপির দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তৃণমূলের নাম করে সন্ত্রাস ও দাপট চালানো হয়েছে। অভিযোগপত্রে জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে জমি দখল, বেআইনি আর্থিক লেনদেন, সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিধান বারুই দাবি করেন, নির্বাচনের সময় বহু ভোটার আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। ভোটের দিন বুথ দখল, বিরোধী এজেন্টদের মারধর ও ভোটারদের বাধা দেওয়ার মতো অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়েছিল। সেই কারণেই কমিশন পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবি তাঁর। অন্যদিকে বিজেপির আরও অভিযোগ, পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই এলাকায় দেখা যাচ্ছে না জাহাঙ্গীর খানকে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। এদিকে ২১ মে-র পুনর্নির্বাচনকে ঘিরে ফলতায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পৈলানে তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি, চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পৈলানে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক দিলীপ মন্ডলের বিলাসবহুল বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি ঘিরে বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সকাল থেকেই গোটা এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় বিধায়কের বাড়ির সামনে ও আশপাশে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে একটি বিজয় মিছিল চলাকালীন বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মন্ডলের একটি বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। অভিযোগ,প্রকাশ্যে হুমকিমূলক মন্তব্য করেছিলেন তিনি। সেই ঘটনার ভিডিও সামনে আসার পর বিজেপির পক্ষ থেকে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

বিজেপির দাবি, ওই মন্তব্যের ফলে এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং বিরোধী কর্মী-সমর্থকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সেই তদন্তের অংশ হিসেবেই বৃহস্পতিবার সকালে পৈলানে বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যদিও তল্লাশির সময় দিলীপ মন্ডল বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন কি না, তা নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, তল্লাশি শুরুর আগেই তিনি এলাকা ছেড়ে চলে যান। ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিজেপির দাবি, প্রশাসন এবার নিরপেক্ষভাবে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পৈলান ও সংলগ্ন এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি টহল। প্রশাসন গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে।

পাথরপ্রতিমায় ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা, নদীতে পড়ে মৃত্যু দুই যুবকের

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের ফেরিঘাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় গভীর রাতে ঘটে গেল মর্মান্তিক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা। দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের ঢাল থেকে নদীতে পড়ে গেলে মৃত্যু হয় দুই যুবকের।

গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোটরসাইকেলে চারজন যুবক একসঙ্গে যাচ্ছিলেন। তাঁদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না বলে অভিযোগ। প্রত্যেকের বাড়ি রায়দিঘি বিধানসভার কুমড়োপাড়া এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ব্রিজে উঠতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারায় বাইকটি। এরপর সেটি সোজা ব্রিজের ঢাল বেয়ে নদীতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার সময় বিকট শব্দ শুনে আশপাশের মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। স্থানীয়দের তৎপরতায় চারজনকেই উদ্ধার করে দ্রুত পাথরপ্রতিমার গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক দুই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আহত আরও দুইজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঢোলাহাট থানার পুলিশ।

টোল আদায় বন্ধে স্বস্তি খুশির হাওয়া বাদুড়িয়া-বসিরহাটে

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া ও বসিরহাটের একাধিক এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে টোল আদায়ের নামে চলছিল তোলাবাজির অভিযোগ। ছোট মালবোঝাই ইঞ্জিন ভ্যান থেকে শুরু করে বড় ট্রাক; প্রতিটি গাড়ির কাছ থেকেই কুড়ি টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হতো বলে অভিযোগ গাড়িচালক ও মালিকদের। টাকা দিতে অস্বীকার করলেই চালকদের হুমকি, গাড়িতে মারধর এমনকি রাস্তায় গাড়ি চালাতে না দেওয়ার মতো অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগ, বাদুড়িয়ার রথতলা এলাকা এবং বসিরহাটের জেলখানা মোড়, রেজিস্ট্রি অফিস মোড়, এস এন ব্যানার্জি রোড সহ পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় এই টোল আদায় চলত। বিজেপির দাবি, শাসকদলের মদতেই এই তোলাবাজি চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। সম্প্রতি এই টোল আদায় বন্ধ হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন গাড়িচালক, গাড়ির

মালিক ও সাধারণ মানুষ। অনেকেই জানিয়েছেন, প্রতিদিন অতিরিক্ত টাকা গুনতে হতো, যার প্রভাব পড়ত ব্যবসা ও পরিবহণ খরচে। এখন সেই চাপ কমায় খুশি পরিবহণ মহল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সরকার যখন এই ব্যবস্থা বন্ধ করেছে, তখন ভবিষ্যতে যেন আর কোনওভাবেই অবৈধ টোল আদায় শুরু না হয়। এদিকে বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও। যদিও বসিরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যানের দাবি, এই টোল পুরোপুরি বৈধ ছিল। পৌরসভার আর্থিক উন্নয়নের জন্য টেন্ডারের মাধ্যমে এই আদায় করা হতো, অবৈধ কোনও কাজ নয় বলেই তিনি দাবি করেছেন।

বসিরহাটের গর্ব আরিঘ্ন!

উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম হয়ে নজর কাড়ল রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে বসিরহাটের মুখ উজ্জ্বল করল আরিঘ্ন সরকার। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত শহরের আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা আরিঘ্ন বর্তমানে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। তার এই সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার থেকে শুরু করে গোটা এলাকাজুড়ে। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় মেধাবী আরিঘ্ন নিয়মিত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে সে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় এবং সেই লক্ষ্যেই ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে জানিয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকে দুর্দান্ত ফল করার পর এখন তার লক্ষ্য দেশের অন্যতম সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়া।

পড়াশোনার পাশাপাশি আঁকাআঁকি ও বই পড়াও তার খুব প্রিয়। অবসর সময়ে বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে

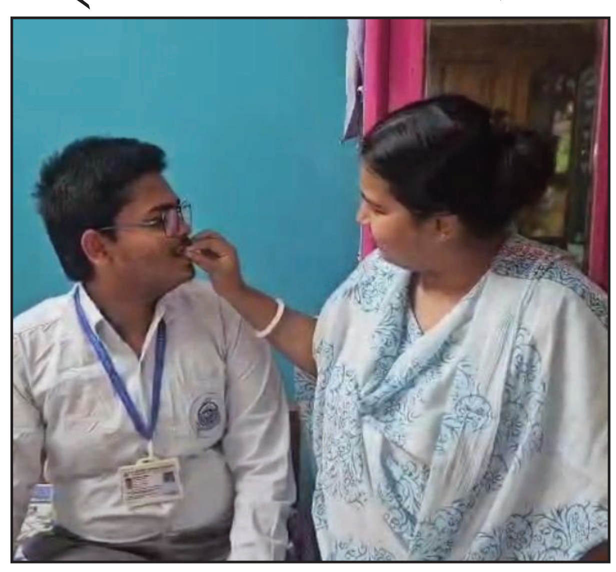

ভালোবাসে সে। এছাড়াও ছবি আঁকার প্রতিও তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

নিজের এই সাফল্যের পুরো কৃতিত্ব আরিঘ্ন দিয়েছে তার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাবা-মাকে। তাদের নিয়মিত উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতাই তাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে বলে জানিয়েছে সে। আরিঘ্নের এই সাফল্যে অত্যন্ত গর্বিত তার পরিবার। এলাকার মানুষও তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভরিয়ে দিয়েছেন। সীমান্ত শহর বসিরহাটের এই কৃতী ছাত্র আগামী দিনে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে বলেই আশাবাদী সকলে।

নাবালকের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর এলাকায় এক নাবালকের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। ধৃতকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বসিরহাট আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে একটি কীর্তন দলের নাবালক সদস্যের সঙ্গে রাতে জোরপূর্বক অশালীন আচরণ ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। নির্যাতিত নাবালক বাড়িতে ফিরে পরিবারের সদস্যদের পুরো ঘটনা জানায়। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে

নামে পুলিশ। তদন্তের ভিত্তিতে গোবরডাঙ্গা এলাকা থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সাগর বিশ্বাস। তার বাড়ি গোবরডাঙ্গা থানা এলাকায়। ঘটনার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার দুপুরে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সেখানে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় স্বরূপনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নাবালকের পরিবারের দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

১২ থেকে ১৮ মে ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
অন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করুন। নিজের ঈর্ষা ঝেড়ে ফেলুন, এতে অন্যদের কাছে একটা নতুন ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারবেন।

বৃষ রাশি
পারিবরিক এবং কর্মের দিকে ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। পরিবারের মানুষ আপনার সঙ্গে আশা করবেন।

মিথুন রাশি
বিদ্যার্থীদের জন্য ভাল। বিদ্যার্থীরা বহুমুখী প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারে।

কর্কট রাশি
খুবই উত্তেজনার মধ্যে কাটাবেন। যার ফলে মেজাজ ক্ষিপ্ত থাকতে পারে।

সিংহ রাশি
ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে খরচ বাড়তে পারে। প্রেমের দিক বেশ ভাল থাকবে, তবে সময়ের সঙ্গে চলতে না পারায় অশান্তি হতে পারে।

কন্যা রাশি
অনেক দিন ধরে না-আদায় হওয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। আর্থিক স্থিতি ভালই হবে।

তুলা রাশি
পরিবারের মানুষের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান, অন্যথায় তাঁদের অভিযোগের শিকার হতে হবে। সন্তানেরা চাইবে আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে।

বৃশ্চিক রাশি
নিজের ব্যবসা কারও প্রতি বেশি বিশ্বাস করে ছেড়ে দেবেন না, ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। প্রেমে বিবাদের আশঙ্কা রয়েছে, সঙ্গীর সঙ্গে বুঝে ব্যবহার করুন।

ধনু রাশি
কর্মের জায়গায় কারও উপদেশ নিতে যাবেন না, নিজে বুদ্ধিতেই কাজ করুন। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

মকর রাশি
কাউকে উপদেশ দিয়ে সম্মানিত হতে পারেন। সামাজিক কাজের জন্য কোথাও যেতে হতে পারে।

কুম্ভ রাশি
প্রত্যেকের প্রতি সৃজনশীল ব্যবহার এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। দয়ালু স্বভাবটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন।

মীন রাশি
অনেক দিনের কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাইলে খুব বুঝে কথা বলুন। বাড়ির মানুষেরা আপনাকে নাও বুঝতে পারেন।

কষ্ট কমানোর বড় ওষুধ স্পর্শ, নিঃসঙ্গ জীবনে এর বিকল্প কী

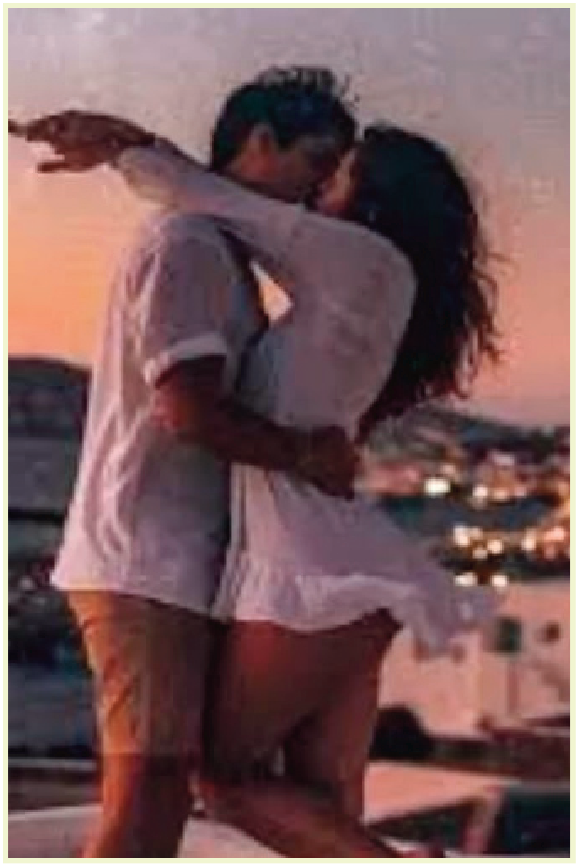

নয়া জামানা ঃ মানুষ সামাজিক প্রাণী হলেও আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা ও যান্ত্রিকতায় মানবিক সংযোগ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। অথচ বিজ্ঞান বলছে, শুধু আবেগের নয় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্যও 'স্পর্শ' একটি অপরিহার্য চাহিদা। কান্নার মুহূর্তে কেউ কাঁধে হাত রাখ লে বা আলিঙ্গন করলে ভেতরে যে স্বস্তি আসে, তার পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট জৈবিক কারণ।

দীর্ঘদিন এই স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে, বিষণ্নতা বাড়ে এবং হৃদ্ রোগের ঝুঁকিও তৈরি হয়। মনোবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণায় উঠে আসছে স্পর্শের এই বহুমাত্রিক প্রভাবের চিত্র।

জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই স্পর্শ মানুষের বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িত। জন্মের পর মায়ের উষ্ণ ছোঁয়া নবজাতকের শরীরের তাপমাত্রা, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে সরাসরি ভূমিকা রাখে। যেসব শিশু যথেষ্ট স্পর্শ পায় না, তাদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়;এটি গবেষণায় প্রমাণিত।

কাউকে জড়িয়ে ধরা বা হাত মেলানোর সঙ্গে সঙ্গে মানবশরীরে অক্সিটোসিন নিঃসৃত হয়, যাকে বলা হয় 'ভালোবাসার হরমোন'। এই হরমোন মানসিক চাপ কমায় এবং মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও আত্মিক বন্ধন গড়ে তোলে। গবেষণায় দেখা গেছে, তীব্র মানসিক চাপের মুহূর্তে প্রিয় কারও হাত ধরলে মস্তিষ্ক দ্রুত শান্ত হয়ে আসে। কেবল প্রিয়জন নয়, এমনকি কোনো অপরিচিত মানুষও সমব্যথী হয়ে হাত ধরলে সেই শান্তির অনুভূতি কাজ করে।

দীর্ঘদিন মানবিক স্পর্শ থেকে দূরে থাকলে শরীর ও মন দুটোতেই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল করে দেয়, ফলে এ ধরনের মানুষ সহজেই ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হন। বিষণ্নতা, উৎকণ্ঠা ও অতিরিক্ত উত্তেজনার সঙ্গেও স্পর্শহীনতার সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া গেছে। এটি মানুষের আচরণকে আক্রমণাত্মক ও রুক্ষ করে তুলতে পারে।পাশাপাশি নিয়মিত আলিঙ্গন বা স্পর্শ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এর অভাবে হৃদ্ রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাজীবনেও স্পর্শের প্রভাব চোখে পড়ার মতো। যে দলের খেলোয়াড়েরা পরস্পরকে বেশি হাই-ফাইভ দেন বা আলিঙ্গন করেন তাদের জয়ের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীর কাঁধে হাত রেখে উৎসাহ দিলে সেই শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যায় বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। এমনকি রেস্টুরেন্টে ওয়েটার যদি খদ্দেরের কাঁধে আলতো হাত রেখে কথা বলেন, তাহলে সেই খদ্দের বেশি বকশিশ দেন এটিও গবেষণায় প্রমাণিত।

যাদের জীবনে প্রিয়জনের সান্নিধ্য কম, তারাও কিছু উপায়ে এই অভাব কিছুটা পূরণ করতে পারেন। ম্যাসাজ থেরাপি শরীরের টিস্যু উদ্দীপিত করে এবং মানসিক প্রশান্তি আনে। বিড়াল বা কুকুরকে আদর করা ও কোলে নেওয়া মানুষের স্পর্শের মতোই শরীরে হরমোন নিঃসরণে সাহায্য করে। ঘুমানোর সময় ভারী কম্বল ব্যবহার করলে শরীরে যে চাপ তৈরি হয় তা আলিঙ্গনের কাছাকাছি অনুভূতি দেয় এবং স্নায়ুতন্ত্র শান্ত করে। গরম জলে স্নান করা, হারবাল চা পান করা বা নিজেকে নিজে জড়িয়ে ধরার মতো সাধারণ অভ্যাসও সাময়িক আরাম দিতে পারে।তবে এই আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মনে রাখা দরকার স্পর্শের ক্ষেত্রে সম্মতি বা 'কনসেন্ট' সবচেয়ে জরুরি বিষয়। যান্ত্রিক এই পৃথিবীতে প্রিয়জনকে সময় দেওয়া, হাতে হাত রাখাবএই ছোট ছোট মানবিক মুহূর্তগুলোই জীবনকে আরও সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে পারে।

গরমে ঠোঁট ফাটলে কী করবেন

নয়া জামানা ঃ তীব্র গরমে শুধু ঘাম বা ত্বকের সমস্যা নয়, অনেকের জন্য অস্বস্তির আরেক নাম হয়ে দাঁড়ায় ঠোঁট ফেটে যাওয়া। শীতকালে এ সমস্যা বেশি দেখা গেলেও গরমেও জলশূন্যতা ও শুষ্কতার কারণে ঠোঁট ফেটে যেতে পারে।

ঠোঁটের ত্বক শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বেশি পাতলা ও সংবেদনশীল। এখানে ঘাম বা তেল গ্রন্থি খুব কম থাকায় ঠোঁট সহজে আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে না। ফলে তীব্র গরমে দ্রুত শুষ্ক হয়ে ফেটে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

গরমে শরীর থেকে অতিরিক্ত ঘাম বের হওয়া ও পর্যাপ্ত জল না খাওয়ার কারণে জলশূন্যতা দেখা দেয়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে ঠোঁটে। ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায়, খোসা ওঠে, এমনকি ফেটে রক্ত বের হওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রোদের অতিবেগুনি রশ্মিও ঠোঁটের জন্য ক্ষতিকর। দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে ঠোঁটের আর্দ্রতা কমে যায় এবং ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে শুধু ফাটা নয়, অনেক সময় ঠোঁট কালচে হয়ে যাওয়ার সমস্যাও দেখা দেয়।

এ ছাড়া ঠোঁট শুকিয়ে গেলে বারবার জিভ দিয়ে ভেজানোর অভ্যাসও ক্ষতির কারণ হতে পারে। লালা দ্রুত শুকিয়ে গিয়ে ঠোঁটকে আরও শুষ্ক করে তোলে, ফলে ফাটা বেড়ে যায় এবং জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়।শুধু আবহাওয়া নয়, খাদ্যাভ্যাসও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন বি, আয়রনসহ কিছু পুষ্টির ঘাটতি এবং অতিরিক্ত ঝাল বা ভাজাপোড়া খাবার ঠোঁটের শুষ্কতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, কিছু লিপস্টিক বা লিপ কেয়ার প্রোডাক্টে থাকা রাসায়নিক উপাদানও ঠোঁটকে শুষ্ক করে দিতে পারে, যা সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী করে।গরমে ঠোঁট ভালো রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শরীরকে আর্দ্র রাখা। পর্যাপ্ত জল পান, ফলমূল খাওয়া এবং নিয়মিত লিপ বাম ব্যবহার করা উচিত।

নজরে INSTA

প্রনীথা

মোহনা

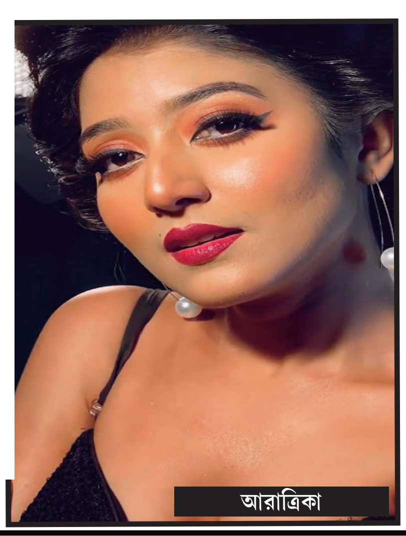

আরাত্রিকা

রাজনন্দিনী

জয়া

বৃষ্টি এলেই কেন এতো খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করে ?

নয়া জামানা ঃ জানালার কাঁচে টুপটাপ শব্দে বৃষ্টি পড়ে।আকাশ ধূসর হয়ে আসে।দূরের গাছগুলো ঝাপসা লাগে। বাতাসে একটা ভেজা গন্ধ। মাটির গন্ধ। সেই গন্ধ নাকে ঢুকতেই মনটা একটু নরম হয়ে যায়। ব্যস্ততা থেমে যায়। সময় ধীর হয়। এই ধীর হয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই কোথা থেকে যেন মাথায় আসে এখন যদি এক প্লেট গরম খিচুড়ি পাওয়া যেত! এই অনুভূতিটা এত পরিচিত ও গভীর যে, এ নিয়ে আমরা কেউই খুব একটা প্রশ্ন তুলি না। বরং স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিই, বৃষ্টি মানেই খিচুড়ি। যেন এই সমীকরণটা আমাদের ভেতরে কোথাও চুপচাপ লিখে রাখা আছে।খিচুড়ি আসলে কেবল একটি খাবার নয়। এটি এক ধরনের অনুভূতি, যা আমাদের ভেতরে জমে থাকা বহু দিনের স্মৃতি আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে আছে।

ছোটবেলার বৃষ্টিভেজা দিনগুলোর কথা মনে পড়লেই এই সম্পর্কটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন বৃষ্টি মানেই ছিল ছুটি, ছিল অলস দুপুর, ছিল রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা পেঁয়াজ-হলুদের গন্ধ। হাঁড়িতে ধীরে ধীরে ফুটতে থাকা চাল আর ডালের সঙ্গে যেন জমে উঠত এক অদৃশ্য উত্তেজনা কখন খেতে ডাকবে!

সেই গরম খিচুড়ির প্লেট, পাশে ডিম ভাজি বা বেগুন ভাজা, বাইরে ঝরতে থাকা বৃষ্টি এই দৃশ্যটা শুধু খাবারের নয়, এটি নিরাপত্তা আর স্বস্তির এক নিখুঁত ছবি। মনে হতো, পৃথিবীর সব অস্থিরতা দরজার বাইরে থেমে আছে। এই যে শান্তি, এই যে ঘরের উষ্ণতা এসবই খিচুড়ির স্বাদের সঙ্গে মিশে আমাদের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে গেছে।

তবে এই অভ্যাসের শেকড় আরও গভীরে। আমাদের কৃষিভিত্তিক জীবন, বিশেষ করে গ্রামবাংলার বাস্তবতায় বর্ষা মানেই ছিল একদিকে কাজের সময়, আবার অন্যদিকে থেমে যাওয়ার সময়ও। টানা বৃষ্টিতে যখন বাইরে যাওয়া কঠিন হতো, তখন ঘরে যা আছে তা দিয়েই রান্না করতে হতো। চাল আর ডাল এই দুটো উপকরণ প্রায় সব ঘরেই থাকত। সেখান থেকেই তৈরি হতো খিচুড়ি, যা সহজ, পুষ্টিকর এবং পেট ভরানো। ধীরে ধীরে এই বাস্তব প্রয়োজনই পরিণত হয়েছে সংস্কৃতিতে।

গ্রামের টিনের চালের ওপর বৃষ্টির শব্দ, উঠানে জমে থাকা জল, কাদায় ডোবা পা এসবের মাঝেও এক হাঁড়ি খিচুড়ি ঘিরে বসে খাওয়ার যে অভ্যাস, তা শুধু ক্ষুধা মেটানোর নয়, এটি একসঙ্গে থাকার আনন্দও তৈরি করে। এই মিলেমিশে থাকা, এই ভাগ করে নেওয়ার অভ্যাস খিচুড়িকে একধরনের সামাজিক প্রতীকে পরিণত করেছে।

শহর বদলেছে, জীবনযাত্রা বদলেছে, কিন্তু বৃষ্টির দিনের অনুভূতি খুব একটা বদলায়নি। বরং ব্যস্ত শহুরে জীবনে বৃষ্টি যেন একটু বিরতি এনে দেয়। রাস্তা ফাঁকা লাগে, সময় ধীর হয়, মানুষ ঘরে ফিরতে চায়। সেই থেমে যাওয়া সময়টায় সহজ, উষ্ণ, ঝামেলাহীন কিছু খেতে ইচ্ছে করে খিচুড়ি ঠিক সেই জায়গাটায় গিয়ে মিলে যায়।

আবহাওয়ার প্রভাবও কম নয়। বৃষ্টির দিনে শরীর গরম ও আরামদায়ক খাবার চায়, কিন্তু ভারী কিছু নয়। খিচুড়ির নরম, উষ্ণ স্বভাব শরীরকে যেমন আরাম দেয়, তেমনি মনকেও শান্ত করে। এই শারীরিক আর মানসিক আরামের মিলনই খিচুড়ির প্রতি টানকে আরও গভীর করে তোলে।

মজার বিষয় হলো, খিচুড়ি আমরা অন্য সময়েও খাই, কিন্তু তখন সেটা কেবল 'খাওয়া'। আর বৃষ্টির দিনে? সেটি হয়ে ওঠে 'অনুভব'। একই স্বাদ, একই উপকরণ তবু অন্যরকম লাগে। কারণ তখন চারপাশের আবহাওয়া, স্মৃতি আর মন সব একসঙ্গে মিশে যায়।

এই মিশে যাওয়ার জায়গাটাই আসল। খিচুড়ি তখন আর শুধু খাবার থাকে না, হয়ে ওঠে ঘরের প্রতীক, মাটির প্রতীক, আপনজনের প্রতীক। তাই বৃষ্টি নামলেই আমরা খিচুড়ির কথা ভাবি শুধু পেট ভরানোর জন্য নয়, বরং একটু ফিরে যাওয়ার জন্য, একটু থেমে থাকার জন্য, নিজের ভেতরে একটু আশ্রয় খুঁজে নেওয়ার জন্য।

শেষ পর্যন্ত, এক প্লেট গরম খিচুড়ির ভেতরেই আমরা খুঁজে পাই আমাদের জীবনের সহজ ছন্দ, শিকড়ের টান আর সেই নির্ভেজাল শান্তি, যা হয়তো ব্যস্ত জীবনে খুব কমই পাওয়া যায়।

একটানা নয়, দুই দফায় ঘুমানোর পরামর্শ

নয়া জামানা ঃ আধুনিক বিশ্বে সুস্থ থাকার আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে আমরা টানা আট ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টাকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছি।

তবে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘুমের ধরণ ছিল বর্তমানের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বৈচিত্র্যময়। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে শুরু করে ভিক্টোরিয়ান যুগের বিভিন্ন নথিতে 'বাইফ্যাসিক স্লিপ' বা দ্বিখণ্ডিত ঘুমের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদ রজার একির্চ প্রায় ৫০০টিরও বেশি ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, শিল্প বিপ্লবের আগে মানুষ মূলত দুই দফায় ঘুমাতে অভ্যস্ত ছিল। এই প্রাচীন জীবনধারায় মানুষ সূর্যাস্তের পরপরই বিছানায় যেত এবং রাত ১০টা বা ১১টার দিকে তাদের 'প্রথম ঘুম' ভেঙে যেত।প্রথম দফার এই ঘুম ভাঙার পর মানুষের জীবনে 'ওয়াচিং' বা জেগে থাকার একটি বিশেষ বিরতি আসত যা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক স্থায়ী হতো। এই সময়টুকুতে মানুষ অলস বসে না থেকে ঘরের টুকটাক কাজ, পড়াশোনা, প্রতিবেশী বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্পগুজব এবং ধর্মীয় উপাসনা করত। মধ্যরাতের এই বিরতি শেষে তারা পুনরায় 'দ্বিতীয় ঘুমে' তলিয়ে যেত এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত সেই বিশ্রাম চলত। বিজ্ঞানীদের মতে, কৃত্রিম আলোর অনুপস্থিতিতে মানুষের শরীর মেলাটোনিন হরমোনের নিঃসরণকে ভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করত বলেই এমনটি হতো। নব্বইয়ের দশকে মনোবিজ্ঞানী টমাস ওয়্যারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষকে দীর্ঘ সময় অন্ধকারে রাখা হলে তাদের শরীর প্রাকৃতিকভাবেই এই দ্বিখণ্ডিত ঘুমের প্যাটার্নে ফিরে যায়।

এই দুই ঘুমের মধ্যবর্তী সময়ে মানবদেহে 'প্রোল্যাকটিন' নামক এক ধরনের হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মানুষকে মানসিকভাবে শান্ত এবং অত্যন্ত সৃজনশীল করে তোলে। আধুনিক যুগের অনেক অনিদ্রা বা ইনসোমনিয়ার রোগী আসলে এই প্রাচীন জৈবিক ঘড়ির প্যাটার্নেই আটকে আছেন যা বর্তমানের যান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে রাস্তার আলোর প্রচলন এবং পরবর্তীকালে শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃত্রিম আলোর বিস্তার মানুষের এই আদিম অভ্যাসকে বদলে দেয়।

ইরানে 'অপারেশন স্লেজহ্যামার' শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্র!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরানের সঙ্গে চলমান ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হয়, তবে ট্রাম্প প্রশাসন 'অপারেশন স্লেজহ্যামার' নামে নতুন এক বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মঙ্গলবার (১২ মে) এনবিসি নিউজের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন নীতিনির্ধারকরা তাদের পূর্ববর্তী সামরিক প্রচারণার নাম 'অপারেশন এপিক ফিউরি' পরিবর্তন করে নতুন এই শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করছেন। যদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও বড় আকারের যুদ্ধ শুরু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন, তবে এই নতুন নামেই অভিযানটি পরিচালিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো বলছে যে, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা স্থবির হয়ে পড়া এবং বিশেষ করে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে উত্তেজনা অব্যাহত থাকায় ইরানের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা তীব্র হচ্ছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের একাংশ মনে করছেন, নতুন অভিযানের নাম ব্যবহারের মাধ্যমে হোয়াইট হাউস কৌশলগত সুবিধা নিতে পারবে।এর ফলে তারা দাবি করতে পারবে, এটি ১৯৭৩ সালের 'ওয়ার পাওয়ারস রেজুলেশন'-এর আওতায় সম্পূর্ণ আলাদা একটি সামরিক অভিযান। উল্লেখ্য, এই আইন অনুযায়ী কংগ্রেসের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া প্রেসিডেন্ট কতদিন সামরিক অভিযান চালিয়ে যেতে পারবেন, তার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে গত মাসে শত্রুতা বন্ধে যুদ্ধবিরতি হওয়ার পর 'অপারেশন এপিক ফিউরি'র সমাপ্তি ঘটেছে। তবে পেন্টাগন নতুন অভিযানের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক অচলাবস্থা কাটছে না, কারণ তেহরান পাঁচটি সুনির্দিষ্ট 'ন্যূনতম গ্যারান্টি' পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইরানের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে লেবাননসহ সকল ফ্রন্টে যুদ্ধের অবসান, সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, জব্দকৃত সম্পদ ফেরত, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ এবং হরমুজ প্রণালিতে ইরানের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি।ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়া এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কর্তৃক ইরানের প্রস্তাবকে 'সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য' হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার পর পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়েছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র তেহরানকে ১৪ দফার একটি প্রস্তাব দিয়েছিল, যা ইরান একতরফা বলে প্রত্যাখ্যান করে।পাল্টা জবাবে ইরান যে প্রস্তাব দেয়, ওয়াশিংটন সেটিকেও গ্রহণ করেনি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে যৌথ হামলা শুরু করার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তা নিরসনে নতুন কোনো পথ এখনও দৃশ্যমান হচ্ছে না। এমতাবস্থায় 'অপারেশন স্লেজহ্যামার'-এর ইঙ্গিত যুদ্ধের দামামাকে নতুন করে উসকে দিচ্ছে।

বেইজিংয়ে ট্রাম্প
'ইরান,জট' খুলতে কি পাশে পাবেন চীনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শান্তি আলোচনা ঘিরে অচলাবস্থার কারণে ইরান যুদ্ধ আবার শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে আজ বুধবার চীন পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সফরে ওয়াশিংটনের বাণিজ্য, সংশ্লিষ্ট বিষয় বেশি গুরুত্ব পাবে। তবে একই সঙ্গে আলোচনায় ইরান যুদ্ধের বিষয়টিও স্থান পাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।আজ বেইজিং পৌঁছান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

এর আগে সর্বশেষ তিনি চীন সফরে গিয়েছিলেন নিজের প্রথম মেয়াদে ২০১৭ সালে। ট্রাম্পকে লালগালিচায় বরণ করে নিতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেংসহ দেশটির কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা।বিমানবন্দর ছাড়ার আগে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরাই দুই পরাশক্তি।

সামরিক শক্তির দিক থেকে আমরাই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ।' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মধ্যে আগামীকাল বৃহস্পতিবার ও পরদিন শুক্রবার বৈঠকের কথা রয়েছে।এমন এক সময়ে ট্রাম্প বেইজিং গেলেন, যখন ইরানের সঙ্গে শান্তিচুক্তির জন্য এক মাসের বেশি চেষ্টা করেও সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় চলমান এ সমঝোতা নিয়ে বর্তমানে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।এদিকে ট্রাম্প কয়েক দিন ধরে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, চুক্তি না হলে তিনি ইরানে নতুন করে হামলা শুরুর নির্দেশ দিতে পারেন। অন্যদিকে ইরান বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো ধরনের হামলার দ্রুত জবাব দিতে ইরান সম্পূর্ণ প্রস্তুত।ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের পাশাপাশি চীনের সঙ্গেও সুসম্পর্ক রয়েছে।

ইরান থেকে সবচেয়ে বেশি অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে চীন। যুদ্ধের কারণে বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালি প্রায় বন্ধ থাকায় অন্য দেশগুলোর পাশাপাশি চীনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারাও মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটের অবসান চায় বলে ধারণা করা হচ্ছে।অন্যদিকে চীন জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্ভাব্য কোনো চুক্তিতে তেহরান চীন ও রাশিয়ার মতো জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যদের নিশ্চয়তা চাইবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্প্রতি চীন সফর করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। চীনের পাশাপাশি রাশিয়াও তেহরানের কৌশলগত মিত্র।অবশ্য চীন সফরের আগে গতকাল মঙ্গলবার ট্রাম্প বলেন, 'ইরান বিষয়ে আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই বলে আমি মনে করি। শান্তিপূর্ণ উপায়ে হোক বা অন্য কোনোভাবে, আমরাই এই যুদ্ধে জয়ী হব।' ইরান সংকট সমাধানে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সাহায্যের প্রয়োজন দেখছেন কি না, এমন এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প এ কথা বলেন।তবে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্প যতই বলুন না কেন ইরান যুদ্ধ বন্ধে চীনের প্রয়োজন হবে না, প্রকৃত বিষয় হলো সির সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প ইরান প্রসঙ্গটি গুরুত্বসহকারে ওঠাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি বেইজিংকে উৎসাহিত করবেন, যাতে তারা তেহরানকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করাতে রাজি করায়। ওয়াশিংটনভিত্তিক চিন্তন প্রতিষ্ঠান স্টিমসন সেন্টারের ন্যাশনাল সিকিউরিটি রিফর্ম প্রোগ্রামের পরিচালক ড্যান গ্রেজিয়ার আল, জাজিরাকে বলেন, 'ইরানকে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনতে এবং সমঝোতায় সম্মত হতে চাপ দিতে অন্তত সি চিন পিংকে পাশে পেতে চাইবেন ট্রাম্প। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

মুখ্যমন্ত্রীপদ পাওয়ার পরেই নতুন পদক্ষেপ বিজয়ের
আলোচিত প্রেমিকা তৃষার জন্য কী করলেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। ১৪ মে মুক্তি পাচ্ছে তৃষা কৃষ্ণনের নতুন ছবি 'করুপ্পু'। ছবি মুক্তির আগে বিশেষ পদক্ষেপ তামিলনাড়ুর সরকারের। মুখ্যমন্ত্রীপদে শপথ নেওয়ার পরেই তলপতি বিজয় নতুন নিয়ম শুরু করলেন।সেই নিয়ম জানার পরেই উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা। আগে তামিলনাড়ুতে প্রেক্ষাগৃহে 'মর্নিং শো'-এ ছবি দেখানো হত না। তৃষার নতুন ছবির মাধ্যমে আসতে চলেছে নতুন পরিবর্তন। ১৪ মে 'করুপ্পু'র প্রথম শো দেখানো হবে সকাল ৯টায়। বিজয়ের সঙ্গে তৃষার বিশেষ সম্পর্ক নিয়ে এমনিই আলোচনার শেষ নেই। তার মধ্যে এই নতুন নিয়ম, তাঁদের প্রেমের জল্পনা যেন আরও উস্কে দিল।তাই এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরে অনুরাগীরা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। এক জন মজা করে লেখেন, ৪টের বা ৬টার শোয়ের অনুমতিও চাওয়া যেত! আবার আর এক জন মন্তব্য করেন, তামিল ছবির ইতিহাসে প্রথম বার সকাল ৯টায় দেখানো হবে ছবি। ধন্যবাদ বিজয় আন্না। আরও এক জন লেখেন, এক সময় নিজের ছবির বিশেষ শোয়ের অনুমতি সরকারের কাছে চাইতেন, আর এখন গোটা ইন্ডাস্ট্রি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কাছেই অনুমতি চাইছে; কী অসাধারণ যাত্রা!নির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিনই ছিল তৃষার জন্মদিন।

সেই কাকতালীয় ঘটনাতেও অবাক হয়েছিলেন অনেকে। সেই দিন মন্দিরে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন তিনি। অনুরাগীরা মনে করেছিলেন, শুধু জন্মদিনের জন্য নয়, বিজয়ের জন্য প্রার্থনাও করতে গিয়েছিলেন তিনি।

'খোলা থাক আলোচনার রাস্তা'
ভারত-পাক কূটনীতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে পরামর্শ আরএসএস-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সীমান্ত সন্ত্রাস, পর পর জঙ্গি হামলা, ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রের জেরে 'কুকুরের লেজ' পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক কার্যত ছিন্ন করেছে দিল্লি। এই অবস্থায় মোদি সরকারের উদ্দেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বার্তা, পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভারতের আস্থা হারিয়েছে। তবে পাকিস্তানের মতো দেশের বিরুদ্ধে ভারত কঠোর হলেও, আলোচনার রাস্তা খোলা রাখা উচিত। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরএসএস-এর সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে বলেন, যে কোনও দেশের নিরাপত্তা ও আত্মসম্মান রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। বর্তমান সরকারের এই বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু একইসঙ্গে কূটনৈতিক দরজা পুরোপুরি বন্ধ রাখা উচিত নয় আমাদের। ওদের (পাকিস্তান) সঙ্গে আলোচনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের। পাশাপাশি আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ত্দুই দেশের মধ্যে চলমান অচলাবস্থা ভাঙতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ। এই মুহূর্তে সেই পথই অনুসরণ করা উচিত। আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ত্দুই দেশের মধ্যে চলমান অচলাবস্থা ভাঙতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ। এই মুহূর্তে সেই পথই অনুসরণ করা উচিত।প্রচলিত কূটনৈতিক চ্যানেলের বাইরে 'ট্র্যাক

টু' কূটনীতি নিয়ে সরকার নীরব থাকলেও, বিরোধী দলের নেতা-সহ বহু বিশিষ্টজন দুই দেশের সুশীল সমাজের মধ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে আরএসএস নেতা বলেন, তআমি মনে করি এটাই একমাত্র আশা, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত সুশীল সমাজই দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে। কারণ আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে। একটা সময় আমরা একই জাতির ছিলাম। এই বিষয়ের উপরই জোর দেওয়া উচিত দুই পক্ষের। উল্লেখ্য, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বারবার ভারতের বিরুদ্ধে মারণ আঘাত হেনেছে প্রতিবেশী পাকিস্তান। প্রতিবার মিলেছে যোগ্য জবাবও। অতীতে প্রতিটি সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির চেষ্টা করে গিয়েছেন। আর প্রতিবারই পিছন থেকে ছুরি চালিয়েছে জিন্নাহ-র দেশ।

মোদি জমানাতেও পাক সন্ত্রাস রক্তাক্ত করেছে ভারতকে। সবশেষে গত বছর পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক কার্যত ছিন্ন করেছে ভারত। বাণিজ্য থেকে ভিসা আদানপ্রদান, এমনকী বাতিল করে দেওয়া হয়েছে নেহরু জমানার সিন্ধু জলচুক্তি। যার জেরে রীতিমতো বিপাকে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হলেও আলোচনার রাস্তা খোলা রাখার পক্ষেই মত দিল আরএসএস।

মোদির বার্তা মেনেই জ্বালানি-সাশ্রয়!
কনভয় নয়, বাসে চেপেই বিধানসভায় শপথে বিজেপি বিধায়করা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পশ্চিম এশিয়ার সংকটে দেশের আর্থিক চাপ সামলাতে জ্বালানি খরচে সাশ্রয়ের বার্তা দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। শুধু নির্দেশ নয়, নিজের কনভয়ের ৫০ শতাংশ গাড়ি কমানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মোদির সতর্ক বার্তা মাথায় রেখেই বুধবার বিধানসভায় বাসে চেপে শপথ নিতে গেলেন বিজেপি বিধায়করা। বুধবার ও আগামিকাল বৃহস্পতিবার বিধানসভায় জয়ী প্রার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়। জেলাভিত্তিক হিসেবে ভাগ করে বুধবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির প্রার্থীরা শপথ গ্রহণ করেছেন। সেই মতো আজ ১৫২ জন বিধায়ক পৌঁছে যান বিধানসভায়।

উল্লেখযোগ্যভাবে এদিন বিধায়করা নিজেদের কনভয় নয়, বরং বিধায়ক হস্টেল থেকে নির্দিষ্ট বাসে রওনা দেন বিধানসভার উদ্দেশে। প্রসঙ্গত, বিধায়কদের জন্য নির্দিষ্ট বাস বরাদ্দ থাকে বরাবর। কিন্তু এই প্রথম মোদির নির্দেশ মেনে এমন পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে।গত রবিবার তেলেঙ্গানার এক সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোটা বিশ্বে

পেট্রল-ডিজেলের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। পেট্রল-ডিজেল সংরক্ষণের মাধ্যমে তা কেনার জন্য ব্যয় হওয়া বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো আমাদের সকলের দায়িত্ব। এদিনই প্রধানমন্ত্রী নিজের কনভয়ে বৈদ্যুতিন গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন, বৈদ্যুতিন গাড়ি ব্যবহারের জন্য নতুন করে কোনও গাড়ি কেনা যাবে না।এসপিজি সূত্রে জানা গিয়েছে, এসপিজি প্রোটোকলের অধীনে নিরাপত্তার কোনও খামতি না রেখে কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা কমানো হয়েছে। মোদির আবেদনের পর সরকারি ক্ষেত্রেও এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। গাড়ি ছেড়ে মেট্রো, ই-রিকশায় যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে একাধিক মন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রীর পথে হেঁটে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান-সহ বিজেপির শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরাও তাঁদের গাড়ি বহর কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সূত্রের খবর, মোদির পথে হেঁটেই নিজের কনভয়ের গাড়িতে কাটছাঁটের পথে হাটতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।

চিনি রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা কেন্দ্রের

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ ইতিমধ্যেই গৃহস্থের হেঁসেলে পড়তে শুরু করেছে। জ্বালানিতেও যে সংকট আসন্ন, সেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মিতব্যয়ী' হওয়ার আহ্বান থেকে স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য গৃহস্থালির পণ্যে যাতে সংকট তৈরি না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে বড়সড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিনি রপ্তানিতে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। এর ফলে বিশ্ব বাজারে চিনির বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। গোটা বিশ্বের চিনির চাহিদার একটা বড় অংশ পূরণ করে ভারত। ২০১৭-১৮ সালে বিশ্বের মোট চিনি রপ্তানির ৩.৪ শতাংশ ছিল ভারতের দখলে। ২০২১-২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ শতাংশে। পরবর্তীকালে সেটা আরও বেড়েছে। কিন্তু যুদ্ধের আবহ এবং আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কথা মাথায় রেখে এবার সেটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। এমনিতেই এতদিন চিনি রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত ছিল। সব মিলিয়ে ১.৫৯ টন চিনি এ বছর রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল মিলগুলিকে। কিন্তু এবার থেকে আর চিনি রপ্তানি করা যাবে না। কাঁচা, সাদা এবং পরিশোধিত সব ধরনের চিনির রপ্তানিতেই এবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তারপর পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় দেশে আখ চাষের ক্ষতি হয়েছে চলতি মরশুমে। আখ উৎপাদনকারী দুই রাজ্য মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবার কম হতে পারে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ওমানের কাছে ড্রোন হামলায় ডুবল ভারতীয় বাণিজ্যতরী!

যুদ্ধের আঁচে ফের ভারতীয় জাহাজ। এবার ওমান উপকূলের কাছে ভারতের পতাকাবাহী একটি বাণিজ্যতরীতে ড্রোন হামলা। এর জেরে জাহাজটি সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে বলে খবর। এই ঘটনার পরই মুখ খুলেছে কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, গুজরাটের ওই জাহাজটির নাম 'হাজি আলি'। এটি সোমালিয়া থেকে শারজার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। গবাদি পশু বোঝাই বাণিজ্যতরীটিতে মোট ১৪ জন নাবিক এবং ১৩ জন জাহাজ কর্মী ছিলেন। বুধবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ ওমানের উত্তর উপকূলের কাছে লিমা এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা একটি বিস্ফোরক বস্তু জাহাজে আছড়ে পড়ে। এর পরই বাণিজ্যতরীটিতে আগুন লেগে যায়। ধীরে ধীরে সেটি সমুদ্রে ডুবতে শুরু করে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ওমানের উপকূলরক্ষী বাহিনী। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ। ঠিক কী বস্তু জাহাজটিতে আছড়ে পড়েছিল, তা জানা না গেলেও মনে করা হচ্ছে সেটি ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র। সূত্রের খবর, ঘটনায় কোনও নাবিক বা জাহাজ কর্মীর কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রত্যেকেই সুরক্ষিত রয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে দিবা বন্দরে নিয়ে আসা হয়েছে বলে খবর। কিন্তু কে বা কারা এই হামলা চালাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই ঘটনায় মুখ খুলেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। হামলার কড়া নিন্দা করেছে তারা। বিদেশমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভারতীয় জাহাজে হামলা কোনও মতেই বরদাস্ত নয়। অকারণে বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নিরীহ নাবিকদের আক্রমণ করা হচ্ছে।' জাহাজের নাবিক এবং জাহাজ কর্মীর উদ্ধার করার জন্য ওমানকেও ধন্যবাদ জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

যোগরাজ সিংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর
আচমকা কোন বিতর্কে জড়ালেন যুবির বাবা

এবার আইনি জালে জড়িয়ে পড়লেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের বাবা তথা যোগরাজ সিং। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের নতুন ওয়েব সিরিজ ‘লুকখে’র একটি দৃশ্য ঘিরেই সমাজমাধ্যমে উঠেছে নিন্দার ঝড়। নারীসমাজের উদ্দেশে তাঁর একটি সংলাপকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে যাবতীয় বিতর্ক। আর সেই বিতর্কের জল এবার গড়াল থানা পর্যন্ত। চণ্ডীগড়ের সেক্টর ৩৬ থানায় ইতিমধ্যেই যোগরাজের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৯ নম্বর ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬২এ ধারায় রুজু হয়েছে মামলা। ডিজিটাল মাধ্যমে নারীর সম্মানহানি এবং হেনস্তার অপরাধেই মূলত এই ধারাগুলি প্রয়োগ করা হয়। আদালতের এক আইনজীবী উজ্জ্বল ভাসিন এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, আজকের দিনে নারীরা ঘরের কাজ সামলে বাইরের জগতেও সমান অবদান রাখছেন। মা, বোন, স্ত্রী কিংবা কন্যা; প্রত্যেকের পরিশ্রমেই সংসার চলছে। এমন আবহে স্বনির্ভর নারীদের নিয়ে এই সিরিজে অভিনয় করা যোগরাজের ‘আপত্তিকর’ মন্তব্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শুধু তাই নয়, সিরিজে পুলিশের উর্দি পরে থাকা অভিনেতাদের আচরণ এবং অভিনেত্রী রাশি খান্নার চরিত্রের নামকরণ নিয়েও ক্ষোভ উগরে

দিয়েছেন তিনি। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে মহিলা কমিশনকেও স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন ওই আইনজীবী। চণ্ডীগড়ের পুলিশ সুপার স্বয়ং একজন নারী হওয়ায়, এই বিষয়ে দ্রুত এবং কড়া পদক্ষেপের আশা রাখছেন অভিযোগকারী। পুলিশ জানিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিও ক্লিপটি খতিয়ে দেখে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।আমাজন প্রাইম ভিডিওর এই নতুন সিরিজটিতে রাশি খান্না ছাড়াও অভিনয় করেছেন পালক তিওয়ারি, শিবাঙ্কিত সিং পরিহার এবং গায়ক কিং। সিরিজে রাশিকে দেখা যাচ্ছে পুলিশ অফিসার গুরবানির ভূমিকায়, আর যোগরাজ রয়েছেন ওয়ালিয়া সাহেবের চরিত্রে। পর্দায় এক পুরুষ পুলিশ কর্মীর সঙ্গে কথোপকথনের সময়েই নারীদের নিয়ে ওই বিতর্কিত মন্তব্যটি করেন যোগরাজ, যা এখন সমাজমাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়াচ্ছে। নেটিজেনদের একাংশ এই নিয়ে বেজায় চটেছেন। তবে আইনি নোটিস কিংবা নেটপাড়ার এই তুমুল ট্রোলিং নিয়ে এখনও পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটেছেন যোগরাজ সিং নিজে। সিরিজের নির্মাতারাও এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি। এই আইনি জটিলতার জল কতদূর গড়ায়, এখন সেটাই দেখার।

‘টুটুবাবুর জন্যই ডার্বি জিতব’
অঙ্গীকার শুভাশিসের
নীরবতা পালন ইস্ট-মোহনের

মোহনবাগানের ‘বটগাছ’ টুটু বোস চলে গিয়েছেন না ফেরার দেশে। তাঁর প্রয়াণে শোকে মুহ্যমান সবুজ-মেরুন ভক্তকুল। প্রিয় ‘অভিভাবক’ টুটুবাবুর জন্যই এবার ডার্বি জিততে চাইছেন তাঁরা। মোহনবাগান ভক্তদের মতো একই কথা এবার শোনা গেল শুভাশিস বসুর মুখেও। বৃহস্পতিবার তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আগামী রবিবার মোহনবাগান ডার্বি জিতবে এবং সেই জয় উৎসর্গ করা হবে টুটুবাবুকে। আইএসএল পয়েন্ট টেবিলে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মোহনবাগান। শীর্ষে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল। আগামী রবিবার চিরশত্রু দুই দল মুখোমুখি হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। রবিবারের ডার্বি যে জিতবে, আইএসএল খেতাব কার্যত তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। ফলে দুই দলের কাছেই এই ডার্বি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কেবল খেলা নয়, রবিবারের ডার্বি ঘিরে তৈরি হয়েছে আবগের এক অন্যরকম আবহ। টুটুবাবুর মৃত্যুর পর সবুজ-মেরুন ভক্তকুল চাইছেন, ডার্বি জিতেই শ্রদ্ধা জানানো হোক মোহনবাগানের প্রাণপুরুষকে।সেই একই কথা এবার বললেন মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস। তাঁর কথায়, তআমরা এই ডার্বি জিততে চাই এবং টুটু বোসের স্মৃতিতে উৎসর্গ করতে চাই। টুটুবাবুই আমাকে প্রথমবার মোহনবাগানে নিয়ে এসেছিলেন। কেরিয়ারে সেই প্রথমবার আমার মোহনবাগানে আসা।দ স্মৃতি রোমন্থনের পাশাপাশি শুভাশিস বলছেন, তআমার গোটা কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলির মধ্যে অন্যতম এই ডার্বি।দ বৃহস্পতিবার অনুশীলনে নেমেছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সেখানে ফুটবলাররা নীরবতা পালন করেছেন। দলের তরফে বার্তা দেওয়া হয়, টুটুবাবু সবসময়ে মোহনবাগানের হৃদয়ে থাকবেন। এদিন ইস্টবেঙ্গলের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়েও নীরবতা পালন করা হয় টুটুবাবুকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। উল্লেখ্য, টুটুবাবু বেশ কিছুদিন ধরেই কিছু শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সোমবার সন্ধেয় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আক্রান্ত হন হৃদরোগে। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তাঁকে প্রথম থেকেই রাখা হয় ভেন্টিলেশনে। মঙ্গলবার রাতে দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় আর বাঁচানো যায়নি টুটুবাবুকে। গভীর রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। টুটুবাবুর প্রয়াণে শোকের ছায়া ফুটবলমহলে। খেলার দুনিয়া হোক বা বিনোদুনিয়া, টুটুবাবুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সকলেই। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও শ্রদ্ধা জানান। এবার সবুজ-মেরুনের আকাঙ্খা, ডার্বি জয় উৎসর্গ করা হোক মোহনবাগান রত্নকে।

‘ভারতীয় কোচরা কি যোগ্য নন ?’
চাকরি হারিয়ে হকি ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শ্রীজেশ

পরাত্তু রবীন্দ্রন শ্রীজেশ। ভারতীয় হকির সেরাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। টোকিওর পর প্যারিস , টানা দুই অলিম্পিকে দেশের হয়ে জিতেছেন ব্রোঞ্জ পদক। শেষবার টানা দুই অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল পদক জিতেছিল ৫২ বছর আগে, মেক্সিকো সিটি (১৯৬৮) এবং মিউনিখে (১৯৭২)। এত বছর পর ভারত যে কীর্তি গড়েছে তার নেপথ্যে রয়েছে শ্রীজেশের হ্যান্ড অফ গড। সেই শ্রীজেশ এতদিন ছিলেন জুনিয়র ভারতীয় দলের কোচিংয়ের দায়িত্বে। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁকে খোয়াতে হয়েছে চাকরি। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জুনিয়র দলের হেডকোচ ছিলেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে দল পাঁচটি টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে প্রতিবারই পডিয়ামে শেষ করেছে ভারত। জুনিয়র বিশ্বকাপেও ব্রোঞ্জ পদক জেতে। তবুও দায়িত্বে আর রাখা হল না তাঁকে। আর সেই নিয়েই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ‘দ্য গ্রেট ওয়াল অফ ইন্ডিয়া’। কোচের পদ থেকে সরে যাওয়ার পর সোশাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তিনি। শ্রীজেশের দাবি, ভারতীয় কোচদের উপেক্ষা করে বিদেশি কোচদেরই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতীয় হকি ফেডারেশন।সোশাল মিডিয়ায় শ্রীজেশ লেখেন, ‘মাত্র দেড় বছরেই বুঝি আমার কোচিং কেরিয়ার শেষ হয়ে গেল। এই সময়ের মধ্যে আমরা পাঁচটি টুর্নামেন্ট খেলেছি। প্রতিটিতেই পডিয়াম ফিনিশ (শীর্ষ তিনের মধ্যে স্থান) করেছি। জুনিয়র বিশ্বকাপেও ব্রোঞ্জ জিতেছি। খারাপ ফলের জন্য কোচ ছাঁটাইয়ের কথা শুনেছি। কিন্তু এই প্রথম কোনও বিদেশি কোচকে জায়গা করে দিতে গিয়ে আমাকে সরে যেতে হল। ভারতীয় কোচরা কি তাহলে ভারতীয় হকির উন্নতি ঘটাতে পারে না?’ এখানেই থামেননি তিনি। আরও জানান, ২০৩৬ অলিম্পিক্সকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য তাঁকে দেশীয় কোচদের নেতৃত্বে এগিয়ে আসার কথা বলেছিলেন। অথচ বাস্তবে চারটি জাতীয় দলের ক্ষেত্রেই বিদেশি কোচদের উপরই আস্থা রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর।এই অভিযোগ পুরোপুরি খারিজ করেছে ভারতীয় হকি ফেডারেশন। তাদের দাবি, শ্রীজেশকে বরখাস্ত করা হয়নি। তাঁর চুক্তির মেয়াদ গত বছরের ডিসেম্বরে শেষ হয়েছিল। এরপর নিয়ম মেনেই নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয় এবং যোগ্যতার ভিত্তিতেই নতুন কোচ নির্বাচন করা হয়েছে। ফেডারেশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা কোনওভাবেই শ্রীজেশকে সরাইনি। বরং তাঁকে ডেভেলপমেন্ট টিমের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যা লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।’ ফেডারেশন জানিয়েছে, বিদেশি কোচদের প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্বের কথা শ্রীজেশকে কখনও বলা হয়নি। একইসঙ্গে তারা

দাবি করেছে, ভারতীয় কোচদের উন্নয়নের জন্য ‘কোচিং পাথওয়ে প্রোগ্রাম’-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ৬০০-র বেশি দেশীয় কোচকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে ফেডারেশনের সাফাইয়ে বরফ গলেনি। দেশের হকির অন্যতম সফল এই তারকার এমন বিদায় ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক।

বিশ্বকাপে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার

ফুটবল বিশ্বকাপ খেলা যে কোনও ভারতীয়র কাছে স্বপ্নের মতো। ১৪০ কোটির দেশ কখনও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। না খেললেও ভারতে বিশ্বকাপ নিয়ে জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। মেসি-রোনাল্ডো-নেইমারদের নিয়ে রাত জাগেন সমর্থকরা। এবার তাঁদের মুখে হাসি এনে দেওয়ার মতো খবর। বিশ্বমঞ্চে এবার দেখা যেতে পারে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তিন ফুটবলারকে। নিউজিল্যান্ড ও কাতার দলে জায়গা পেয়েছেন সরপ্রীত সিং, নাইল মেসন এবং তাহসিন মহম্মদ। ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবারে জন্ম নেওয়া সরপ্রীতকে বুধবার বিশ্বকাপের দলে রেখেছেন নিউজিল্যান্ড কোচ ড্যারেন বেজেলি। অকল্যান্ডে জন্ম নেওয়া ২৭ বছরের এই মিডফিল্ডার বংশসূত্রে ভারতের হয়ে খেলার যোগ্যতা পেলেও শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন। ২০১৮ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর থেকে ‘অল হোয়াইটসে’র নিয়মিত সদস্য তিনি। এখনও পর্যন্ত কিউয়িদের হয়ে ২৬টি ম্যাচে ৩ গোল ও ৭টি অ্যাসিস্ট করেছেন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার।অন্যদিকে, ৩৪ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন কাতার কোচ হুলেন লোপেতেগি। সেখানে সুযোগ পেয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত দুই ফুটবলার নাইল মেসন ও তাহসিন মহম্মদ। ডিফেন্ডার নাইলের মা ভারতীয়। যুব পর্যায়ে তিনি খেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদ, সাউদাম্পটন এবং অ্যাস্টন ভিলার মতো ক্লাবের হয়ে। চলতি বছরের মার্চে প্রথমবার কাতারের সিনিয়র দলে ডাক পেলেও এখনও জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয়নি তাঁর। ১৯ বছরের উইঙ্গার তাহসিন মহম্মদের বাবা জামশিদ কেরলের থালাসেরির বাসিন্দা। মা শাইমা কন্নুর জেলার ভালাপাট্টানমের মেয়ে। ১৭ বছর বয়সেই কাতার স্টারস লিগে খেলা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলার হিসাবে ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন তাহসিন। কাতারের সিনিয়র দলের হয়ে এখনও পর্যন্ত দু’টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ২০২৪ সালের জুনে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। ৪ জুনের মধ্যে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করতে হবে। এর প্রায় দিন কুড়ি আগে নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সরপ্রীত। এবার নজর কাতারের ২৬ দলের দলে কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুযোগ পান কিনা। তবে অনেকেই বলছেন, এবার এই দলগুলির হয়েও গলা ফাটাবেন ভারতের সমর্থকরা।

সতীর্থকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য অর্শদীপের
প্রবল কটাক্ষের শিকার তারকা পেসার

মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকবার বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন অর্শদীপ সিং। তারকা পেসার সোশাল মিডিয়ায় অতি সক্রিয়। সর্বক্ষণ রিল বানাতে দেখা যায় অর্শদীপকে। কয়েকদিন আগে বোর্ডের তরফ থেকে তাঁকে রিল বানাতে নিষেধ করা হয়। তারপরেও রিল বানালেন তিনি, এবং সোশাল মিডিয়ায় তুমুল কটাক্ষের শিকার হলেন। সবমিলিয়ে পাঞ্জাবের তারকা পেসারকে নিয়ে একের পর এক বিতর্ক দানা বাঁধছে। বৃহস্পতিবার আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে পাঞ্জাবের। ম্যাচের আগে মুম্বই তারকা তিলক বর্মার সঙ্গে অর্শদীপের দেখা হয়। ভারতীয় দলের দুই সতীর্থের মধ্যে বেশ হাসিঠাট্টা চলে। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। সেখানেই শোনা যায়, তিলককে ‘অন্ধকার’ বলে সম্বোধন করছেন অর্শদীপ। সম্ভবত তিলকের গায়ের রংকে কটাক্ষ করেই এহেন মন্তব্য। এখানেই না থেমে তিলককে সানস্ক্রিন ব্যবহার করার পরামর্শও দেন তারকা পেসার। তবে পুরো কথোপকথনটাই হয়েছে মজার ছলে। সেই ভিডিও অবশ্য পরে ডিলিট হয়ে গিয়েছে।কিন্তু অর্শদীপের এই ভিডিও দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন নেটিজেনদের একাংশ। তাঁদের মতে,

বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন অর্শদীপ। এক নেটিজেনের কথায়, ‘পাঞ্জাবিদের রসবোধটা খুব স্বভাবতই বিদ্বেষমূলক।’ কেউ বা বলছেন, ‘ইয়ার্কির ছলে এমন মন্তব্য করাটা অত্যন্ত খারাপ। এইভাবে মন্তব্য করা কথা অর্শদীপ ভাবেন কী করে?’ অনেকেই মনে করছেন, সতীর্থের গায়ের রং নিয়ে এভাবে মশকরা করাটা মোটেও উচিত নয়। প্রত্যেক ক্রিকেটারকেই মর্যাদা দেওয়া উচিত। নেটিজেনদের মতে, এহেন মন্তব্য করে আসলে নিজের সম্মানটাই খোয়াচ্ছেন অর্শদীপ। প্রসঙ্গত, টি-২০ বিশ্বকাপ চলাকালীনও অর্শদীপের একটি রিল নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। চলতি আইপিএলে অর্শদীপের ভ্লগে দেখা যায়, ই-সিগারেট বা ভ্যাপ ব্যবহার করছেন যুজবেন্দ্র চাহাল। সেই নিয়ে বিতর্ক বাঁধতেই বোর্ডের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, সোশাল মিডিয়ায় ভ্লগ পোস্ট করা থেকে আপাতত বিরত থাকতে হবে অর্শদীপকে।

পিএসজির পঞ্চম মুকুট
ইন্টারের ‘ডবল’ ট্রফি
ইউরোপের দুই ক্লাবে শিরোপার উৎসব

ইউরোপীয় ফুটবলে বুধবারের রাত ছিল দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের সাফল্যের উৎসব। ফ্রান্সে আবারও লিগ ওয়ানের সিংহাসনে বসেছে পিএসজি। অন্যদিকে, ইটালিতে ‘ডবল’ ট্রফি জিতল ইন্টার মিলান। ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন, এই সহজ সমীকরণ নিয়ে মাঠে নেমেছিল পিএসজি। কিন্তু লেন্সের মাঠে তারা কোনও হিসাব কষেনি তারা। ২-০ ব্যবধানে জিতে টানা পঞ্চমবারের মতো লিগ ওয়ানের ট্রফি নিজেদের নামে করে নিল লুইস এনরিকের দল। ৩৩ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা প্যারিসের ক্লাবটিকে আর ধরতে পারবে না দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেন্স।ম্যাচের ২৯ মিনিটে উসমান দেম্বেলের বাড়ানো বল থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন খিভিচা কাভারাস্কেলিয়া। এরপর একাধিক আক্রমণ চালিয়েও সমতায় ফিরতে পারেনি লেন্স। গোলরক্ষক মাতভেই সাফোনভের দৃঢ়তায় বারবার হতাশ হতে হয় আয়োজকরা। সংযুক্তি সময়ে তরুণ ফরোয়ার্ড ইব্রাহিম এমবায়ে দ্বিতীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন।শিরোপা জয়ের পর পিএসজি কোচ এনরিকে বলেন, তএবার শিরোপা জেতা কঠিন ছিল। লেন্স অসাধারণ খেলেছে। এখানে জেতার জন্য আমাদের ভীষণ লড়াই করতে হয়েছে।দ অন্যদিকে, দেম্বেলে ম্যাচ শেষে বলেন, তআমরা জয়ের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নেমেছিলাম। তবে আমাদের বড় লক্ষ্য ৩০ মে-র ফাইনাল। তবে এই শিরোপা জয়ের পর এখন অবশ্যই সেলিব্রেট করব।দ এটি পিএসজি’র ইতিহাসে ১৪তম লিগ শিরোপা, যা ফরাসি ফুটবলে সর্বোচ্চ। কাতারি মালিকানার যুগে গত ১৪ বছরের মধ্যে ১২ বার চ্যাম্পিয়ন হল তারা। এরই মধ্যে ফরাসি সুপার কাপ ও লিগ জিতে নেওয়া পিএসজি এখন ট্রেবলের স্বপ্নও দেখছে। আগামী ৩০ মে আর্সেনালের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল খেলবে তারা। অন্যদিকে, ইটালিতেও উৎসবে মাতোয়ারা ইন্টার মিলান। রোমে ইটালিয়ান কাপ ফাইনালে লাজিওকে ২-০ গোলে হারিয়ে দশমবারের মতো কোপা ইটালিয়া জিতেছে ইন্টার। ম্যাচের শুরুতেই আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। ফেদেরিকো দিমারকোর কর্নার ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই বল পাঠান লাজিও ডিফেন্ডার অ্যাডাম মারুসিক। এরপর প্রথমার্ধেই ব্যবধান বাড়ান অধিনায়ক লাউতারো মার্টিনেজ।এর আগেই সিরি আ জিতেছিল ইন্টার। ফলে ২০১০ সালের পর এই প্রথম একই মরশুমে লিগ ও কাপ, দুই শিরোপাই জিতল মিলানের ক্লাবটি। সেই ২০১০ সালে হোসে মোরিনহোর অধীনে ট্রেবল জিতেছিল ইন্টার। কাকতালীয়ভাবে সেই দলের সদস্য ছিলেন বর্তমান কোচ ক্রিস্তিয়ান কিভুও। গত মরশুমে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে এই সাফল্যে দারুণ খুশি অধিনায়ক মার্টিনেজ। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, তগত বছরের হতাশার পর নতুনভাবে শুরু করা সহজ ছিল না। কিন্তু আমরা পুরো মরশুমে দারুণ ফুটবল খেলেছি। ডাবল জয় আমাদের জন্য স্পেশাল।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।